অধ্যায় ৬ পরিচ্ছেদ ১ বাক্যতত্ত্ব

বাক্যের লক্ষ্যভাগ, বিবরণভাগ, বিশেষ্যবন্ধ, ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ ও ক্রিয়াদল

বাংলা বাক্যতত্ত্বে বাক্যকে শুধু 'শব্দের সমষ্টি' হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। বাক্য হলো এমন একটি সংগঠিত ভাষিক একক, যেখানে শব্দ, পদ, পদগুচ্ছ, খণ্ডবাক্য ও ক্রিয়াপদ পরস্পরের সঙ্গে অন্বয় বা সম্পর্ক স্থাপন করে একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়– এই দুই অংশের কথা বলা হয়। আধুনিক বাক্যতাত্ত্বিক আলোচনায় একই বিষয়কে আরও সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্যভাগ ও বিবরণভাগ হিসেবে দেখা যায়। লক্ষ্যভাগ হলো বাক্যের সেই অংশ, যাকে কেন্দ্র করে বাক্যে কিছু বলা হয়; আর বিবরণভাগ হলো সেই অংশ, যেখানে লক্ষ্যভাগ সম্পর্কে তথ্য, ক্রিয়া, অবস্থা, কর্ম, স্থান, কাল, কারণ, উপায় বা ফল প্রকাশিত হয়।

প্রদত্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে– 'বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক।'[১] এই অন্বয়ই বাক্যের প্রাণ। 'মিনা এখন বই পড়ছে।'– এ বাক্যে 'মিনা' লক্ষ্যভাগ বা উদ্দেশ্য, আর 'এখন বই পড়ছে' বিবরণভাগ বা বিধেয়। কিন্তু বাংলা বাক্যে লক্ষ্যভাগ সব সময় কর্তা হবে– এমন নয়; কখনো কর্মও লক্ষ্যভাগ হতে পারে। যেমন– 'বইটা আমি পড়েছি।' এখানে 'বইটা' বাক্যের শুরুতে এসে আলোচনার কেন্দ্র বা লক্ষ্যভাগ হয়েছে, যদিও ব্যাকরণিকভাবে তা কর্ম।

আধুনিক Syntax-এ বাক্যকে সাধারণত noun phrase, verb phrase, adverbial phrase, clause ইত্যাদি গঠন–এককের সমন্বয় হিসেবে দেখা হয়। Britannica-র সংজ্ঞার্থে– syntax is the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases।[2] অর্থাৎ, বাক্যের ভেতরে শব্দ কীভাবে সাজে এবং সেগুলোর সম্পর্ক কীভাবে অর্থ তৈরি করে– এটাই বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য। বাংলা বাক্যের সংগঠন বুঝতে হলে তাই লক্ষ্যভাগ, বিবরণভাগ, বিশেষ্যবন্ধ, ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ এবং ক্রিয়াদল– এই উপাদানগুলো আলাদা করে দেখা প্রয়োজন।

বাংলা বাক্যের সামগ্রিক সংগঠন

বাংলা ভাষার সাধারণ বাক্যক্রম হলো কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। অর্থাৎ, বাংলা সাধারণত SOV ভাষা। যেমন–

'রাহিম বই পড়ে।' এখানে–

অংশ	পদ	ভূমিকা
রাহিম	বিশেষ্য	কর্তা / লক্ষ্যভাগ
বই	বিশেষ্য	কর্ম / বিবরণ ভাগের উপাদান
পড়ে	ক্রিয়া	ক্রিয়াদল

এই গঠনটি নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায়–

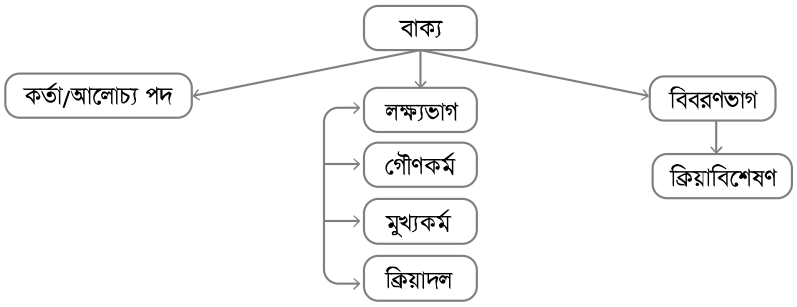

উদাহরণ: 'শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।'

উপাদান	উদাহরণ	ভূমিকা
লক্ষ্যভাগ	শিক্ষক	কর্তা

গৌণকম	ছাত্রকে	গ্রহণকারী
মুখ্যকর্ম	বই	প্রদত্ত বস্তু
ক্রিয়াদল	দিলেন	ক্রিয়া

এই বাক্যে 'শিক্ষক' কর্তা, 'ছাত্রকে' গৌণকর্ম, 'বই' মুখ্যকর্ম এবং 'দিলেন' ক্রিয়াদল। এখানে ক্রিয়াটি 'দেওয়া'; দেওয়ার সঙ্গে তিনটি অর্থগত অংশ যুক্ত– দানকারী, গ্রহণকারী এবং বস্তু। ভাষাবিজ্ঞানে এ ধরনের গঠনকে ditransitive construction (দ্বিকর্মক ক্রিয়াগত গঠন) বলা হয়।

লক্ষ্যভাগ: বাক্যের আলোচ্য অংশ

লক্ষ্যভাগ হলো বাক্যের সেই অংশ, যাকে কেন্দ্র করে বাক্যের বক্তব্য গড়ে ওঠে। প্রথাগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর মিল আছে, তবে লক্ষ্যভাগ ধারণাটি কিছুটা বেশি বিস্তৃত। কারণ উদ্দেশ্য সাধারণত কর্তা হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু লক্ষ্যভাগ কখনো কর্তা, কখনো কর্ম, কখনো স্থান, কখনো সময়ও হতে পারে।

কর্তা লক্ষ্যভাগ হলে

'রাহিম বই পড়ে।'– এখানে 'রাহিম' কর্তা এবং লক্ষ্যভাগ। বাক্যে রাহিম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে বই পড়ে।

লক্ষ্যভাগ	বিবরণভাগ
রাহিম	বই পড়ে

কর্ম লক্ষ্যভাগ হলে

'বইটা রাহিম পড়েছে।'

এখানে 'বইটা' ব্যাকরণিকভাবে কর্ম, কিন্তু বাক্যের শুরুতে এসে আলোচনার কেন্দ হয়েছে। বক্তা বইটিকে নিয়ে বলছেন– কে পড়েছে? রাহিম পড়েছে।

লক্ষ্যভাগ	বিবরণভাগ
বইটা	রাহিম পড়েছে

এই ধরনের বাক্যে বাংলা ভাষার পদক্রমের নমনীয়তা দেখা যায়। বাংলা SOV ভাষা হলেও তথ্যপ্রবাহ বা জোরের কারণে কর্ম বাক্যের শুরুতে আসতে পারে।

স্থান লক্ষ্যভাগ হলে

'ঢাকায় আজ প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে।'

এখানে 'ঢাকায়' স্থানবাচক হলেও বাক্যের লক্ষ্যভাগের মতো কাজ করছে। বাক্যটি ঢাকার আবহাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সময় লক্ষ্যভাগ হলে

'আজ আমরা ক্লাসে যাব না।'

এখানে 'আজ' সময়বাচক ক্রিয়াবিশেষণ হলেও বাক্যের আলোচনার সূচনা করেছে। তাই এটি তথ্যগত লক্ষ্যভাগ।

বিবরণভাগ: লক্ষ্যভাগ সম্পর্কে যা বলা হয়

বিবরণভাগ হলো বাক্যের সেই অংশ, যেখানে লক্ষ্যভাগ সম্পর্কে কোনো কাজ, অবস্থা, গুণ, ঘটনা, সম্পর্ক বা তথ্য বলা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এটি বিধেয়ের সঙ্গে তুলনীয়। তবে বিবরণভাগের মধ্যে কর্ম, গৌণকর্ম, ক্রিয়াবিশেষণ, স্থান, কাল, কারণ, উপায়, পরিমাণ, পরিপূরক ও ক্রিয়াদল থাকতে পারে।

উদাহরণ: 'পরিশ্রমী ছাত্রটি প্রতিদিন মন দিয়ে পাঠ পড়ে।'

অংশ	ভূমিকা
পরিশ্রমী ছাত্রটি	লক্ষ্যভাগ
প্রতিদিন মন দিয়ে পাঠ পড়ে	বিবরণভাগ
প্রতিদিন	কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ
মন দিয়ে	উপায়বাচক ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ

পাঠ	মুখ্যকর্ম
পড়ে	ক্রিয়াদল

বিবরণভাগের সাধারণ বিন্যাস হতে পারে–

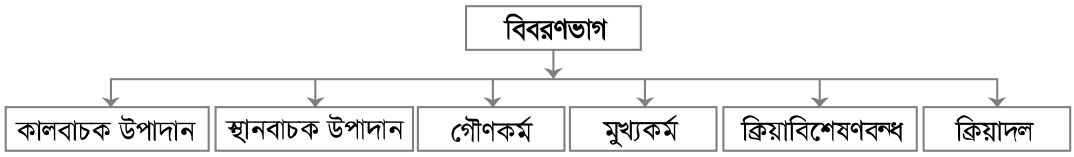

বিবরণভাগের আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উপাদান

বাংলা বাক্যে বিবরণভাগের সব উপাদান সব সময় আবশ্যিক নয়। অনেক উপাদান ঐচ্ছিক। কিন্তু ক্রিয়াদল সাধারণত বাক্যের কেন্দ্রীয় অংশ।

আবশ্যিক উপাদান

যেসব উপাদান ছাড়া বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ বা অস্বাভাবিক হয়ে যায়, সেগুলো আবশ্যিক।

উদাহরণ: 'সে দিল।'

এখানে প্রশ্ন জাগে– কী দিল? কাকে দিল? তাই 'দেওয়া' ক্রিয়ায় সাধারণত মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম প্রত্যাশিত।

পূর্ণ বাক্য– 'সে আমাকে বই দিল।'

উপাদান	ভূমিকা
সে	কর্তা
আমাকে	গৌণকর্ম
বই	মুখ্যকর্ম
দিল	ক্রিয়া

ঐচ্ছিক উপাদান

যেসব উপাদান না থাকলেও বাক্য ব্যাকরণগতভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু অর্থকে বিস্তৃত বা নির্দিষ্ট করে, সেগুলো ঐচ্ছিক।

উদাহরণ: 'সে বই পড়েছে।' এটি পূর্ণ বাক্য।

কিন্তু– 'সে আজ সকালে ঘরে বসে মন দিয়ে বই পড়েছে।'

এখানে 'আজ সকালে', 'ঘরে বসে', 'মন দিয়ে'– সবই ঐচ্ছিক ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান। এগুলো বাক্যের অর্থকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঐচ্ছিক উপাদান	ধরন
আজ সকালে	কালবাচক
ঘরে বসে	স্থান/পদ্ধতিবাচক
মন দিয়ে	উপায়বাচক
দ্রুত	ধরনবাচক
পরীক্ষার জন্য	উদ্দেশ্যবাচক

মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম

বাংলা বাক্যে কিছু ক্রিয়া শুধু একটি কর্ম গ্রহণ করে, আবার কিছু ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে। দুটি কর্ম থাকলে সাধারণত একটি মুখ্যকর্ম এবং অন্যটি গৌণকর্ম হয়।

এককর্মক গঠন

'রাহিম বই পড়ছে।'

অংশ	ভূমিকা

রাহিম	কর্তা
বই	মুখ্যকর্ম
পড়ছে	ক্রিয়া

এখানে ‘বই’ একমাত্র কর্ম, তাই এটি মুখ্যকর্ম।

দ্বিকর্মক গঠন

‘মা শিশুকে ভাত খাওয়ালেন।’

অংশ	ভূমিকা
মা	কর্তা
শিশুকে	গৌণকর্ম
ভাত	মুখ্যকর্ম
খাওয়ালেন	ক্রিয়াদল

‘শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।’

অংশ	ভূমিকা
শিক্ষক	কর্তা
ছাত্রকে	গৌণকর্ম
বই	মুখ্যকর্ম
দিলেন	ক্রিয়া

মুখ্যকর্ম সাধারণত যে বস্তু সরাসরি ক্রিয়ার ফল গ্রহণ করে তাকে বোঝায়। গৌণকর্ম সাধারণত ব্যক্তি, গ্রহণকারী, প্রাপক বা উপভোক্তাকে বোঝায়। Otto Jespersen দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে direct object ও indirect object-এর ভেদকে ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন।[৩] বাংলা বিশ্লেষণে এগুলোকে মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম বলা যায়।

বিশেষ্যবন্ধ: বাক্যের নামধর্মী গঠন

বিশেষ্যবন্ধ বা Noun Phrase হলো এমন পদগুচ্ছ, যার কেন্দ্রে একটি বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় পদ থাকে। এটি বাক্যে কর্তা, কর্ম, গৌণকর্ম, লক্ষ্যভাগ, পরিপূরক বা অধিকরণধর্মী ভূমিকা পালন করতে পারে।

Edinburgh University-র syntax overview-তে phrase সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শব্দগুচ্ছের একটি head থাকে এবং সেই head-কে কেন্দ্র করে phrase গঠিত হয়।[৪] বিশেষ্যবন্ধে সেই head হলো বিশেষ্য।

বিশেষ্যবন্ধের প্রধান গঠনরীতি

বিশেষ্যবন্ধ

- → বিশেষ্য
- → বিশেষণ + বিশেষ্য
- → একাধিক বিশেষণ + বিশেষ্য
- → বিশেষণ + সংযোজক + বিশেষণ + বিশেষ্য
- → বিশেষ্য + যোজক + বিশেষ্য
- → প্রতিনির্দেশক + আশ্রিত বাক্য
- → বাক্যকল্পীয় বিশেষ্য

১. একক বিশেষ্য

‘ছাত্র পড়ছে।’

বিশেষ্যবন্ধ	ভূমিকা
ছাত্র	কর্তা

২. এক বিশেষণ + বিশেষ্য

'মেধাবী ছাত্র পড়ছে।'

গঠন	বিশেষ্যবন্ধ	ভূমিকা
বিশেষণ + বিশেষ্য	মেধাবী ছাত্র	কর্তা

এখানে 'মেধাবী' বিশেষণ, 'ছাত্র' বিশেষ্য। দুয়ে মিলে 'মেধাবী ছাত্র' বিশেষ্যবন্ধ।

৩. একাধিক বিশেষণ + বিশেষ্য

'পরিশ্রমী মেধাবী ছাত্রটি পুরস্কার পেল।'

গঠন	বিশেষ্যবন্ধ
বিশেষণ + বিশেষণ + বিশেষ্য	পরিশ্রমী মেধাবী ছাত্রটি

এখানে 'পরিশ্রমী' ও 'মেধাবী'– দুটি বিশেষণ একই বিশেষ্য 'ছাত্রটি'-কে বিশেষিত করেছে।

৪. বিশেষণ + সংযোজক + বিশেষণ + বিশেষ্য

'সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ সমাজের সম্পদ।'

গঠন	বিশেষ্যবন্ধ
বিশেষণ + যোজক + বিশেষণ + বিশেষ্য	সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ

এখানে 'সৎ' ও 'পরিশ্রমী' দুটি বিশেষণ 'ও' যোজকের সাহায্যে যুক্ত হয়ে 'মানুষ' বিশেষ্যকে বিশেষিত করেছে।

৫. বিশেষ্য + যোজক + বিশেষ্য

'রাহিম ও করিম মাঠে গেল।'

গঠন	বিশেষ্যবন্ধ
বিশেষ্য + যোজক + বিশেষ্য	রাহিম ও করিম

এখানে দুটি বিশেষ্য 'ও' যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যৌথ কর্তা তৈরি করেছে।

আরও উদাহরণ–

'মা-বাবা সন্তানের মঙ্গল চান।' 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আলোচনা করলেন।' 'দেশ ও জাতি তার অবদান স্মরণ রাখবে।'

৬. প্রতিনির্দেশক + আশ্রিত বাক্য

বাংলা মিশ্র বাক্যে 'যে-সে', 'যা-তা', 'যেখানে-সেখানে', 'যখন-তখন' ইত্যাদি সাপেক্ষ বা প্রতিনির্দেশক গঠন বিশেষ্যবন্ধের মতো কাজ করতে পারে। যেমন–

'যে পরিশ্রম করে, সে সফল হয়।'

অংশ	ভূমিকা
যে পরিশ্রম করে	আশ্রিত বাক্য
সে	প্রতিনির্দেশক
সে সফল হয়	প্রধান বাক্য

এখানে 'যে পরিশ্রম করে' অংশটি ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে এবং 'সে' সেই ব্যক্তির প্রতিনির্দেশক। প্রদত্ত অধ্যায়েও মিশ্র বাক্যে প্রধান খণ্ডবাক্য ও আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।[১]

আরও উদাহরণ–

'যা বলেছ, তা সত্য।' 'যেখানে নদী, সেখানে বসতি।' 'যখন সময় পাবে, তখন এসো।'

৭. বাক্যকল্পীয় বিশেষ্য

যে বাক্যাংশ বা খণ্ডবাক্য বাক্যে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বাক্যকল্পীয় বিশেষ্য বা nominal clause বলা যায়। যেমন–

'সে আসবে কি না, আমি জানি না।'

অংশ	ভূমিকা
সে আসবে কি না	বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য
আমি জানি না	প্রধান বাক্য

এখানে 'সে আসবে কি না'– এই খণ্ডবাক্যটি 'আমি কী জানি না?'– এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তাই এটি বিশেষ্যস্থানীয়।

আরও উদাহরণ:

'তুমি যে সত্য বলেছ, তা প্রমাণিত।' 'যে পড়াশোনা করে, সে সফল হয়।' 'তার আসা আমাদের আনন্দ দিয়েছে।'

বিশেষ্যবন্ধের বাক্যগত ভূমিকা

একটি বিশেষ্যবন্ধ বাক্যে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশেষ্যবন্ধ	বাক্য	ভূমিকা
পরিশ্রমী ছাত্রটি	পরিশ্রমী ছাত্রটি পড়ছে।	কর্তা
বইটি	আমি বইটি পড়েছি।	মুখ্যকর্ম
শিশুটিকে	মা শিশুটিকে ভাত দিলেন।	গৌণকর্ম
একজন শিক্ষক	তিনি একজন শিক্ষক।	পরিপূরক
যে ছেলে পড়েছে	যে ছেলে পড়েছে, সে পাশ করেছে।	আশ্রিত বিশেষ্যবন্ধ

ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ: বিবরণভাগের সম্প্রসারক

ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ (Adverbial Phrase) হলো এমন পদ বা পদগুচ্ছ; যা ক্রিয়ার স্থান, কাল, ধরন, কারণ, উদ্দেশ্য, উপায়, মাত্রা বা শর্ত নির্দেশ করে। এটি বিবরণভাগের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক উপাদান।

ক্রিয়াবিশেষণবন্ধের প্রধান উৎস

ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ

- এক শব্দের ক্রিয়াবিশেষণ
- বিশেষ্য উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ
- বিশেষণ উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ
- ক্রিয়া উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ
- বাক্যকল্পীয় ক্রিয়াবিশেষণ

১. এক শব্দের ক্রিয়াবিশেষণ

'সে দ্রুত হাঁটে।'

ক্রিয়াবিশেষণ	কাজ
দ্রুত	হাঁটার ধরন বোঝাচ্ছে

আরও উদাহরণ: 'আজ বৃষ্টি হবে।' 'সে ধীরে কথা বলে।' 'তারা এখানে থাকবে।' 'আমি এখন যাব।'

২. বিশেষ্য উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ

বিশেষ্য বা বিশেষ্যবন্ধ কখনো বিভক্তি বা অনুসর্গের সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষণীয় কাজ করে। যেমন–

'সে সকালে আসে।'

এখানে 'সকালে' মূলত সময়বাচক বিশেষ্য 'সকাল' থেকে তৈরি; কিন্তু বাক্যে ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করছে।

আরও উদাহরণ:

বাক্য	ক্রিয়াবিশেষণীয় অংশ	উৎস

সে রাতে পড়েছে।	রাতে	রাত
আমি ঘরে বসেছি।	ঘরে	ঘর
তারা মাঠে খেলছে।	মাঠে	মাঠ
শিশুটি আনন্দে নাচছে।	আনন্দে	আনন্দ

৩. বিশেষণ উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ

বিশেষণ থেকে 'ভাবে', 'রূপে', 'করে' ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ তৈরি হয়। যেমন–

'সে সুন্দরভাবে লিখেছে।'

অংশ	বিশ্লেষণ
সুন্দর	বিশেষণ
সুন্দরভাবে	ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ
লিখেছে	ক্রিয়া

আরও উদাহরণ:

'শান্তভাবে কথা বলো।' 'সঠিকভাবে উত্তর দাও।' 'ভালো করে পড়ো।' 'নীরবে কাজ করো।'

৪. ক্রিয়া উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণ

অসমাপিকা ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত রূপ বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণীয় কাজ করতে পারে। যেমন–

'সে দৌড়ে বাড়ি গেল।'

এখানে 'দৌড়ে' ক্রিয়ার ধরন বা উপায় নির্দেশ করছে।

আরও উদাহরণ:

'হেসে কথা বলো।' 'খেয়ে স্কুলে যাও।' 'পড়ে উত্তর দাও।' 'কেঁদে সে চলে গেল।'

৫. বাক্যকল্পীয় ক্রিয়াবিশেষণ

আশ্রিত খণ্ড বাক্য কখনো সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়াবিশেষণের কাজ করে। প্রদত্ত অধ্যায়ে ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্যের উদাহরণ হিসেবে উদ্দেশ্য, কারণ, ফলাফল, পরিমাপ, বৈপরীত্য, ধরন ও তুলনা নির্দেশের কথা বলা হয়েছে।[1]

উদাহরণ: 'যদি তুমি পড়ো, তবে পাশ করবে।'

অংশ	ভূমিকা
যদি তুমি পড়ো	শর্তবাচক ক্রিয়াবিশেষণীয় খণ্ড-বাক্য।
তবে পাশ করবে	প্রধান বাক্য।

আরও উদাহরণ:

'যেহেতু সে অসুস্থ, তাই সে আসেনি।' 'যদিও সে গরিব, তবু সে সৎ।' 'যেমন বলেছি, তেমন করো।'

ক্রিয়াদল বা ক্রিয়াপদ: বিবরণভাগের কেন্দ্র

ক্রিয়াদল (Verb Phrase) বাক্যের বিবরণভাগের কেন্দ্রীয় অংশ। কারণ ক্রিয়া বাক্যে কাজ, অবস্থা, ঘটনা, হওয়া, থাকা, পাওয়া, দেওয়া, করানো ইত্যাদি প্রকাশ করে। একটি ক্রিয়াদল এক শব্দেরও হতে পারে, আবার একাধিক শব্দেরও হতে পারে।

Edinburgh University-র syntax overview-এ verb phrase সম্পর্কে বলা হয়েছে– the verb is the Head of the verb phrase.[৪] অর্থাৎ, ক্রিয়াদলের কেন্দ্র বা head হলো ক্রিয়া। বাংলায় এই head কখনো সরল ক্রিয়া, কখনো সহায়ক ক্রিয়া-সহ যৌগিক রূপ, কখনো যুক্তক্রিয়া।

ক্রিয়াদলের প্রধান গঠন

ক্রিয়াদল

- একশাব্দিক ক্রিয়া
- একধ্বনিদল ধাতু নির্ভর
- দ্বিধ্বনিদল/ত্রিধ্বনিদল ধাতু নির্ভর
  - বহুশাব্দিক ক্রিয়া
    - যুক্তক্রিয়া
    - যৌগিক ক্রিয়া
    - ক্রিয়া + সহায়ক ক্রিয়া

একশাব্দিক ক্রিয়া

যে ক্রিয়াদল একটিমাত্র শব্দে গঠিত, তাকে একশাব্দিক ক্রিয়াদল বলা যায়।

উদাহরণ:

বাক্য	ক্রিয়াদল
সে যায়।	যায়
পাখি উড়ে।	উড়ে
শিশু কাঁদে।	কাঁদে

বাক্য	ক্রিয়াদল
আমি লিখি।	লিখি
বৃষ্টি হচ্ছে।	হচ্ছে
তুহিন পড়ে।	পড়ে

একধ্বনিদল ধাতু নির্ভর ক্রিয়া

বাংলায় কিছু ধাতু খুব সংক্ষিপ্ত এবং একধ্বনিদলীয় প্রকৃতির। যেমন– খা, যা, দে, নে, পা।

ধাতু	ক্রিয়ার রূপবাক্যে ব্যবহার
খা	খাই, খায়
যা	যাই, যায়
দে	দিই, দেয়

ধাতু	ক্রিয়ার রূপবাক্যে ব্যবহার
নে	নিই, নেয়
পা	পাই, পায়

দ্বিধ্বনিদল বা ত্রিধ্বনিদল ধাতু নির্ভর ক্রিয়া

অনেক ধাতু তুলনামূলক দীর্ঘ। যেমন– লিখ, পড়, বস, দাঁড়, খেল, দেখ, হাস, কাঁদ।

ধাতু	ক্রিয়ার রূপ	বাক্যে ব্যবহার
কাঁদ	লিখি, লিখেছে	সে চিঠি লিখেছে।
হাস	পড়ে, পড়ছে	ছাত্র বই পড়ছে।
বস	বসে, বসেছে	সে চেয়ারে বসেছে।
দেখ	হাসে, হাসছে	আমি ছবি দেখেছি।
পড়	দেখে, দেখেছে	শিশুটি হাসছে।
লিখ	কাঁদে, কাঁদছে	বাচ্চাটি কাঁদছে।

বহুশাব্দিক ক্রিয়াদল

যে ক্রিয়াদল একাধিক শব্দে গঠিত হয়, তাকে বহুশাব্দিক ক্রিয়াদল বলা যায়। বাংলায় বহুশাব্দিক ক্রিয়াদল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে মূল ক্রিয়া, অসমাপিকা রূপ, সহায়ক ক্রিয়া, ভাবসূচক ক্রিয়া এবং aspectual অর্থ একত্রে প্রকাশ পায়।

১. যুক্তক্রিয়া: বাংলায় বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে 'করা', 'হওয়া', 'দেওয়া', 'নেওয়া', 'পাওয়া' ইত্যাদি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যুক্তক্রিয়া তৈরি করে।

উদাহরণ:

গঠন	যুক্তক্রিয়া	বাক্যে ব্যবহার
কাজ + করা	কাজ করা	সে নিয়মিত কাজ করে।
সিদ্ধান্ত + নেওয়া	সিদ্ধান্ত নেওয়া	আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম।
সাহায্য + করা	সাহায্য করা	সবাই তাকে সাহায্য করল।
পরিষ্কার + করা	পরিষ্কার করা	ঘর পরিষ্কার করো।
শুরু + হওয়া	শুরু হওয়া	অনুষ্ঠান শুরু হলো।

২. যৌগিক ক্রিয়া: প্রধান ক্রিয়ার সঙ্গে আরেকটি সহায়ক বা ভাবসূচক ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি হয়। এতে ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা, আকস্মিকতা, অভ্যাস, শেষ হওয়া, শুরু হওয়া, সুবিধা, ক্ষতি ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়।

উদাহরণ:

গঠন	যৌগিক ক্রিয়া	অর্থ
পড়ে + ফেলেছে	পড়ে ফেলেছে	কাজ সম্পন্ন
লিখে + নিয়েছে	লিখে নিয়েছে	নিজের জন্য সম্পন্ন
বলে + দিল	বলে দিল	দ্রুত/সম্পূর্ণ প্রকাশ
দেখে + নাও	দেখে নাও	পরীক্ষা করে নেওয়া
উঠতে + লাগল	উঠতে লাগল	শুরু হওয়া

বাক্যে ব্যবহার:

'সে বইটি পড়ে ফেলেছে।' 'তুমি কথাটি লিখে নাও।' 'সে সত্য কথা বলে দিল।' 'বৃষ্টি পড়তে লাগল।'

Thompson আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে বাংলা sentence structure, aspect, tense, negation ও reduplication–এর ব্যবহারভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন; ফলে বাংলা ক্রিয়াদলের এই বহুশাব্দিকতা আধুনিক বাংলা বাক্য গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়।[৫]

৩. ক্রিয়া + সহায়ক ক্রিয়া: বাংলায় মূল ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছে', 'ছিল', 'হবে', 'পারে', 'চাই', 'লাগে', 'হয়' ইত্যাদি সহায়ক ক্রিয়া যুক্ত হয়।

উদাহরণ:

বাক্য	মূল ক্রিয়া	সহায়ক অংশ
সে পড়ছে ।	পড়	ছে
সে পড়ে আছে।	পড়ে	আছে
সে যেতে পারে।	যেতে	পারে
আমাকে যেতে হবে।	যেতে	হবে
সে পড়তে চায়।	পড়তে	চায়
কাজটি করা উচিত।	করা	উচিত

বাক্যের গভীর ও পৃষ্ঠ সংগঠন

একই বাক্যের পৃষ্ঠরূপ বদলালেও তার গভীর অর্থগত সম্পর্ক একই থাকতে পারে। Chomsky লিখেছেন– the syntactic component of a grammar must specify, for each sentence, a deep structure... and a surface structure.[৬] Deep Structure অর্থগত সম্পর্কের সঙ্গে এবং Surface Structure বাক্যের প্রকাশিত রূপের সঙ্গে যুক্ত।

উদাহরণ: 'শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।'

গভীর সম্পর্ক–

দানকারী: শিক্ষক গ্রহণকারী: ছাত্র বস্তু: বই ক্রিয়া: দেওয়া

পৃষ্ঠরূপ–

‘শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।’

রূপান্তরিত পৃষ্ঠরূপ–

‘ছাত্রকে শিক্ষক বই দিলেন।’

‘বইটি শিক্ষক ছাত্রকে দিলেন।’

‘শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রকে বই দেওয়া হলো।’

এখানে পদক্রম বদলালেও গভীর অর্থগত সম্পর্ক প্রায় একই থাকে।

বাংলা বাক্যের সংগঠন: সমন্বিত বিশ্লেষণ

এখন একটি পূর্ণ বাক্য বিশ্লেষণ করা যাক–

‘আমাদের গ্রামের পরিশ্রমী শিক্ষক গতকাল দরিদ্র ছাত্রটিকে নতুন বইটি যত্ন করে দিয়ে দিলেন।’

অংশ	বিশ্লেষণ
আমাদের গ্রামের পরিশ্রমী শিক্ষক	লক্ষ্যভাগ/কর্তা/বিশেষ্যবন্ধ
গতকাল	কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ
দরিদ্র ছাত্রটিকে	গৌণকর্ম/বিশেষ্যবন্ধ
নতুন বইটি	মুখ্যকর্ম/বিশেষ্যবন্ধ
যত্ন করে	উপায়বাচক ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ
দিয়ে দিলেন	যৌগিক ক্রিয়াদল

গঠন– চিত্র:

- বাক্য
  - লক্ষ্যভাগ
  - বিশেষ্যবন্ধ
    - সম্বন্ধ পদ: আমাদের গ্রামের
    - বিশেষণ: পরিশ্রমী
    - বিশেষ্য: শিক্ষক
      - বিবরণভাগ
        - কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: গতকাল
        - গৌণকর্ম: দরিদ্র ছাত্রটিকে
        - মুখ্যকর্ম: নতুন বইটি
        - ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ: যত্ন করে
        - ক্রিয়াদল: দিয়ে দিলেন

এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বাংলা বাক্যে লক্ষ্যভাগ সাধারণত বিশেষ্যবন্ধ দ্বারা গঠিত হয় এবং বিবরণভাগে কর্ম, গৌণকর্ম, ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ ও ক্রিয়াদল একত্রে কাজ করে। ক্রিয়াদল বাক্যের কেন্দ্রীয় শক্তি, আর অন্যান্য উপাদান ক্রিয়ার অর্থকে প্রসারিত করে।

আরও কয়েকটি বিশ্লেষণ

উদাহরণ– ১: ‘বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্ররা নিয়মিত পাঠ পড়ে।’

অংশ	ভূমিকা
বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্ররা	লক্ষ্যভাগ / বিশেষ্যবন্ধ
নিয়মিত	ক্রিয়াবিশেষণ
পাঠ	মুখ্যকর্ম
পড়ে	ক্রিয়াদল

বিশেষ্যবন্ধের গঠন– বিশেষণ + যোজক + বিশেষণ + বিশেষ্য বুদ্ধিমান + ও + পরিশ্রমী + ছাত্ররা

উদাহরণ– ২: ‘রাহিম ও করিম মাঠে দ্রুত দৌড়াচ্ছে।’

অংশ	ভূমিকা

রাহিম ও করিম	লক্ষ্যভাগ/বিশেষ্য + যোজক + বিশেষ্য
মাঠে	স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ
দ্রুত	ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ
দৌড়াচ্ছে	ক্রিয়াদল

উদাহরণ– ৩: 'যে ছেলে নিয়মিত পড়ে, সে পরীক্ষায় ভালো ফল করে।'

অংশ	ভূমিকা
যে ছেলে নিয়মিত পড়ে	আশ্রিত বাক্য / বিশেষণস্থানীয়
সে	প্রতিনির্দেশক
পরীক্ষায়	অধিকরণ/পক্ষত্রবাচক ক্রিয়াবিশেষণ
ভালো ফল	মুখ্যকর্ম
করে	ক্রিয়াদল

উদাহরণ– ৪: 'সে শান্তভাবে কাজটি শেষ করে ফেলেছে।'

অংশ	ভূমিকা
সে	লক্ষ্যভাগ/কর্তা
শান্তভাবে	বিশেষণ উৎসজাত ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ
কাজটি	মুখ্যকর্ম
শেষ করে ফেলেছে	যৌগিক ক্রিয়াদল

বাংলা বাক্যের সংগঠন বুঝতে হলে শুধু কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া মুখস্থ করলেই যথেষ্ট নয়। বাক্যে কোন অংশ লক্ষ্যভাগ, কোন অংশ বিবরণভাগ, কোথায় মুখ্যকর্ম, কোথায় গৌণকর্ম, কোনটি বিশেষ্যবন্ধ, কোনটি ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ এবং কোনটি ক্রিয়াদল– এসব বিশ্লেষণ করতে জানতে হয়। বাংলা বাক্য সাধারণত SOV গঠনের হলেও জোর, প্রসঙ্গ, তথ্যপ্রবাহ ও শৈলীর কারণে পদক্রম নমনীয় হতে পারে। বিশেষ্যবন্ধ বাক্যে কর্তা, কর্ম, গৌণকর্ম, লক্ষ্যভাগ বা পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে; ক্রিয়াবিশেষণবন্ধ ক্রিয়ার সময়, স্থান, ধরন, কারণ, উদ্দেশ্য ও উপায় নির্দেশ করে; আর ক্রিয়াদল বাক্যের বিবরণভাগের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে। আধুনিক বাক্যতত্ত্বের আলোকে এই উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে বাংলা বাক্যের গভীর সংগঠন, অর্থগত সম্পর্ক এবং পৃষ্ঠরূপের বৈচিত্র্য একসঙ্গে বোঝা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. *প্রদত্ত 'বাক্যতত্ত্ব' অধ্যায়ে বাক্যের অন্বয়, উদ্দেশ্য–বিধেয়, উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ, বিধেয়ের সম্প্রসারণ, আশ্রিত খণ্ডবাক্য, বাক্য বিশ্লেষণ এবং বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচিত হয়েছে।*

২. *Encyclopaedia Britannica, 'Syntax'; সেখানে syntax সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'syntax is the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases।'*

৩. *Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar, London: George Allen & Unwin, 1924; object, indirect object I grammatical relation–সংক্রান্ত আলোচনা।*

৪. *The University of Edinburgh, 'A Short Overview of English Syntax'; সেখানে phrase-structure আলোচনায় verb phrase–এর head হিসেবে verb–এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

৫. *Hanne-Ruth Thompson, Bengali: A Comprehensive Grammar, London/New York: Routledge, 2020; Routledge–এর গ্রন্থবিবরণে বইটি আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের 'complete reference guide' হিসেবে উল্লিখিত এবং sounds, morphology, word classes, sentence structures, aspect, tense, negation ও reduplication–সংক্রান্ত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত বলে বলা হয়েছে।*

৬. *Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965; Chomsky লিখেছেন–'the syntactic component of a grammar must specify, for each sentence, a deep structure ... and a surface structure.'*

বাংলা বাক্যে পদক্রম, কারকচিহ্ন ও অর্থসম্পর্ক

SOV, Fronting, Topicalization I Case Theory-এর আলোকে সংক্ষিপ্ত গবেষণাধর্মী আলোচনা

পাঠ-উদ্দেশ্য: বাংলা বাক্যে শুধু শব্দের ক্রম নয়; বিভক্তি, অনুসর্গ, প্রসঙ্গ ও তথ্যপ্রবাহ কীভাবে অর্থ নির্ধারণ করে– তা সংক্ষেপে বোঝানো।

ভূমিকা

বাংলা বাক্য বোঝার জন্য শুধু 'কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া' মুখস্থ করলেই যথেষ্ট নয়। বাংলা বাক্যে পদক্রম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অর্থ নির্ধারণে কারকচিহ্ন, বিভক্তি, অনুসর্গ ও প্রসঙ্গও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যতত্ত্বে অন্বয় বলতে পদগুলোর এই পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝায়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে syntax বলতে বাক্য, খণ্ড বাক্য ও পদগুচ্ছে শব্দের বিন্যাস ও সম্পর্ক বোঝানো হয়; Britannica syntax-কে বলেছে– the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases.[১]

বাংলা বাক্যের সাধারণ SOV পদক্রম

বাংলা ভাষার নিরপেক্ষ বাক্যক্রম সাধারণত SOV– Subject + Object + Verb; অর্থাৎ, কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। WALS–এ Matthew S. Dryer কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ক্রমকে ভাষার word-order typology নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[২]

বাংলা নিরপেক্ষ পদক্রম

কর্তা	→	কর্ম	→	ক্রিয়া
রাহিম	→	বই	→	পড়ে

বাক্য	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
আমি ভাত খাই।	আমি	ভাত	খাই
রাহিম বই পড়ে।	রাহিম	বই	পড়ে
শিক্ষক পাঠ বোঝান।	শিক্ষক	পাঠ	বোঝান
শিশুটি ছবি আঁকে।	শিশুটি	ছবি	আঁকে

এই গঠনে ক্রিয়াপদ সাধারণত শেষে এসে বাক্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ করে। 'রাহিম বই'– বললে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না; কিন্তু 'রাহিম বই পড়ে।'– বললে বাক্য সম্পূর্ণ হয়।

পদক্রম নমনীয় কেন: কারকচিহ্নের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় পদক্রম তুলনামূলকভাবে নমনীয়, কারণ '-কে', '-র', '-তে', 'থেকে', 'দিয়ে', 'জন্য' প্রভৃতি বিভক্তি ও অনুসর্গ পদগুলোর ব্যাকরণিক সম্পর্ক স্পষ্ট করে। Fillmore কারকতত্ত্বে case-কে বাক্যের গভীর syntactic-semantic সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; তাঁর আলোচনার সারকথা হলো, কারক শুধু পৃষ্ঠতলীয় বিভক্তি নয়, বরং 'কে করল', 'কার ওপর ঘটল', 'কাকে দেওয়া হলো', 'কাসের দ্বারা হলো'– এসব অর্থগত সম্পর্কের চিহ্ন।[৩]

বাক্য	কর্তা	কর্ম	অর্থগত জোর
রাহিম করিমকে ডাকল।	রাহিম	করিমকে	সাধারণ
করিমকে রাহিম ডাকল।	রাহিম	করিমকে	কর্মে জোর
রাহিমকে করিম ডাকল।	করিম	রাহিমকে	অর্থ বদলে গেছে

মূলকথা: পদক্রম বদলালেও '-কে' কর্মকে চিহ্নিত করে। তাই বাংলায় অর্থ নির্ধারণে word order ও case marking– দুই-ই কাজ করে।

কারকচিহ্ন, বিভক্তি ও অনুসর্গ

সম্পর্ক	চিহ্ন	উদাহরণ
কর্ম	-কে	রাহিম করিমকে ডাকল।
সম্বন্ধ	-র /-এর	রাহিমের বই।
অধিকরণ	-এ /-তে	ঘরে বসে।
অপাদান	থেকে	ঢাকা থেকে এল।

করণ	দিয়ে	কলম দিয়ে লিখল।
নিমিত্ত	জন্য	তোমার জন্য আনলাম।

বাংলা SOV ভাষা হওয়ায় এখানে preposition-এর বদলে postposition বা অনুসর্গ প্রধান: 'for you' → 'তোমার জন্য', 'from Dhaka' → 'ঢাকা থেকে'। Greenberg-এর word-order universals-এ SOV ভাষা ও postposition ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে।[৪]

Fronting ও Topicalization

বাংলায় কোনো পদকে আলোচনার কেন্দ্র বা জোরের স্থানে আনতে বাক্যের শুরুতে বসানো যায়। এই প্রক্রিয়াকে fronting বলা যায়; আর যখন কোনো পদ আলোচ্য বিষয় বা topic হিসেবে সামনে আসে, তখন তাকে topicalization বলা হয়।

রূপ	বাক্য	জোর/Topic
নিরপেক্ষ	রাহিম বই পড়েছে।	সাধারণ তথ্য
কর্ম–fronting	বইটা রাহিম পড়েছে।	কর্মে জোর
সময়–fronting	আজ রাহিম বই পড়েছে।	সময়ে জোর
স্থান–fronting	ঘরে রাহিম বই পড়েছে।	স্থানে জোর
কর্তা–focus	রাহিমই কাজটি করেছে।	কর্তায় বিশেষ জোর

এখানে লক্ষ্যভাগ সবসময় কর্তা নয়; কর্ম, সময় বা স্থানও প্রসঙ্গভেদে লক্ষ্যভাগ হতে পারে। বাংলার তথ্যপ্রবাহে 'রই', 'তো', 'ও', 'কিন্' প্রভৃতি পদাণুও জোর বা contrast তৈরি করতে পারে।

বাংলা ও অন্যান্য ভাষার তুলনা

ভাষা	শব্দক্রম	উদাহরণ	ক্রিয়ার অবস্থান
বাংলা	SOV	আমি ভাত খাই।	শেষে
হিন্দি	SOV	मैं चावल खाता हूँ	শেষে
জাপানি	SOV	Watashi wa gohan o taberu.	শেষে
ইংরেজি	SOV	I eat rice.	মাঝ খানে

ইংরেজিতে word order বেশি কঠোর: 'Rahim called Karim' ও 'Karim called Rahim'-এ শব্দক্রম বদলালে কর্তা-কর্ম বদলে যায়। বাংলায় 'রাহিম করিমকে ডাকল।' ও 'করিমকে রাহিম ডাকল।'– দুই ক্ষেত্রেই 'করিমকে' কর্ম, কারণ '-কে' কর্মচিহ্ন হিসেবে কাজ করছে।

Deep Structure-এর আলোকে অর্থসম্পর্ক

Chomsky-র রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে deep structure বাক্যের গভীর অর্থগত সম্পর্ক এবং surface structure বাক্যের প্রকাশিত রূপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।' বাক্যে পৃষ্ঠরূপ বদলালেও দানকারী, গ্রহণকারী, বস্তু ও ক্রিয়ার সম্পর্ক একই থাকতে পারে।[৫]

Surface Structure	জোর
শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।	সাধারণ রূপ
ছাত্রকে শিক্ষক বই দিলেন।	মুখ্যকর্মে জোর
বইটি শিক্ষক ছাত্রকে দিলেন।	গৌণকর্মে জোর

Deep relation: দানকারী = শিক্ষক । গ্রহণকারী = ছাত্র । বস্তু = বই । ক্রিয়া = দেওয়া

বাংলা একটি verb-final SOV ভাষা; কিন্তু এটিকে শুধু 'কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া' সূত্রে সীমাবদ্ধ করলে বাংলা বাক্যতত্ত্বের সূক্ষ্মতা ধরা যায় না। বাংলা পদক্রম নমনীয়, কারণ কারকচিহ্ন ও অনুসর্গ অর্থসম্পর্ক ধরে রাখে। Fronting ও topicalization বাক্যের আলোচ্য অংশ ও জোর নির্ধারণ করে। ফলে বাংলা বাক্য বিশ্লেষণে word order, case marking, semantic role Ges information structure– সবগুলো বিষয় একত্রে বিবেচনা করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. *Encyclopaedia Britannica, 'Syntax'; syntax সম্পর্কে সংজ্ঞা: 'the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases.'*

২. *Matthew S. Dryer, 'Order of Subject, Object and Verb,' in The World Atlas of Language Structures Online; কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ক্রমকে word-order typology নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে।*

৩. *Charles J. Fillmore, 'The Case for Case,' in Emmon Bach and Robert T. Harms, eds., Universals in Linguistic Theory, Newyork: Holt, Rinehart and Winston, 1968; case–কে syntactic-semantic সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

৪. *Joseph H. Greenberg, 'Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,' in Universals of Language, Cambridge, MA: MIT Press, 1963; SOV ভাষা ও postposition ব্যবহারের সম্পর্ক আলোচিত।*

৫. *Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, MA: MIT Press, 1965; deep structure I surface structure-সংক্রান্ত তত্ত্ব।*

৬. *Hanne-Ruth Thompson, Bengali: A Comprehensive Grammar, London/Newyork: Routledge, 2020; বাংলা বাক্যগঠন, ক্রিয়াপদ, শব্দক্রম ও ব্যাবহারিক ব্যাকরণ আলোচনার জন্য সহায়ক গ্রন্থ।*

বাংলা বাক্যের উপাদান-বিন্যাস

পদক্রম, অদলবদল, লোপ, বিভক্তি ও সংযোগ

বাংলা বাক্য কেবল কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সরল সারি নয়; এখানে অন্বয়, কারকচিহ্ন, যোজক-অনুসর্গ, প্রসঙ্গ, লক্ষ্যভাগ ও তথ্যপ্রবাহ একসঙ্গে কাজ করে।

১. বাক্য, অন্বয় ও বাংলা ব্যাকরণচিন্তা: বাংলা বাক্য বোঝার জন্য শুধু 'শব্দের সমষ্টি' ধারণা যথেষ্ট নয়; বাক্যে পদগুলোর মধ্যে অন্বয়, পদক্রম, কারকচিহ্ন, অর্থসম্পর্ক এবং প্রসঙ্গগত লক্ষ্যভাগ– সব মিলেই বাক্য পূর্ণতা পায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাক্য সম্পর্কে বলেছেন, একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সব পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই পদ বা শব্দসমষ্টিকে বাক্য বলে। আর ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাক্যে 'সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি' ও 'বক্তার পুরাপুরি আকাঙ্ক্ষা' পূরণের কথা বলেছেন। এই তিনটি সংজ্ঞার্থ একত্রে দেখায়– বাংলা বাক্য হলো অর্থ, বিন্যাস ও পূর্ণ ভাবপ্রকাশের সমন্বয়।[১]

বাংলা ব্যাকরণচিন্তার আধুনিক ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দৃষ্টিভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ। Banglapaedia-র আলোচনায় তাঁর ব্যাকরণচিন্তার সারমর্ম হিসেবে বলা হয়েছে, ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ভাষার 'inherent norms and disciplines' আবিষ্কার করা। অর্থাৎ, বাংলা বাক্যের উপাদান-বিন্যাস বিশ্লেষণ মানে শুধু নিয়ম মুখস্থ করা নয়; ভাষা বাস্তবে কীভাবে কাজ করে, সেটি বোঝা।[২]

২. স্বাভাবিক পদক্রম: কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া: বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম সাধারণত কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া; আন্তর্জাতিক পরিভাষায় এটি SOV বা Subject-Object-Verb। 'রাহিম করিমকে ডাকল।' বাক্যে 'রাহিম' কতা, 'করিমকে' কর্ম এবং 'ডাকল' ক্রিয়া। ক্রিয়া শেষে এসে বাক্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ করেছে। Matthew S. Dryer বিশ্বভাষার word-order আলোচনায় কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ক্রমকে ভাষার মৌলিক বাক্যরীতি নির্ণয়ের প্রধান মানদন্ড হিসেবে দেখিয়েছেন।[৩]

উদাহরণ ১: স্বাভাবিক পদক্রম

রাহিম	করিমকে	ডাকল
↓	↓	↓
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

নোট: এটি বাংলা বাক্যের সাধারণ SOV বিন্যাস।

৩. পদক্রম অদলবদল: জোর ও লক্ষ্যভাগ: বাংলা বাক্যের পদক্রম ইংরেজির মতো একেবারে কঠোর নয়। 'করিমকে রাহিম ডাকল।' বাক্যে কর্ম সামনে এসেছে, কিন্তু অর্থ নষ্ট হয়নি; কারণ '-কে' কর্মচিহ্ন হিসেবে করিমকে-কে কর্ম করে রেখেছে। কিন্তু 'রাহিমকে করিম ডাকল।' বললে অর্থ বদলে যায়, কারণ এবার 'রাহিমকে' কর্ম এবং 'করিম' কর্তা। এই তিনটি রূপ দেখায়– বাংলায় পদক্রম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিভক্তি অনেক সময় অর্থসম্পর্ক বেশি স্পষ্ট করে। Charles J. Fillmore case theory-তে কারককে বাক্যের গভীর syntactic-semantic সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪]

উদাহরণ ২: কর্ম সামনে এলে

করিমকে	রাহিম	ডাকল

↓	↓	↓
কর্ম	কর্তা	ক্রিয়া

নোট: কর্ম সামনে এসেছে; তাই কর্মের ওপর জোর পড়েছে, কিন্তু অর্থ অপরিবর্তিত।

উদাহরণ ৩: বিভক্তি বদলালে অর্থ বদলে যায়

রাহিমকে	করিম	ডাকল
↓	↓	↓
কর্ম	কর্তা	ক্রিয়া

নোট: এবার কর্তা-কর্মের সম্পর্ক বদলে গেছে।

বাক্য	কর্তা	কর্ম	ব্যাকরণিক ফল
রাহিম করিমকে ডাকল।	রাহিম	করিমকে	সাধারণ পদক্রম
করিমকে রাহিম ডাকল।	রাহিম	করিমকে	কর্মে জোর
রাহিমকে করিম ডাকল।	করিম	রাহিমকে	অর্থ বদলে গেছে

৪. Fronting ও Topicalization: বাংলা বাক্যে কোনো পদকে আলোচ্য বিষয় বা লক্ষ্যভাগ করতে তাকে বাক্যের শুরুতে আনা যায়। 'রাহিম বই পড়েছে।' সাধারণ তথ্য; 'বইটা রাহিম পড়েছে।' বাক্যে 'বইটা' কর্ম হলেও লক্ষ্যভাগ; 'আজ রাহিম বই পড়েছে।' বাক্যে সময় লক্ষ্যভাগ; 'ঘরে রাহিম বই পড়েছে' বাক্যে স্থান লক্ষ্যভাগ; আর 'রাহিমই বই পড়েছে' বাক্যে কর্তার ওপর জোর। আধুনিক syntax-এ এ ধরনের বিন্যাসকে fronting বা topicalization বলা হয়। Banglapaedia-তে হুমায়ুন আজাদের বাক্যতাত্ত্বিক কাজের আলোচনায় Chomsky-প্রভাবিত বাংলা বাক্য বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক ভিত্তির কথাও উল্লেখ আছে।[৫]

উদাহরণ ৪: নিরপেক্ষ তথ্য

রাহিম	বই	পড়েছে
↓	↓	↓
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

উদাহরণ ৫: কর্ম লক্ষ্যভাগ

বইটা	রাহিম	পড়েছে
↓	↓	↓
লক্ষ্যভাগ/কর্ম	কর্তা	ক্রিয়া

উদাহরণ ৬: সময় লক্ষ্যভাগ

আজ	রাহিম	বই পড়েছে
↓	↓	↓
সময়/লক্ষ্যভাগ	কর্তা	বিবরণভাগ

৫. উপাদান লোপ: প্রসঙ্গনির্ভর বাংলা বাক্য: বাংলা বাক্যে অনেক সময় কর্তা প্রকাশ না করলেও প্রসঙ্গ থেকে তা বোঝা যায়। 'যাচ্ছি'– এখানে কর্তা নেই, কিন্তু বোঝা যায় 'আমি যাচ্ছি'; 'খেয়েছ?' মানে 'তুমি খেয়েছ?'; 'এসো' মানে 'তুমি এসো।' ইংরেজিতে সাধারণত subject প্রকাশ করতে হয়– 'I am going', 'Have you eaten?'– কিন্তু বাংলায় কথ্য ও প্রসঙ্গনির্ভর ব্যবহারে কর্তা লোপ পেলেও বাক্য বোধগম্য থাকে। তবে প্রমিত লিখিত ভাষায় অস্পষ্টতা এড়াতে কর্তা প্রকাশ করা উত্তম।

প্রকাশিত রূপ	লুপ্ত উপাদান	পূর্ণ অর্থ
যাচ্ছি	আমি	আমি যাচ্ছি।
খেয়েছ	তুমি	তুমি খেয়েছ?
এসো	তুমি	তুমি এসো।

৬. আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উপাদান: বাক্যের উপাদানকে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক– দুই ভাগে দেখা যায়। 'সে বই পড়ছে।' বাক্যে 'সে' কর্তা, 'বই' কর্ম, 'পড়ছে' ক্রিয়া; বাক্যটি পূর্ণ। কিন্তু 'সে আজ সকালে ঘরে বসে মন দিয়ে বই পড়ছে।' বাক্যে 'আজ সকালে', 'ঘরে বসে', 'মন দিয়ে'– এসব উপাদান বাক্যকে বিস্তৃত করেছে। এগুলো না থাকলেও বাক্য ব্যাকরণগতভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু থাকলে

সময়, স্থান ও ভঙ্গির অর্থ যুক্ত হয়। আপনার প্রদত্ত অধ্যায়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণে বিশেষণ, সম্বন্ধপদ, ক্রিয়াবিশেষণ, কারকাদি ও বাক্যাংশের ভূমিকা দেখানো হয়েছে।[৬]

উদাহরণ ৭: মূল বাক্য

বাক্যাংশ	ভূমিকা	প্রকৃতি
↓ কর্তা	↓ কর্ম	↓ ক্রিয়া
সে	কর্তা	মূল উপাদান
আজ সকালে	কাল	ঐচ্ছিক
ঘরে বসে	স্থান/পরিস্থিতি	ঐচ্ছিক
মন দিয়ে	উপায়/ভঙ্গি	ঐচ্ছিক
বই	কর্ম	মূল উপাদান
পড়ছে	ক্রিয়া	কেন্দ্রীয় উপাদান

৭. যোজক ও অনুসর্গ: যোজক ও অনুসর্গ বাংলা বাক্য সংগঠনের প্রধান উপাদান। 'রাহিম ও করিম এলো।'– এখানে 'ও' দুটি বিশেষ্যকে যুক্ত করেছে; 'সে পড়েছে কিন্তু পাশ করেনি।'– এখানে 'কিন্তু' দুই বক্তব্যে বিরোধ তৈরি করেছে; 'যদি পড়ো, তবে পাশ করবে।'– এখানে 'যদি-তবে' শর্ত ও ফলের সম্পর্ক তৈরি করেছে। অন্যদিকে 'বাড়ির সামনে', 'স্কুলের পরে', 'ঢাকা থেকে', 'তোমার জন্য', 'কলম দিয়ে'– এসব ক্ষেত্রে অনুসর্গ পদের পরে বসে সম্পর্ক তৈরি করেছে। Greenberg–এর word-order universals-এ SOV ভাষা ও postposition ব্যবহারের সম্পর্ক আলোচিত; বাংলা ভাষা এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭]

উদাহরণ ৮: যোজক:

রাহিম	ও	করিম	এল
↓ বিশেষ্য	↓ যোজক	↓ বিশেষ্য	↓ ক্রিয়া

উদাহরণ ৯: অনুসর্গ

ঢাকা	থেকে	সে	এসেছে
↓ স্থান	↓ অনুসর্গ	↓ কর্তা	↓ ক্রিয়া

৮. উদ্দেশ্য-বিধেয় ও লক্ষ্যভাগ-বিবরণভাগ: বাংলা বাক্য বিশ্লেষণে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ধারণা এই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। আপনার প্রদত্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, সেটি উদ্দেশ্য; আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, সেটি বিধেয়। সেখানে 'মিনা এখন বই পড়ছে।'– এই বাক্যে 'মিনা' উদ্দেশ্য এবং 'এখন বই পড়ছে' বিধেয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। আধুনিক আলোচনায় এই উদ্দেশ্যকে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভাগ এবং বিধেয়কে বিবরণভাগ হিসেবে দেখা যায়।[৮]

উদাহরণ ১০: উদ্দেশ্য-বিধেয়

মিনা	এখন	বই	পড়ছে
↓ উদ্দেশ্য/লক্ষ্যভাগ	↓ কাল	↓ কর্ম	↓ ক্রিয়া

বিশ্লেষণ

লক্ষ্যভাগ: মিনা বিবরণভাগ: এখন বই পড়ছে

তবে লক্ষ্যভাগ সব সময় কর্তা নয়। 'বইটা মিনা পড়ছে'– এখানে 'বইটা' কর্ম, কিন্তু বাক্যের লক্ষ্যভাগ। তাই প্রথাগত উদ্দেশ্য-বিধেয় বিশ্লেষণের সঙ্গে আধুনিক topic-comment বিশ্লেষণ যুক্ত করলে বাংলা বাক্য আরও সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায়।

উদাহরণ ১১: কর্ম লক্ষ্যভাগ

বইটা	মিনা	পড়ছে
↓ লক্ষ্যভাগ/কর্ম	↓ কর্তা	↓ ক্রিয়া

৯. সমন্বিত চিত্র

বাংলা বাক্যের উপাদান-বিন্যাস

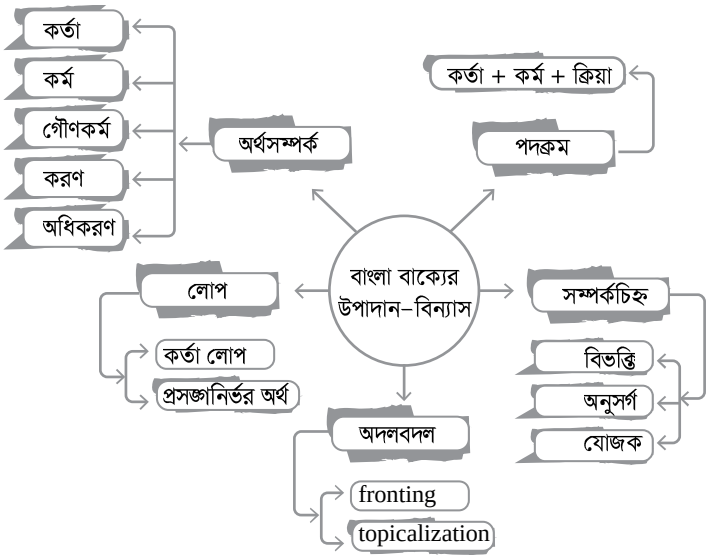

উপসংহার

বাংলা বাক্যের উপাদান-বিন্যাস তিন স্তরে বোঝা যায়। প্রথম স্তর-স্বাভাবিক পদক্রম: কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। দ্বিতীয় স্তর-সম্পর্কচিহ্ন: বিভক্তি, অনুসর্গ, যোজক, কারক। তৃতীয় স্তর-তথ্যপ্রবাহ: কোন উপাদান সামনে আসছে, কোথায় জোর পড়ছে, কোন উপাদান লোপ পাচ্ছে এবং প্রসঙ্গ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে। এই তিন স্তর একসঙ্গে ধরতে পারলেই বাংলা বাক্যতত্ত্বের মূল স্বরূপ স্পষ্ট হয়। অতএব, 'রাহিম বই পড়ে।' কেবল একটি সাধারণ SOV বাক্য নয়; 'বইটা রাহিম পড়েছে।', 'করিমকে রাহিম ডাকল।', 'যাচ্ছি।', 'যদি পড়ো তবে পাশ করবে।'– এসব রূপ প্রমাণ করে যে, বাংলা বাক্য একই সঙ্গে পদক্রমনির্ভর, বিভক্তিনির্ভর, প্রসঙ্গানির্ভর এবং অর্থসম্পর্কনির্ভর।

তথ্যসূত্র:

১. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ; বাক্য–সংজ্ঞায় 'একটি সম্পূর্ণ মনোভাব' প্রকাশের কথা উল্লেখ। এই সংজ্ঞাটি ব্যবহারকারীর প্রদত্ত অধ্যায়ে উদ্ধৃত।*

২. *Banglapaedia, 'Grammar'; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যাকরণচিন্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা। URL: https://en.banglapaedia.org/index.php/Grammar*

৩. *Matthew S. Dryer, 'Order of Subject, Object and Verb,' in The World Atlas of Language Structures Online; কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ক্রম ভাষার word-order typology নির্ধারণে ব্যবহৃত। URL: https://wals.info/chapter/81*

৪. *Charles J. Fillmore, 'The Case for Case,' in Emmon Bach and Robert T. Harms, eds., Universals in Linguistic Theory, Newyork: Holt, Rinehart and Winston, 1968; case–কে বাক্যের গভীর syntactic-semantic সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

৫. *Banglapaedia, 'Grammar'; হুমায়ুন আজাদের বাক্যতত্ত্ব ও আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাবের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য। URL: https://en.banglapaedia.org/index.php/Grammar*

৬. *প্রদত্ত 'বাক্যতত্ত্ব' অধ্যায়; উদ্দেশ্য–বিধেয়, উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ, বিধেয়ের সম্প্রসারণ এবং বাক্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি আলোচিত।*

৭. *Joseph H. Greenberg, 'Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,' in Universals of Language, Cambridge, MA: MIT Press, 1963; SOV ভাষা ও postposition ব্যবহারের সম্পর্ক আলোচিত।*

৮. *প্রদত্ত 'বাক্যতত্ত্ব' অধ্যায়; 'মিনা এখন বই পড়ছে' বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশ্লেষণের উদাহরণ আছে।*

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের অবস্থান: SOV, Fronting, Topicalization ও কারকচিহ্ন

বাংলা বাক্যগঠনে ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্যের শেষাংশে অবস্থান করে। এই কারণে বাংলা ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে SOV বা Subject-Object-Verb ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ, নিরপেক্ষ বাংলা বাক্যের সাধারণ বিন্যাস হলো– কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। যেমন– 'রাহিম বই পড়ে।'– এখানে 'রাহিম' কর্তা, 'বই' কর্ম এবং 'পড়ে' ক্রিয়া। তবে বাংলা বাক্য একেবারে কঠোর পদক্রমের ভাষা নয়; প্রসঙ্গ, জোর, আলোচ্য বিষয় বা তথ্যপ্রবাহ অনুসারে কর্ম, সময় বা স্থান বাক্যের শুরুতে আসতে পারে। এই পরিবর্তনকে আধুনিক বাক্যতত্ত্বে fronting ও topicalization-এর আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে syntax বলতে বাক্য, খণ্ডবাক্য ও পদগুচ্ছে শব্দের বিন্যাস ও সম্পর্ককে বোঝানো হয়। Britannica–র সংজ্ঞায় syntax হলো– the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases.[১] এই অর্থে বাংলা বাক্যতত্ত্বে ক্রিয়াপদের অবস্থান শুধু ব্যাকরণের বিষয় নয়; এটি অর্থ, অন্বয়, কারকচিহ্ন ও তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

বাংলা বাক্যের সাধারণ SOV গঠন

বাংলা বাক্যের নিরপেক্ষ গঠন সাধারণত–

কর্তা	+	কর্ম	+	ক্রিয়া
S	+	O	+	V

উদাহরণ:

বাক্য	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
আমি ভাত খাই।	আমি	ভাত	খাই
রাহিম বই পড়ে।	রাহিম	বই	পড়ে
শিক্ষক পাঠ বোঝান।	শিক্ষক	পাঠ	বোঝান
শিশুটি ছবি আঁকে।	শিশুটি	ছবি	আঁকে

এই গঠনে ক্রিয়া বাক্যের শেষে এসে বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করে। 'রাহিম বই'– বললে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে; 'রাহিম বই পড়ে'– বললে মনোভাব সম্পূর্ণ হয়। তাই ক্রিয়াপদ বাংলা বাক্যের বিবরণভাগের কেন্দ্রীয় উপাদান।

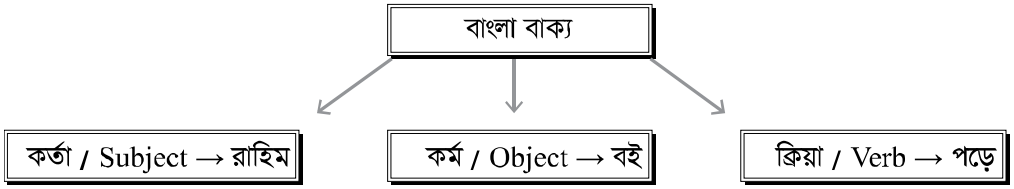

পূর্ণ বাক্য: রাহিম বই পড়ে।

ক্রিয়াপদ ও বিবরণভাগ

বাংলা বাক্যকে লক্ষ্যভাগ ও বিবরণভাগে ভাগ করলে দেখা যায়, ক্রিয়াপদ সাধারণত বিবরণভাগের মূল কেন্দ্র। লক্ষ্যভাগ হলো যার সম্পর্কে বলা হয়, আর বিবরণভাগ হলো লক্ষ্যভাগ সম্পর্কে যা বলা হয়।

উদাহরণ:

বাক্য	লক্ষ্যভাগ	বিবরণভাগ
রাহিম বই পড়ে।	রাহিম	বই পড়ে
মা শিশুকে ভাত দিলেন।	মা	শিশুকে ভাত দিলেন
আজ বৃষ্টি হচ্ছে।	আজ	বৃষ্টি হচ্ছে
বইটা আমি পড়েছি।	বইটা	আমি পড়েছি

শেষ উদাহরণে 'বইটা' কর্ম হলেও বাক্যের শুরুতে এসে লক্ষ্যভাগ হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, লক্ষ্যভাগ সব সময় কর্তা নয়; প্রসঙ্গভেদে কর্ম, সময় বা স্থানও লক্ষ্যভাগ হতে পারে।

Fronting: বাক্যের অংশ সামনে আনা

বাংলা ভাষায় জোর বা প্রসঙ্গ বোঝাতে কোনো উপাদানকে বাক্যের শুরুতে আনা যায়। এটিকে fronting বলা যায়।

নিরপেক্ষ রূপ– 'রাহিম বই পড়েছে।'

Fronting রূপ– 'বইটা রাহিম পড়েছে।'

এখানে 'বইটা' কর্ম, কিন্তু সেটিকে সামনে এনে আলোচনার কেন্দ্র করা হয়েছে। অর্থাৎ, বক্তা বইটির ওপর জোর দিচ্ছেন।

রূপ	বাক্য	জোর
নিরপেক্ষ	রাহিম বই পড়েছে।	সাধারণ তথ্য
কর্ম–fronting	বইটা রাহিম পড়েছে।	কর্মের ওপর জোর
সময়–fronting	আজ রাহিম বই পড়েছে।	সময়ের ওপর জোর
স্থান–fronting	ঘরে রাহিম বই পড়েছে।	স্থানের ওপর জোর

Topicalization: আলোচ্য অংশকে সামনে আনা

Topicalization হলো বাক্যের কোনো অংশকে topic বা আলোচ্য বিষয় হিসেবে সামনে আনা। বাংলায় এটি খুব স্বাভাবিক। যেমন–

'ঢাকায় আজ প্রচন্ড যানজট।'

এখানে 'ঢাকায়' স্থানবাচক পদ হলেও বাক্যের topic। বাক্যটি ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আরও উদাহরণ:

বাক্য	**Topic / আলোচ্য অংশ**	মন্তব্য
বইটা আমি পড়েছি।	বইটা	কর্ম topic হয়েছে
আজ সে আসবে।	আজ	সময় topic হয়েছে
ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে।	ঢাকায়	স্থান topic হয়েছে
রাহিমই কাজটি করেছে।	রাহিমই	কর্তার ওপর জোর

বাংলায় topic সাধারণত বাক্যের শুরুতে আসে এবং বাক্যের বাকি অংশ সেই topic সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়।

কারকচিহ্ন ও বাংলা পদক্রমের নমনীয়তা: বাংলা বাক্যে পদক্রম কিছুটা নমনীয় হতে পারে, কারণ কারকচিহ্ন বা case marker অর্থগত সম্পর্ক ধরে রাখে। '-কে', '-র', '-তে', 'থেকে', 'দিয়ে', 'জন্য' ইত্যাদি বিভক্তি ও অনুসর্গ কর্তা, কর্ম, গৌণকর্ম, অধিকরণ, অপাদান, করণ ইত্যাদি সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

উদাহরণ: 'রাহিম করিমকে ডাকল।'

এখানে 'করিমকে' কর্ম, কারণ '-কে' যুক্ত হয়েছে। এখন পদক্রম বদলালে–

'করিমকে রাহিম ডাকল।'

অর্থ বদলায় না; শুধু 'করিমকে'-এর ওপর জোর পড়ে।

বাক্য	কর্তা	কর্ম	অর্থ
রাহিম করিমকে ডাকল।	রাহিম	করিমকে	সাধারণ
করিমকে রাহিম ডাকল।	রাহিম	করিমকে	কর্মে জোর
রাহিমকে করিম ডাকল।	করিম	রাহিমকে	অর্থ বদলে গেছে

Charles J. Fillmore কারকতত্ত্বে দেখিয়েছেন, কারক শুধু পৃষ্ঠতলীয় বিভক্তি নয়; এটি বাক্যের গভীর অর্থগত সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আলোচনার মূল বক্তব্য হলো– case relationships are syntactic-semantic relationships.[2] বাংলা বাক্যে '-কে', '-তে', 'দিয়ে', 'থেকে' প্রভৃতি চিহ্ন এই সম্পর্ক স্পষ্ট করে।

বাংলা ও অন্যান্য ভাষার তুলনা

বাংলা ইংরেজির মতো SVO ভাষা নয়; বরং হিন্দি ও জাপানির মতো SOV প্রকৃতির ভাষা।

ভাষা	শব্দক্রম	উদাহরণ	ক্রিয়ার অবস্থান
বাংলা	SOV	আমি ভাত খাই।	শেষে
হিন্দি	SOV	मैं चावल खाता हूँ	শেষে
জাপানি	SOV	Watashi wa gohan o taberu.	শেষে
ইংরেজি	SOV	I eat rice.	মাঝখানে

ইংরেজিতে শব্দক্রম খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'Rahim called Karim.' এবং 'Karim called Rahim.'– দুটি বাক্যে শব্দক্রম বদলালেই কর্তা-কর্ম বদলে যায়। কিন্তু, বাংলায় 'রাহিম করিমকে ডাকল।' এবং 'করিমকে রাহিম ডাকল।'– দুটিতেই 'করিমকে' কর্ম, কারণ '-কে' কর্মচিহ্ন হিসেবে কাজ করছে।

SOV ও অনুসর্গ

বাংলা SOV ভাষা হওয়ায় এখানে preposition-এর বদলে postposition বা অনুসর্গ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ইংরেজি	বাংলা
in the room	ঘরের মধ্যে
after class	ক্লাসের পরে
from Dhaka	ঢাকা থেকে
for you	তোমার জন্য

Joseph Greenberg ভাষার শব্দক্রম-বিষয়ক universals-এ দেখিয়েছেন, SOV ভাষায় postposition ব্যবহারের প্রবণতা শক্তিশালী।[৩] বাংলা ভাষার ক্রিয়ান্ত গঠন ও অনুসর্গ– প্রধান রীতি এই typological ধারণার সঙ্গে মেলে।

Deep Structure ও Surface Structure

বাংলা বাক্যে পৃষ্ঠরূপ বদলালেও গভীর অর্থগত সম্পর্ক অনেক সময় একই থাকে। Chomsky-র ভাষায় grammar প্রতিটি বাক্যের জন্য 'a deep structure' ও 'a surface structure' নির্দিষ্ট করে।[৪]

উদাহরণ: 'শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।'

Deep Structure:

দানকারী: শিক্ষক। গ্রহণকারী: ছাত্র। বস্তু: বই।

ক্রিয়া: দেওয়া

Surface Structure:

বাক্যরূপ	জোর
শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।	সাধারণ
ছাত্রকে শিক্ষক বই দিলেন।	গৌণকর্মে জোর
বইটি শিক্ষক ছাত্রকে দিলেন।	মুখ্যকর্মে জোর

এখানে পৃষ্ঠরূপ বদলেছে, কিন্তু গভীর সম্পর্ক একই আছে।

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্যের শেষে বসে; তাই বাংলা একটি SOV ও verb-final ভাষা। তবে বাংলা পদক্রম সম্পূর্ণ অনমনীয় নয়। Fronting ও topicalization-এর মাধ্যমে কর্ম, সময় বা স্থান বাক্যের শুরুতে এসে লক্ষ্যভাগ হতে পারে। আবার কারকচিহ্ন বা বিভক্তি বাক্যের সম্পর্ক ধরে রাখে বলে পদক্রম বদলালেও অর্থ অনেক সময় অক্ষুণ্ন থাকে। ইংরেজির তুলনায় বাংলায় case marking বেশি কার্যকর, আর হিন্দি-জাপানির সঙ্গে বাংলার SOV প্রকৃতির মিল বেশি। তাই বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের অবস্থান বুঝতে হলে SOV গঠন, লক্ষ্যভাগ-বিবরণভাগ, fronting, topicalization, কারকচিহ্ন ও deep structure– সবকিছুকে একত্রে দেখতে হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Encyclopaedia Britannica, 'Szntax'; syntax সম্পর্কে সংজ্ঞা: 'the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases.'
2. Charles J. Fillmore, 'The Case for Case,' in Emmon Bach and Robert T. Harms, eds., Universals in Linguistic Theory, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968; case-কে বাক্যের গভীর syntactic-semantic সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
3. Joseph H. Greenberg, 'Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,' in Joseph H. Greenberg, ed., Universals of Language, Cambridge, MA: MIT Press, 1963; SOV ভাষা ও postposition-এর সম্পর্ক তাঁর word-order universals-এ আলোচিত।
4. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Szntax, Cambridge, MA: MIT Press, 1965; deep structure I surface structure-সংক্রান্ত তত্ত্ব।
5. Matthew S. Dryer, 'Order of Subject, Object and Verb,' in The World Atlas of Language Structures Online; বিশ্বভাষার SOV, SVO প্রভৃতি শব্দক্রম–শ্রেণি নিয়ে আলোচনা।
6. Hanne-Ruth Thompson, Bengali: A Comprehensive Grammar, London/New York: Routledge, 2020; বাংলা বাক্যগঠন, ক্রিয়াপদ, শব্দক্রম ও ব্যবহারিক ব্যাকরণ আলোচনার জন্য সহায়ক গ্রন্থ।

বাক্যতত্ত্বে পদ-সংস্থাপনা

পদ-সংস্থাপনার ধারণা

বাক্যতত্ত্ব বা syntax-এর আলোচনায় পদ-সংস্থাপনা একটি মৌলিক বিষয়। একটি বাক্য তখনই স্পষ্ট, শুদ্ধ ও সার্থক হয়, যখন তার পদগুলো যথাযথ স্থানে বসে। বাক্যের পূর্ণ ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়; সেই পদগুলো বাক্যের কোন অবস্থানে বসবে, কোন পদ কোন পদের আগে বা পরে আসবে, কোন অংশ বাক্যের শুরুতে এবং কোন অংশ শেষে থাকবে– এই বিন্যাসকেই পদ-সংস্থাপনার ক্রম বলা হয়। একে পদক্রমও বলা যায়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে syntax বলতে বাক্য, খণ্ডবাক্য ও পদগুচ্ছে শব্দের বিন্যাস এবং উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানো হয়।[১] অর্থাৎ, পদ-সংস্থাপনা শুধু শব্দ সাজানোর কৌশল নয়; এটি অর্থ, অন্বয়, জোর, প্রসঙ্গ, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সম্পর্ক এবং বাক্যের স্বরভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত। বাংলা বাক্যের সাধারণ প্রকৃতি SOV অর্থাৎ, কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। যেমন– 'আমি শাহনামা পড়েছি।' এখানে 'আমি' কর্তা, 'শাহনামা' কর্ম এবং 'পড়েছি' ক্রিয়াপদ। এই বিন্যাস বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গদ্যরীতি।

আমি / → কর্তা শাহনামা / → কর্ম পড়েছি → ক্রিয়াপদ

তবে বাংলা বাক্য সম্পূর্ণ অনমনীয় পদক্রমের ভাষা নয়। জোর, আবেগ, ছন্দ, কাব্যিকতা বা কথনভঙ্গির প্রয়োজনে পদক্রমে পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই পদ-সংস্থাপনার নিয়ম শেখার সময় দুটি বিষয় মনে রাখতে হয়– **প্রথমত**, প্রমিত ও স্বাভাবিক পদক্রম; **দ্বিতীয়ত**, প্রয়োগগত বা শৈল্পিক ব্যতিক্রম।

পদ-সংস্থাপনার সাধারণ কাঠামো

বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক বিন্যাসকে সাধারণভাবে এভাবে দেখানো যায়–

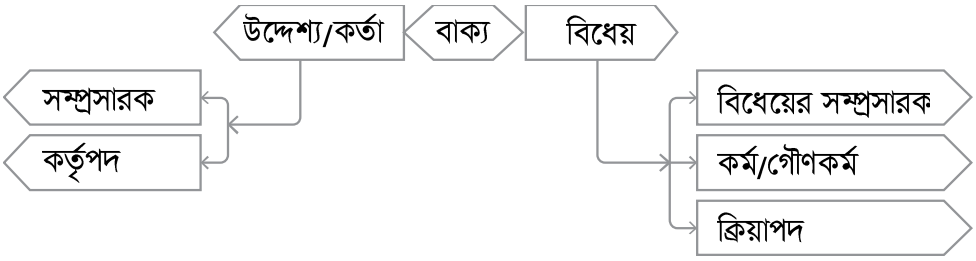

উদাহরণ:

মনোযোগী/	ছাত্ররাই/	রীতিমতো/	পড়াশোনা করে
↓	↓	↓	↓
সম্প্রসারক	কর্তৃপদ	সম্প্রসারক	ক্রিয়াপদ

এখানে 'মনোযোগী' উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, 'ছাত্ররাই' কর্তৃপদ, 'রীতিমতো' বিধেয়ের সম্প্রসারক এবং 'পড়াশোনা করে' ক্রিয়াপদ। বাক্যটি স্বাভাবিক পদক্রমে সাজানো।

পদ-সংস্থাপনার নিয়মাবলি

১. বাক্যের প্রথমে সাধারণত উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং শেষে বিধেয় বা ক্রিয়াপদ বসে

বাংলা বাক্যে সাধারণত কর্তা বা সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য প্রথমে থাকে এবং ক্রিয়াপদ বা বিধেয় অংশ বাক্যের শেষে থাকে। এ নিয়ম বাংলা ভাষার SOV প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত।

উদাহরণ:

মনোযোগী ছাত্ররাই	রীতিমতো পড়াশোনা করে।
↓	↓
উদ্দেশ্য	বিধেয়

আরও ভাঙলে–

মনোযোগী/	ছাত্ররাই/	রীতিমতো/	পড়াশোনা করে
সম্প্রসারক	কর্তা	সম্প্রসারক	ক্রিয়াপদ

এখানে উদ্দেশ্য আগে, বিধেয় পরে। এটি প্রমিত গদ্যের স্বাভাবিক ক্রম। তবে বক্তব্যে জোর দিতে গেলে ক্রম পালটাতে পারে– 'রীতিমতো পড়াশোনা করে মনোযোগী ছাত্ররাই।' এখানে 'রীতিমতো পড়াশোনা করে' অংশটি সামনে এসেছে, ফলে কাজটির ওপর জোর পড়েছে। এই রূপ বিশেষ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিরপেক্ষ গদ্যে প্রথম রূপটি অধিক স্বাভাবিক।

২. সম্বন্ধ পদ সাধারণত বিশেষ্যের পূর্বে বসে

বাংলায় সম্বন্ধসূচক পদ সাধারণত যে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে, তার আগে বসে। 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।'– এখানে 'ঘরের' সম্বন্ধ পদ, 'ছেলে' বিশেষ্য। তাই 'ঘরের ছেলে' প্রাকৃতিক পদবন্ধ।

ঘরের/	ছেলে/	ঘরে/	ফিরে এসেছে
সম্বন্ধ	বিশেষ্য	স্থান	ক্রিয়া

আরও উদাহরণ– 'রাবণের চিতাসম জ্বলিছে হৃদয়।' এখানে 'রাবণের' সম্বন্ধ পদ 'চিতা'-র আগে এসেছে। বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক রীতিতে সম্বন্ধপদ আগে বসে; কারণ সম্বন্ধপদ বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে।

তবে ছন্দ, কাব্যিকতা বা অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সম্বন্ধ পদ কখনো বিশেষ্যের পরেও আসতে পারে। যেমন– 'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।' এখানে 'তোমার' সম্বন্ধ পদ পরে এসেছে। এটি গদ্যের সাধারণ নিয়ম নয়; কাব্যভাষার বিন্যাস।

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসতে পারে

বাংলা বাক্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে বিশেষণের ক্ষেত্র বা সীমা নির্দিষ্ট করে।

উদাহরণ: 'লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র।'

লোকটি/	ব্যবহারে/	খুবই/	ভদ্র
উদ্দেশ্য	কারকপদ	মাত্রা	বিধেয় বিশেষণ

এখানে ‘ব্যবহারে’ পদটি জানাচ্ছে লোকটি কোন দিক থেকে ভদ্র। অর্থাৎ, লোকটি সব দিক থেকে নয়, ব্যবহারের দিক থেকে ভদ্র।

আরেকটি উদাহরণ:

‘রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।’

রাজশাহীর আম /	খেতে /	চমৎকার
উদ্দেশ্য	অসমাপিকা অংশ	বিধেয় বিশেষণ

এখানে ‘খেতে’ শব্দটি স্বাদের ক্ষেত্র নির্দেশ করছে। আম দেখতে নয়, খেতে চমৎকার।

৪. বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে

যে বিশেষণ বিধেয় অংশে বসে উদ্দেশ্যের গুণ, অবস্থা বা পরিচয় প্রকাশ করে, তাকে বিধেয় বিশেষণ বলা যায়। এটি সাধারণত বিশেষ্যের পরে বসে।

উদাহরণ:

‘লোকটি যে জ্ঞানী, তাতে সন্দেহ নেই।’

লোকটি /	যে /	জ্ঞানী
বিশেষ্য	সংযোজক	বিধেয় বিশেষণ

এখানে ‘জ্ঞানী’ শব্দটি ‘লোকটি’-র গুণ প্রকাশ করছে, কিন্তু এটি বিশেষ্যের আগে বসে ‘জ্ঞানী লোকটি’ হয়নি। এখানে ‘জ্ঞানী’ বিধেয় বিশেষণ, তাই বিশেষ্যের পরে এসেছে।

আরও উদাহরণ:

‘ছেলেটি বুদ্ধিমান।’ ‘নদীটি গভীর।’ ‘আকাশ আজ নির্মল।’

ছেলেটি /	বুদ্ধিমান
উদ্দেশ্য	বিধেয় বিশেষণ

৫. সাধারণ বাক্যে কর্তা আগে, কর্ম পরে, ক্রিয়াপদ শেষে বসে

বাংলা বাক্যের সবচেয়ে পরিচিত পদক্রম হলো কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। এই নিয়মটি বাংলা বাক্যগঠনের মূল ভিত্তি।

উদাহরণ:

‘আমি শাহনামা পড়েছি।’

আমি /	শাহনামা /	পড়েছি
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়াপদ

আরও উদাহরণ:

‘সে বই পড়ে।’ ‘মা শিশুকে ভাত দিলেন।’ ‘শিক্ষক ছাত্রদের পাঠ বোঝালেন।’

মা /	শিশুকে /	ভাত /	দিলেন
কর্তা	গৌণকর্ম	মুখ্যকর্ম	ক্রিয়া

কবিতায় বা আবেগঘন বাক্যে এই ক্রমের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন– ‘লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।’ এখানে ক্রিয়াপদ ‘লহ’ শুরুতে এসেছে। এই ধরনের রূপ কাব্যিক ভাষায় গ্রহণযোগ্য।

আবার জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে– ‘জানি, তোমার মুরোদ কতটুকু।’ এখানে ‘জানি’ ক্রিয়াটি শুরুতে এসেছে। এতে বক্তার নিশ্চিত জ্ঞান বা তাচ্ছিল্যের সুর স্পষ্ট হয়েছে।

৬. বহুপদময় বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে

যে বিশেষণ একাধিক পদে গঠিত, তাকে বহুপদময় বিশেষণ বলা যায়। বাংলা বাক্যে এ ধরনের বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে, কারণ এটি বিশেষ্যকে আগেই নির্দিষ্ট করে দেয়।

উদাহরণ:

‘তোমার দাঁত বের-করা হাসি দেখলে সবারই পিত্ত জ্বলে যায়।’

তোমার দাঁত বের-করা /	হাসি
বহুপদময় বিশেষণ	বিশেষ্য

এখানে ‘তোমার দাঁত বের-করা’ অংশটি ‘হাসি’ বিশেষ্যকে বিশেষিত করছে।

আরেকটি উদাহরণ–

‘তোমার অগোছালো অবস্থা দেখলে আমার রাগ লাগে।’

তোমার অগোছালো /	অবস্থা
বিশেষণীয় অংশ	বিশেষ্য

এই নিয়ম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীর্ঘ বিশেষণীয় পদবন্ধ যদি সঠিক স্থানে না বসে, বাক্য অস্পষ্ট হয়ে যায়।

পদ-সংস্থাপনার নিয়ম: সারসংক্ষেপ ছক

নিয়ম	স্বাভাবিক রূপ	উদাহরণ
কর্তা/উদ্দেশ্য আগে, বিধেয় পরে	উদ্দেশ্য + বিধেয়	মনোযোগী ছাত্ররাই রীতিমতো পড়াশোনা করে।
সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের আগে	সম্বন্ধ + বিশেষ্য	ঘরের ছেলে।
নিয়ম	**স্বাভাবিক রূপ**	**উদাহরণ**
কারকপদ/অসমাপিকা অংশ বিশেষণের আগে	ক্ষেত্র + বিশেষণ	ব্যবহারে ভদ্র, খেতে চমৎকার।
বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে	বিশেষ্য + বিধেয় বিশেষণ	লোকটি জ্ঞানী।
কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া	SOV	আমি শাহনামা পড়েছি।
বহুপদময় বিশেষণ বিশেষ্যের আগে	দীর্ঘ বিশেষণ + বিশেষ্য	দাঁত বের-করা হাসি।

‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের ব্যবহার

বাংলা বাক্যে ‘না’ একটি গুরুত্বপূর্ণ অব্যয়। সাধারণত এটি নঞর্থ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। ‘নে’ রূপটি অপেক্ষাকৃত পুরোনো, সাহিত্যিক বা কথ্য-প্রভাবিত রূপ; প্রমিত আধুনিক গদ্যে ‘না’ বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে ‘আমি ভাত খাই নে।’– এ ধরনের বাক্যে ‘নে’ নঞর্থক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. ‘না/নে’ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে

বাংলা সাধারণ নঞর্থক বাক্যে ‘না’ সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে।

উদাহরণ:

আমি /	যাব /	না
কর্তা	য়িা	নঞর্থক অব্যয়

আরও উদাহরণ: ‘আমি ভাত খাই নে, রুটি খাই।’

আমি /	ভাত /	খাই /	নে
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া	নঞর্থক অব্যয়

আধুনিক গদ্যে বেশি প্রচলিত রূপ–

‘আমি ভাত খাই না, রুটি খাই।’

২. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ‘না’ বসে

অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে ‘না’ বসে অস্বীকৃতি বা বর্জনের ভাব প্রকাশ করে।

উদাহরণ: ‘না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।’

না /	চাইতে /	দানের /	কোনো মর্যাদা /	নেই
নঞর্থ	অসমাপিকা	সম্বন্ধ	উদ্দেশ্য	বিধেয়

এখানে ‘না চাইতে’ অর্থ– চাওয়ার আগেই বা না চেয়েই।

আরও উদাহরণ:

‘না জেনে কথা বলা উচিত নয়।’ ‘না বুঝে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হতে পারে।’ ‘না দেখে কাউকে দোষ দিও না।’

৩. বিশেষণীয় বিশেষণের আগে ‘না’ বসে

কখনো ‘না’ বিশেষণের আগে বসে বিশেষণীয় অর্থ গঠন করে। এ ক্ষেত্রে ‘না’ সরাসরি ক্রিয়াকে অস্বীকার করে না; গুণ বা অবস্থা সম্পর্কে অনির্দিষ্ট বা মধ্যবর্তী ভাব প্রকাশ করে।

উদাহরণ: ‘না ভালো, না মন্দ।’

না /	ভালো, /	না /	মন্দ
অস্বীকৃতি	বিশেষণ	অস্বীকৃতি	বিশেষণ

এখানে অর্থ– পুরোপুরি ভালো নয়, আবার পুরোপুরি মন্দও নয়।

আরও উদাহরণ: ‘না ছোটো, না বড়ো।’ ‘না সাদা, না কালো।’ ‘না সুখী, না দুঃখী।’

৪. ‘যদি’ দিয়ে বাক্য শুরু হলে ‘না’ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসতে পারে

শর্তযুক্ত বাক্যে, বিশেষ করে ‘যদি’ দিয়ে বাক্য শুরু হলে, ‘না’ সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে।

উদাহরণ: ‘তুমি যদি আজ না যাও, তাহলে খুবই ক্ষতি হবে।’

তুমি /	যদি /	আজ /	না /	যাও
কর্তা	শর্ত	সময়	নঞর্থ	ক্রিয়া

এখানে ‘না’ ক্রিয়ার আগে বসে ‘যাওয়া’-কে অস্বীকার করেছে।

আরও উদাহরণ:

‘যদি তুমি না পড়ো, তবে ভালো ফল করবে না।’ ‘যদি সে না আসে, আমরা সভা শুরু করব না।’ ‘যদি বৃষ্টি না হয়, কৃষকের ক্ষতি হবে।’

‘না’ নঞর্থ ছাড়া অন্য অর্থে

‘না’ সবসময় সরাসরি অস্বীকৃতি বোঝায় না। কখনো এটি বিকল্প, অনুরোধ, আদেশ, আবেগ, পদপূরণ বা কথার ভঙ্গি প্রকাশ করে।

১. বিকল্পার্থে ‘না’

জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে ‘না’ কখনো দুটি বিকল্পের মধ্যে নির্বাচন বোঝায়।

উদাহরণ: ‘তুমি বাড়ি যাবে, না আমি যাব?’

তুমি বাড়ি যাবে/	না/	আমি যাব?
প্রথম বিকল্প	না	দ্বিতীয় বিকল্প

এখানে ‘না’ অস্বীকৃতি নয়; এটি বিকল্প-সংযোগকারী ভাব প্রকাশ করছে।

আরও উদাহরণ:

‘তুমি চা খাবে, না কফি?’ ‘আজ পড়বে, না খেলবে?’ ‘সে আসবে, না আমরা যাব?’

২. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে ‘না’

বাক্যের শেষে ‘না’ বসে অনুরোধ, কোমল আদেশ বা আবেদনের ভঙ্গি তৈরি করতে পারে।

উদাহরণ: ‘একটা গান গাও না ভাই।’

একটা গান /	গাও /	না /	ভাই
কর্ম	ক্রিয়া	ভঙ্গি	সম্বোধন

এখানে ‘না’ অস্বীকৃতি নয়; এটি অনুরোধের কোমলতা প্রকাশ করছে।

আরও উদাহরণ:

‘একটু বসুন না।’ ‘কাজটা করে দাও না।’ ‘শুনো না, একটা কথা বলি।’

৩. পদপূরণে বা আবেগঘন ভঙ্গিতে ‘না’

কখনো ‘না’ অর্থগতভাবে প্রয়োজনীয় নয়; বাক্যের ছন্দ, আবেগ বা কথ্যরীতির জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: ‘সে কত না দিনের কথা।’

সে /	কত না /	দিনের কথা
সূচক	আবেগঘন	পদপূরণ বিষয়

এখানে ‘না’ অস্বীকৃতি নয়; এটি বিস্ময়, স্মৃতি বা আবেগের মাত্রা বাড়িয়েছে।

আরও উদাহরণ:

‘কত না মানুষ এ পথে গেছে।’ ‘কী না কষ্ট সে করেছে!’ ‘কত না স্বপ্ন ছিল তার!’

‘না/নে’ ব্যবহারের সারসংক্ষেপ

ব্যবহার	অবস্থান	উদাহরণ	অর্থ
সমাপিকা ক্রিয়ার পরে	ক্রিয়া + না/নে	আমি যাব না।	অস্বীকৃতি
অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে	না + অসমাপিকা	না জেনে বলো না।	বর্জন/নিষেধ
বিশেষণের আগে	না + বিশেষণ	না ভালো, না মন্দ।	মধ্যবর্তী ভাব
শর্তযুক্ত বাক্যে	না + ক্রিয়া	যদি না যাও।	শর্তের অস্বীকৃতি
বিকল্পার্থে	দুই বিকল্পের মাঝে	তুমি যাবে, না আমি যাব?	নির্বাচন
অনুরোধে	বাক্যের শেষে	বসুন না।	কোমল অনুরোধ
পদপূরণে	আবেগঘন স্থানে	কত না দিনের কথা।	আবেগ/ছন্দ

পদ-সংস্থাপনা ও ‘না’ ব্যবহারের সম্পর্ক

‘না’ অব্যয়ের অবস্থানও পদ-সংস্থাপনার অংশ। ‘আমি যাব না’ এবং ‘আমি না যাব’– দুটি রূপের মধ্যে প্রথমটি প্রমিত সাধারণ নঞর্থক বাক্য; দ্বিতীয়টি বিশেষ প্রসঙ্গ, শর্ত বা কাব্যিক ভঙ্গি ছাড়া স্বাভাবিক নয়। আবার ‘তুমি যদি আজ না যাও।’– এখানে ‘না’ ক্রিয়ার আগে বসেছে, কারণ বাক্যটি শর্তযুক্ত। তাই ‘না’ কোথায় বসবে তা নির্ভর করে ক্রিয়ার রূপ, বাক্যের ধরন, শর্ত, ভঙ্গি ও অর্থের ওপর।

সাধারণ নঞর্থ: আমি/যাব/না

শর্তযুক্ত নঞর্থ: যদি/আমি/না/যাই

অনুরোধ: একটু/বসুন/না

পদ-সংস্থাপনা বাংলা বাক্যতত্ত্বের একটি প্রধান অধ্যায়। বাক্যের পদগুলো কোন ক্রমে বসবে, সম্বন্ধ পদ কোথায় থাকবে, ক্রিয়াপদ কোথায় বসবে, বিধেয় বিশেষণের অবস্থান কী হবে, বহুপদময় বিশেষণ কীভাবে বিশেষ্যের আগে বসবে– এসব নিয়ম বাক্যকে স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থবহ করে। বাংলা বাক্যের সাধারণ রীতি কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া হলেও জোর, ছন্দ, আবেগ, কাব্যিকতা ও প্রসঙ্গের কারণে পদক্রমের পরিবর্তন ঘটতে পারে। একইভাবে ‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের অবস্থানও বাক্যের অর্থ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। কখনো এটি সরাসরি অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, কখনো বিকল্প, অনুরোধ, পদপূরণ বা আবেগের সূক্ষ্ম ভঙ্গি তৈরি করে। তাই পদ-সংস্থাপনা শেখা মানে শুধু শব্দের স্থান শেখা নয়; ভাষার অর্থ, শৈলী, ভঙ্গি ও বাক্যতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা বোঝা।

তথ্যসূত্র:

১. *Encyclopaedia Britannica, ‘Szntax’; syntax–কে sentence, clause I phrase–এ শব্দের বিন্যাস এবং উপাদানগুলোর সম্পর্কের অধ্যয়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

২. *ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা–প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৪২; বাংলা ব্যাকরণের স্বরূপ, বাক্যগঠন ও ভাষার নিজস্ব নিয়ম আলোচনায় গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। Banglapaedia–র ‘Grammar’ নিবন্ধে গ্রন্থটিকে বিশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়েছে।*

৩. *Banglapaedia, ‘Grammar’; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Bhasa Prakash Bangala Vakaran সম্পর্কে বলা হয়েছে, গ্রন্থটি বাংলা ব্যাকরণচর্চায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করেছে।*

৪. *Joseph H. Greenberg, ‘Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,’ in Joseph H. Greenberg, ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1963; SOV ভাষা, postposition Ges পদক্রমের typological সম্পর্ক আলোচিত।*

৫. *Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar, London: George Allen & Unwin, 1924; subject, predicate, nexus, word order ও negation বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক।*

৬. *প্রদত্ত বাক্যতত্ত্ব অধ্যায়ের ৪.৫.১–৪.৫.৪ অংশ; পদ–সংস্থাপনার ক্রম, পদ–সংস্থাপনার নিয়ম, 'না/নে' অব্যয়ের ব্যবহার এবং 'না'–এর অন্য অর্থ সংক্রান্ত মূল তথ্যের ভিত্তি।*

বাক্যতত্ত্ব থেকে আরও প্রশ্নোত্তর দেখার জন্য নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করো

প্রশ্ন–৮ বাক্যরীতিতে পদ বিপর্যয় বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

পদ বিপর্যয়: বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম ভেঙে কোনো পদ বা পদসমষ্টিকে ক্রিয়াপদের পরে বসিয়ে বাক্যের যে কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়, তাকে পদ বিপর্যয় বলে। এতে বাক্যের অর্থ সাধারণত একই থাকে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষ জোর, বৈচিত্র্য বা সাহিত্যিক সৌন্দয সষ্টি হয়।

সহজভাবে:

স্বাভাবিক পদক্রম ভেঙে পদকে নতুন স্থানে বসানো = পদ বিপর্যয়

উদাহরণ:

স্বাভাবিক বাক্য: 'সে নদীর ধারে বসে আছে।'

পদ বিপর্যয়: 'সে বসে আছে নদীর ধারে।'

এখানে 'নদীর ধারে' অংশটি ক্রিয়ার পরে এসেছে। তাই এটি পদ বিপর্যয়ের উদাহরণ।

পদ বিপর্যয়ের বৈশিষ্ট্য:

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
স্বাভাবিক পদক্রম ভাঙে।	সাধারণ বাক্যরীতি বদলে যায়।
ক্রিয়াপদের পরে অন্য পদ বসে।	বাংলা বাক্যে ক্রিয়া সাধারণত শেষে থাকে, কিন্তু এখানে তার পরে পদ আসে।
অর্থ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।	মূলভাব একই থাকে।
ভাষায় জোর ও সৌন্দর্য আনে।	বক্তব্যকে প্রভাবশালী করে।

পদ বিপর্যয়ের উদাহরণ

স্বাভাবিক বাক্য	পদ বিপর্যয়
সে পুরোনো বাড়িতে থাকে।	সে থাকে পুরোনো বাড়িতে।
তার মা একজন শিক্ষিকা ছিলেন।	একজন শিক্ষিকা ছিলেন তার মা।
শিশুটি বাগানে খেলছে।	শিশুটি খেলছে বাগানে।
আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছি।	আমরা লড়েছি স্বাধীনতার জন্য।

বিশ্লেষণ:

'আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছি'– এটি স্বাভাবিক বাক্য।

'আমরা লড়েছি স্বাধীনতার জন্য'– এখানে 'স্বাধীনতার জন্য' অংশটি ক্রিয়ার পরে বসেছে। এতে বক্তব্যে বিশেষ জোর এসেছে।

সম্মুখন ও পদ বিপর্যয়ের পার্থক্য

বিষয়	সম্মুখন	পদ বিপর্যয়
পরিবর্তনের স্থান	কোনো অংশ বাক্যের শুরুতে আসে	কোনো অংশ ক্রিয়াপদের পরে যায়
উদ্দেশ্য	বিশেষ অংশকে সামনে এনে গুরুত্ব দেওয়া	স্বাভাবিক পদক্রম ভেঙে জোর বা সৌন্দর্য সৃষ্টি
উদাহরণ	দেশের জন্য আমরা কাজ করি।	আমরা কাজ করি দেশের জন্য।
অর্থের পরিবর্তন	হয় না	হয় না

ধারণাচিত্র:

স্বাভাবিক বাক্য:

কর্তা → কম/অন্যান্য পদ → ক্রিয়া

পদ বিপর্যয়:

কর্তা → ক্রিয়া → কম/অন্যান্য পদ

আরও উদাহরণ:

স্বাভাবিক: 'মানুষ সত্যের পথে এগিয়ে যায়।'

পদ বিপর্যয়: 'মানুষ এগিয়ে যায় সত্যের পথে।'

সারসংক্ষেপ: পদ বিপর্যয় বাক্যের স্বাভাবিক বিন্যাসে পরিবর্তন এনে বক্তব্যকে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করে। এটি বিশেষত সাহিত্য, বক্তৃতা ও আবেগপূর্ণ লেখায় বাক্যকে শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

প্রশ্ন–৯ বাক্য সংযোজন বলতে কী বোঝ? বাক্য সংযোজনের দুটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করো।

দুই বা ততোধিক পৃথক বাক্যকে অর্থ ও ভাবের সামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি বাক্যে পরিণত করাকে বাক্য সংযোজন বলে। বাক্য সংযোজনের মাধ্যমে ছোটো ছোটো বাক্যকে একত্র করে বক্তব্যকে সংহত, সুন্দর ও প্রবাহমান করা যায়।

সহজভাবে:

একাধিক বাক্য → একটি সুন্দর বাক্য

এটাই বাক্য সংযোজন।

উদাহরণ:

পৃথক বাক্য: 'রিমা স্কুলে গেল। রিমা ক্লাস করল।'

সংযোজিত বাক্য: 'রিমা স্কুলে গিয়ে ক্লাস করল।'

এখানে দুটি বাক্য মিলিয়ে একটি বাক্য করা হয়েছে।

বাক্য সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা

প্রয়োজন	ব্যাখ্যা
ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করা	একই ভাব কম শব্দে প্রকাশ করা যায়।
বক্তব্যকে সুন্দর করা	বাক্যের গতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
পুনরুক্তি দূর করা	একই কর্তা বা একই ভাব বারবার আসে না।
ভাবের সম্পর্ক স্পষ্ট করা	কারণ, সময়, শর্ত বা ধারাবাহিকতা বোঝানো যায়।

বাক্য সংযোজনের দুটি প্রধান নিয়ম

ক্রম	নিয়ম	মূল কৌশল
১	সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে	গেল → গিয়ে, করে → করে, খেয়ে
২	সংযোজক বা সম্পর্কসূচক শব্দ ব্যবহার করে	এবং, কিন্তু, কারণ, তাই, বলে

১. সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে বাক্য সংযোজন

দুটি বাক্যের মধ্যে কাজের ধারাবাহিকতা থাকলে প্রথম বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে বাক্য সংযোজন করা যায়।

উদাহরণ:

পৃথক বাক্য: 'সে ঘুম থেকে উঠল। সে পড়তে বসল।'

সংযোজিত বাক্য: 'সে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসল।'

আরও উদাহরণ:

পৃথক বাক্য	সংযোজিত বাক্য
মা বাজারে গেলেন। মা সবজি কিনলেন।	মা বাজারে গিয়ে সবজি কিনলেন।
শিশুটি দুধ খেল। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ল।	শিশুটি দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
আমরা কাজ শেষ করলাম। আমরা বাড়ি ফিরলাম।	আমরা কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরলাম।

বিশ্লেষণ:

‘গেলেন’, ‘খেল’, ‘করলাম’– এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া। সংযোজনের সময় এগুলো ‘গিয়ে’, ‘খেয়ে’, ‘করে’ রূপে অসমাপিকা হয়েছে।

২. সংযোজক বা সম্পর্কসূচক শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সংযোজন

দুই বা ততোধিক বাক্যের ভাবের সম্পর্ক বোঝাতে ‘এবং’, ‘কিন্তু’, ‘তাই’, ‘কারণ’, ‘বলে’, ‘যেহেতু’, ‘সেহেতু’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সংযোজন করা যায়।

উদাহরণ:

পৃথক বাক্য: ‘আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হতে পারে।’

সংযোজিত বাক্য: ‘আকাশ মেঘলা, তাই বৃষ্টি হতে পারে।’

আরও উদাহরণ:

পৃথক বাক্য	সংযোজিত বাক্য	সম্পর্ক
সে অসুস্থ। সে স্কুলে যায়নি।	সে অসুস্থ বলে স্কুলে যায়নি।	কারণ
আমি ডাকলাম। সে শুনল না।	আমি ডাকলাম কিন্তু সে শুনল না।	বিরোধ
রবি পড়েছে। রবি ভালো ফল করেছে।	রবি পড়েছে এবং ভালো ফল করেছে।	সংযোগ
বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা বাইরে যাইনি।	যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল, সেহেতু আমরা বাইরে যাইনি।	কারণ-ফল

ধারণাচিত্র:

পৃথক বাক্য

→ ভাবের সম্পক নিণয়

→ ক্রিয়া পরিবতন বা সংযোজক ব্যবহার

→ সংযোজিত বাক্য

বাক্য সংযোজনের আরও উদাহরণ

পৃথক বাক্য	সংযোজিত বাক্য
সূর্য উঠল। অন্ধকার দূর হলো।	সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হলো।
শিক্ষক এলেন। সবাই চুপ করল।	শিক্ষক আসতেই সবাই চুপ করল।
আমি তাকে দেখলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম।	আমি তাকে দেখে সালাম দিলাম।
সে দরিদ্র। সে সৎ।	সে দরিদ্র হলেও সৎ।

সারসংক্ষেপ: বাক্য সংযোজন ভাষাকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও সুসংহত করে। একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে রূপ দিতে হলে ভাবের সম্পর্ক ঠিক রাখতে হয়। কখনো সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা করে, আবার কখনো সংযোজক শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সংযোজন করা হয়। সঠিকভাবে বাক্য সংযোজন করলে বক্তব্য আরও পরিপাটি, প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় হয়।

প্রশ্ন–১০ খণ্ড-বাক্য ও আশ্রিত খণ্ড-বাক্য বলতে কী বোঝ? দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

কোনো বৃহত্তর বাক্যের ভেতরে ব্যবহৃত এমন শব্দসমষ্টি, যার মধ্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়-এর ভাব থাকে কিন্তু যা সব সময় স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, তাকে খণ্ড-বাক্য বা বাক্যাংশ বলে। খণ্ড-বাক্য সাধারণত বড়ো বাক্যের একটি অংশ হিসেবে কাজ করে এবং মূল বাক্যের ভাবকে স্পষ্ট, বিস্তৃত বা শর্তযুক্ত করে।

সহজ ধারণা:

পূর্ণ বাক্যের ভেতরের ছোটো অর্থপূর্ণ অংশ = খণ্ড-বাক্য

উদাহরণ: ‘যে ছেলেটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার সহপাঠী।’

অংশ	ধরন	ব্যাখ্যা
যে ছেলেটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে	খণ্ড-বাক্য	এটি বড়ো বাক্যের একটি অংশ।
সে আমার সহপাঠী	প্রধান খণ্ড-বাক্য	মূল বক্তব্য এখানে সম্পূর্ণ হয়েছে।

এখানে প্রথম অংশটি একা দাঁড়ালে অর্থ কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়। তাই এটি বৃহত্তর বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আশ্রিত খণ্ড-বাক্য

যে খণ্ড-বাক্য নিজের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভর করে, তাকে আশ্রিত খণ্ড-বাক্য বা অপ্রধান খণ্ড-বাক্য বলে। এটি একা ব্যবহৃত হলে সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে না।

সহজ ধারণা:

যে খণ্ড-বাক্য একা পূর্ণ নয়, প্রধান বাক্যের সাহায্য লাগে = আশ্রিত খণ্ড-বাক্য

উদাহরণ–১: 'যদি তুমি সময়মতো আস, তবে আমরা একসঙ্গে যাব।'

অংশ পরিচয়

যদি তুমি সময়মতো আস আশ্রিত খণ্ড-বাক্য

তবে আমরা একসঙ্গে যাব প্রধান খণ্ড-বাক্য

'যদি তুমি সময়মতো আস'– এই অংশটি একা বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। কী হবে, তা জানা যায় না। তাই এটি আশ্রিত খণ্ড-বাক্য।

উদাহরণ–২: 'যে মানুষ সত্য কথা বলে, সে সবার বিশ্বাস পায়।'

অংশ	পরিচয়
যে মানুষ সত্য কথা বলে	আশ্রিত খণ্ড-বাক্য
সে সবার বিশ্বাস পায়	প্রধান খণ্ড-বাক্য

এখানে 'যে মানুষ সত্য কথা বলে' অংশটি প্রধান অংশের ওপর নির্ভরশীল। প্রধান অংশ ছাড়া এর বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না।

ধারণাচিত্র:

বৃহত্তর বাক্য

→ পধান খণ্ড-বাক্য

→ আশিত খণ্ড-বাক্য

সারসংক্ষেপ

খণ্ড-বাক্য হলো বড়ো বাক্যের অর্থপূর্ণ অংশ। আর আশ্রিত খণ্ড-বাক্য হলো এমন খণ্ড-বাক্য, যা প্রধান খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভর না করলে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

প্রশ্ন–১১ উদ্দেশ্য ও বিধেয়-এর সম্প্রসারক বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের প্রধানত দুটি অংশ থাকে– উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে।

উদাহরণ: 'পরিশ্রমী ছাত্ররা পরীক্ষায় ভালো ফল করে।'

অংশ	পরিচয়
পরিশ্রমী ছাত্ররা	উদ্দেশ্য
পরীক্ষায় ভালো ফল করে	বিধেয়

এখানে 'ছাত্ররা' মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু 'পরিশ্রমী' শব্দটি উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্ট করেছে। আবার 'ভালো ফল করে' বিধেয়, আর 'পরীক্ষায়' শব্দটি বিধেয়ের ভাবকে প্রসারিত করেছে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক: যে পদ বা পদসমষ্টি উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্ট, নির্দিষ্ট বা বিস্তৃত করে, তাকে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলে।

সহজ ধারণা:

উদ্দেশ্যকে বড়ো ও স্পষ্ট করে যে অংশ = উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক

উদাহরণ: 'সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে স্বাধীন করেছেন।'

অংশ	পরিচয়

মুক্তিযোদ্ধারা	সরল উদ্দেশ্য
সাহসী	উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক
সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা	সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক গঠনের কয়েকটি উপায়

গঠনের উপায়	**উদাহরণ**	**বিশ্লেষণ**
বিশেষণ যোগে	মেধাবী শিক্ষার্থী পুরস্কার পেল।	'মেধাবী' উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করেছে
সম্বন্ধ পদ যোগে	রিমার ভাই গান গায়।	'রিমার' উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক
সমকারক বিশেষ্য যোগে	কবি নজরুল বিদ্রোহের গান লিখেছেন।	'কবি' উদ্দেশ্যকে পরিচিত করেছে
অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ যোগে	নদী পেরিয়ে আসা লোকটি ক্লান্ত।	'নদী পেরিয়ে আসা' উদ্দেশ্যকে বিস্তৃত করেছে
বিশেষণস্থানীয় খণ্ড-বাক্য যোগে	যে ছাত্রটি প্রথম হয়েছে, সে আমার বন্ধু।	'যে ছাত্রটি প্রথম হয়েছে' উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করেছে

বিধেয়-এর সম্প্রসারক: বিধেয় অংশের ক্রিয়া, অবস্থা বা বক্তব্যকে যে পদ বা পদসমষ্টি আরও স্পষ্ট, বিস্তৃত বা নির্দিষ্ট করে, তাকে বিধের-এর সম্প্রসারক বলে। এটি কাজটি কীভাবে, কখন, কোথায়, কেন, কার দ্বারা বা কী উপায়ে ঘটেছে– এসব তথ্য প্রকাশ করতে পারে।

সহজ ধারণা:

বিধেয়-এর কাজ বা ভাবকে বিস্তৃত করে যে অংশ = বিধেয়-এর সম্প্রসারক

উদাহরণ: 'রাহাত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।'

অংশ	**পরিচয়**
পড়ছে	মূল ক্রিয়া
মনোযোগ দিয়ে	বিধেয়ের সম্প্রসারক
মনোযোগ দিয়ে পড়ছে	সম্প্রসারিত বিধেয়

বিধেয়-এর সম্প্রসারক গঠনের কয়েকটি উপায়

গঠনের উপায়	**উদাহরণ**	**বিশ্লেষণ**
ক্রিয়া-বিশেষণ যোগে	সে দ্রুত হাঁটে।	'দ্রুত' ক্রিয়াকে প্রসারিত করেছে
স্থানবাচক পদ যোগে	তারা মাঠে খেলছে।	'মাঠে' কাজের স্থান বোঝাচ্ছে
সময়বাচক পদ যোগে	আমরা সকালে রওনা হব।	'সকালে' কাজের সময় বোঝাচ্ছে
অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে	সে হাসতে হাসতে কথা বলল।	'হাসতে হাসতে' ক্রিয়াকে প্রসারিত করেছে
করণ কারক যোগে	কৃষক লাঙল দিয়ে জমি চাষ করেন।	'লাঙল দিয়ে' কাজের উপায় বোঝাচ্ছে

ধারণাচিত্র:

উদ্দেশ্য ⟶ সম্প্রসারক যোগে ⟶ সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য

বিধেয় ⟶ সম্প্রসারক যোগে ⟶ সম্প্রসারিত বিধেয়

আরও উদাহরণ:

'আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুন্দরভাবে বক্তব্য দিলেন।'

অংশ	**বিশ্লেষণ**
প্রধান শিক্ষক	সরল উদ্দেশ্য

আমাদের বিদ্যালয়ের	উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক
বক্তব্য দিলেন	মূল বিধেয়
সুন্দরভাবে	বিধেয়ের সম্প্রসারক

সারসংক্ষেপ: উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট ও বিস্তৃত করে। বিধেয়ের সম্প্রসারক বিধেয়ের কাজ, অবস্থা বা ভাবকে আরও স্পষ্ট করে। এদের ব্যবহারে বাক্য শুধু বড়ো হয় না, বরং অর্থে সমৃদ্ধ ও প্রকাশে পরিপূর্ণ হয়।

প্রশ্ন–১২ সম্পূরক ও বিধেয়ের প্রসারকের মধ্যে পার্থক্য কী? উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক কী কী উপায়ে গঠিত হতে পারে?

সম্পূরক: যে পদ বা পদসমষ্টি কোনো অসম্পূর্ণ ভাবের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে, তাকে সম্পূরক বলে। কিছু ক্রিয়া এমন থাকে, যেগুলোর অর্থ পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত পদ প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনীয় পদই সম্পূরক।

উদাহরণ: 'ছাত্ররা রাকিবকে দলনেতা নির্বাচিত করল।'

এখানে 'নির্বাচিত করল' ক্রিয়ার অর্থ 'দলনেতা' শব্দ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। তাই 'দলনেতা' সম্পূরক।

আরও উদাহরণ: 'সকলেই তাঁকে জ্ঞানী মনে করে।'

এখানে 'জ্ঞানী' শব্দটি 'মনে করে' ক্রিয়ার অর্থ সম্পূর্ণ করেছে। তাই 'জ্ঞানী' সম্পূরক।

বিধেয়-এর প্রসারক: যে পদ বা পদসমষ্টি বিধেয়-এর ক্রিয়াকে আরও বিস্তৃত করে এবং কাজের ধরন, সময়, স্থান, কারণ, উপায় ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিধেয়-এর প্রসারক বলে।

উদাহরণ: 'শিশুটি আনন্দে নাচছে।'

এখানে 'আনন্দে' শব্দটি 'নাচছে' ক্রিয়ার ভাবকে প্রসারিত করেছে। তাই এটি বিধেয়ের প্রসারক।

সম্পূরক ও বিধেয়-এর প্রসারকের পার্থক্য

বিষয়	সম্পূরক	বিধেয়-এর প্রসারক
কাজ	ক্রিয়ার অর্থ সম্পূর্ণ করে	ক্রিয়ার অর্থ বিস্তৃত করে
প্রয়োজনীয়তা	অনেক ক্ষেত্রে অর্থ পূর্ণ করতে অপরিহার্য	বাক্যকে বিস্তারিত করে, তবে সব সময় অপরিহার্য নয়
অবস্থান	সাধারণত নির্দিষ্ট ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে	ক্রিয়ার সময়, স্থান, পদ্ধতি, কারণ ইত্যাদি বোঝায়
বাদ দিলে ফল	বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ বা দুর্বল হয়	বাক্য সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু অনেক সময় মূল অর্থ থাকে
উদাহরণ	সবাই তাকে সভাপতি করল।	সবাই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করল।

বিশ্লেষণসহ উদাহরণ

বাক্য	চিহ্নিত পদ	পরিচয়	কারণ
সবাই মিতাকে সেরা বক্তা বলল।	সেরা বক্তা	সম্পূরক	'বলল' ক্রিয়ার অর্থ সম্পূর্ণ করেছে
মিতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।	আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে	বিধেয়ের প্রসারক	কীভাবে বলল, তা বোঝাচ্ছে
শিক্ষক তাকে আদর্শ ছাত্র মনে করেন।	আদর্শ ছাত্র	সম্পূরক	'মনে করেন' ক্রিয়ার অর্থ পূর্ণ করেছে
শিক্ষক ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন।	ধীরে ধীরে	বিধেয়ের প্রসারক	ক্রিয়ার ধরন বোঝাচ্ছে

উদ্দেশ্যের প্রসারক গঠনের উপায়

ক্রম	গঠনের উপায়	উদাহরণ
১	বিশেষণ পদ যোগ করে	সৎ মানুষ সবার শ্রদ্ধা পায়।
২	সম্বন্ধ পদ যোগ করে	রাহাতের বন্ধু আমার সহপাঠী।
৩	সমকারক বিশেষ্য যোগ করে	বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেছেন।
৪	অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ যোগ করে	দূর গ্রাম থেকে আসা মানুষটি ক্লান্ত।
৫	বিশেষণস্থানীয় খণ্ড-বাক্য যোগ করে	যে মেয়েটি গান গাইছে, সে আমার বোন।

বিধেয়ের প্রসারক গঠনের উপায়

ক্রম	গঠনের উপায়	উদাহরণ
১	ক্রিয়া-বিশেষণ যোগ করে	সে সুন্দরভাবে লিখেছে।
২	অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ যোগ করে	সে খবর শুনে বাড়ি ফিরল।
৩	করণ কারক যোগ করে	শ্রমিকরা যন্ত্র দিয়ে কাজ করছে।
৪	অপাদান কারক যোগ করে	সে চট্টগ্রাম থেকে এসেছে।
৫	অধিকরণ কারক যোগ করে	বইটি টেবিলে রাখা আছে।
৬	সময়বাচক পদ যোগ করে	তারা বিকেলে খেলতে যাবে।
৭	কারণবাচক পদ যোগ করে	সে অসুস্থতার কারণে আসেনি।

ধারণাচিত্র:

সম্পূরক ⟶ ক্রিয়ার অথ সম্প্ণ করে

বিধেয়ের প্রসারক ⟶ ক্রিয়ার অথ বিস্তৃত করে

সারসংক্ষেপ: সম্পূরক ও বিধেয়ের প্রসারক দেখতে কাছাকাছি মনে হলেও এদের কাজ এক নয়। সম্পূরক বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে, আর বিধেয়ের প্রসারক বাক্যের ক্রিয়া বা বিধেয়কে আরও বিস্তারিত করে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়-এর প্রসারক ব্যবহারে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট, সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।

প্রশ্ন–১৩ সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। [য. বো. '১২, '০৭]

সরল বাক্য ও জটিল বাক্য

গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য তিন প্রকার– সরল, জটিল বা মিশ্র এবং যৌগিক। এর মধ্যে সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের গঠনগত পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র প্রধান বক্তব্য প্রকাশ পায় এবং একটি স্বাধীন বাক্যরূপে অর্থ সম্পূর্ণ হয়, তাকে সরল বাক্য বলে। সরল বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং কোনো আশ্রিত খণ্ড-বাক্য থাকে না।

উদাহরণ: 'সৎ মানুষ সবাইকে সাহায্য করে।'

এখানে একটি মাত্র বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। তাই এটি সরল বাক্য।

জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড-বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ড-বাক্য যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। জটিল বাক্যে একটি অংশ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে, আর অন্য অংশ তার ওপর নির্ভরশীল থাকে।

উদাহরণ: 'যে মানুষ সৎ, সে সবাইকে সাহায্য করে।'

এখানে 'সে সবাইকে সাহায্য করে' প্রধান খণ্ড-বাক্য এবং 'যে মানুষ সৎ' আশ্রিত খণ্ড-বাক্য। তাই এটি জটিল বাক্য।

সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের পার্থক্য

বিষয়	সরল বাক্য	জটিল বাক্য
গঠন	একটি মাত্র স্বাধীন বাক্য থাকে।	একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ড-বাক্য থাকে।
ভাবের প্রকাশ	একটিমাত্র পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে।	প্রধান ভাবের সঙ্গে শর্ত, কারণ, সময়, পরিচয় বা ব্যাখ্যা যুক্ত হয়।
খণ্ড-বাক্য	আশ্রিত খণ্ড-বাক্য থাকে না।	আশ্রিত খণ্ড-বাক্য থাকে।
ক্রিয়ার ব্যবহার	সাধারণত একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।	একাধিক ক্রিয়া থাকতে পারে।
বোধগম্যতা	সহজ, সরাসরি ও সংক্ষিপ্ত।	তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণধর্মী।
পরিচায়ক শব্দ	সাধারণত যে, যদি, যখন, যেহেতু ইত্যাদি	যে, যদি–তবে, যখন–তখন, যেহেতু–সেহেতু ইত্যাদি

	থাকে না।	থাকে।

উদাহরণভিত্তিক পার্থক্য

সরল বাক্য	**জটিল বাক্য**
পরিশ্রমী ছাত্র সফল হয়।	যে ছাত্র পরিশ্রম করে, সে সফল হয়।
বৃষ্টি হলে আমরা ঘরে থাকি।	যখন বৃষ্টি হয়, তখন আমরা ঘরে থাকি।
অসুস্থতার জন্য সে স্কুলে যায়নি।	যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, সেহেতু স্কুলে যায়নি।
সত্যবাদী মানুষ সম্মান পায়।	যে সত্য কথা বলে, সে সম্মান পায়।
বিদ্বান হলেও তিনি বিনয়ী।	যদিও তিনি বিদ্বান, তবু তিনি বিনয়ী।

ধারণাচিত্র:

সরল বাক্য

⟶ একটিমাত্র স্বাধীন বক্তব্য

⟶ সংক্ষিপ্ত ও সহজ গঠন

জটিল বাক্য

⟶ প্রধান খণ্ড-বাক্য + আশ্রিত খণ্ড-বাক্য

⟶ নির্ভরশীল অংশসহ বিস্তৃত গঠন

বিশ্লেষণ:

'পরিশ্রমী ছাত্র সফল হয়।'– এটি সরল বাক্য। কারণ এখানে একটি মাত্র বক্তব্য আছে।

'যে ছাত্র পরিশ্রম করে, সে সফল হয়।'– এটি জটিল বাক্য। কারণ এখানে 'যে ছাত্র পরিশ্রম করে' অংশটি আশ্রিত খণ্ড-বাক্য এবং 'সে সফল হয়' অংশটি প্রধান খণ্ড-বাক্য।

আরও একটি বিশ্লেষণ:

সরল বাক্য: 'সময়মতো কাজ করলে সাফল্য আসে।'

জটিল বাক্য: 'যদি সময়মতো কাজ করো, তবে সাফল্য আসবে।'

প্রথম বাক্যে বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে শর্তসূচক আশ্রিত অংশ যোগ হওয়ায় বাক্যটি জটিল হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

সরল বাক্য সহজ, সংক্ষিপ্ত ও একক ভাবসম্পন্ন। জটিল বাক্যে প্রধান বক্তব্যের সঙ্গে আশ্রিত খণ্ড-বাক্য যুক্ত থাকে। সরল বাক্য সরাসরি ভাব প্রকাশ করে, আর জটিল বাক্য ভাবকে শর্ত, কারণ, সময় বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিস্তৃত করে। তাই গঠনগত দিক থেকে এ দুই ধরনের বাক্যের পার্থক্য স্পষ্ট।

প্রশ্ন–১৪ **সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।** [য. বো. '১২, '০৭]

সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্য: গঠন অনুসারে বাংলা বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ দুটি রূপ হলো সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্য। সরল বাক্যে একটি মাত্র স্বাধীন ভাব প্রকাশ পায়; কিন্তু যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্য সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বৃহত্তর বাক্য গঠন করে।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয় এবং সাধারণত একটি প্রধান সমাপিকা ক্রিয়ার মাধ্যমে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়, তাকে সরল বাক্য বলে।

উদাহরণ: 'পরিশ্রমী মানুষ সফল হয়।'

এখানে একটি মাত্র ভাব প্রকাশ পেয়েছে– পরিশ্রমী মানুষের সফল হওয়া। তাই এটি সরল বাক্য।

যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন 'এবং', 'ও', 'আর', 'কিন্তু', 'তবু', 'অথবা' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

উদাহরণ: 'রাফি পড়াশোনা করে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করে।'

এখানে দুটি স্বাধীন বাক্য আছে–

১. রাফি পড়াশোনা করে।

২. রাফি পরীক্ষায় ভালো ফল করে।

দুটি বাক্য 'এবং' দ্বারা যুক্ত হয়েছে। তাই এটি যৌগিক বাক্য।

ধারণাচিত্র:

সরল বাক্য

→ একটি স্বাধীন ভাব

→ একটি পধান বক্তব্য

যৌগিক বাক্য

→ স্বাধীন বাক্য + সংযোজক + স্বাধীন বাক্য

→ একাধিক বক্তব্যের সমন্বয়

সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের পার্থক্য

বিষয়	সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
সংজ্ঞার্থ	যে বাক্যে একটি মাত্র স্বাধীন ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সরল বাক্য বলে।	দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত হলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
ভাবের সংখ্যা	একটি প্রধান ভাব থাকে।	একাধিক স্বাধীন ভাব থাকে।
গঠন	গঠন সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি।	গঠন তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত।
সমাপিকা ক্রিয়া	সাধারণত একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।	একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।
সংযোজক অব্যয়	সাধারণত সংযোজক অব্যয় থাকে না।	এবং, কিন্তু, আর, অথবা, তবু ইত্যাদি সংযোজক থাকে।
স্বাধীন অংশ	পুরো বাক্যটি একটি স্বাধীন অংশ হিসেবে থাকে।	প্রতিটি অংশ আলাদা করলেও স্বাধীন বাক্য হতে পারে।
উদাহরণ	শিশুরা মাঠে খেলছে।	শিশুরা মাঠে খেলছে এবং বড়োরা গল্প করছে।

উদাহরণভিত্তিক তুলনা

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
সে নিয়মিত পড়াশোনা করে।	সে নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং ভালো ফল করে।
লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ।	লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ।
বৃষ্টি সত্ত্বেও আমরা বের হলাম।	বৃষ্টি হচ্ছিল, তবু আমরা বের হলাম।
মা বাজারে গেলেন।	মা বাজারে গেলেন এবং সবজি কিনলেন।
শিক্ষকের কথা শুনে ছাত্ররা চুপ হলো।	শিক্ষক কথা বললেন এবং ছাত্ররা চুপ হলো।

বিশ্লেষণ:

'সে নিয়মিত পড়াশোনা করে।'– এ বাক্যে একটি মাত্র বক্তব্য আছে। তাই এটি সরল বাক্য।

কিন্তু 'সে নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং ভালো ফল করে।'– এ বাক্যে দুটি স্বাধীন বক্তব্য যুক্ত হয়েছে। তাই এটি যৌগিক বাক্য।

আবার, 'লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ।'– এটি সরল বাক্য; কারণ এখানে একটি প্রধান বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু 'লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ।'– এখানে দুটি ভাব 'কিন্তু' দ্বারা যুক্ত হয়েছে। তাই এটি যৌগিক বাক্য।

সংযোজক দেখে যৌগিক বাক্য চেনার উপায়।

সংযোজক উদাহরণ

এবং	আমি লিখলাম এবং সে পড়ল।

কিন্তু	সে মেধাবী কিন্তু অলস।
আর	পাখিরা ডাকছে আর শিশুরা খেলছে।
অথবা	তুমি এখন পড়ো অথবা বিশ্রাম নাও।
তবু	পথ কঠিন ছিল, তবু আমরা এগিয়ে গেলাম।

সরল বাক্য একক ভাব প্রকাশ করে এবং এর গঠন সহজ ও সরাসরি। অন্যদিকে যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত হয়। তাই সরল বাক্য সংক্ষিপ্ত ও একক ভাবসম্পন্ন, আর যৌগিক বাক্য বিস্তৃত ও বহু ভাবসম্পন্ন।

উক্তি

উক্তি পরিবর্তনের গভীরতর ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ

উক্তি পরিবর্তনকে অনেক সময় শুধু 'প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ করা' বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বাক্যের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার মুখের ভাষা সরাসরি ধরা পড়ে; পরোক্ষ উক্তিতে সেই ভাষা একজন ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে পুনর্গঠিত হয়।

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
বক্তা	আমি	সে
সময়	আজ	সেদিন
স্থান	এখানে	সেখানে
ক্রিয়া	থাকব	থাকবে

এই সারণি থেকে স্পষ্ট যে, উক্তি পরিবর্তন হলো বাক্যের অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে উপস্থাপন– পদ্ধতি পরিবর্তন।

উক্তি পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় সূত্র

পাঁচ প্রশ্ন

কে বলেছে? কাকে বলেছে? কখন বলেছে? কোথায় বলেছে? কী ভঙ্গিতে বলেছে?

এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর ঠিকভাবে বুঝলে উক্তি পরিবর্তন সহজ হয়। কারণ– সর্বনাম, সময়, স্থান, ক্রিয়া ও জ্ঞাপক ক্রিয়া– সবই এই প্রশ্নগুলোর ওপর নির্ভর করে।

সময়, স্থান ও দৃষ্টিকোণ

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সময় ও স্থান বক্তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে সময় ও স্থান ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়। তাই 'আজ' সবসময় 'সেদিন' হবে না; যদি একই দিনেই রিপোর্ট করা হয়, তাহলে 'আজ' বজায় থাকতে পারে।

প্রেক্ষিত	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
একই দিনে বলা	রিমা বলল, 'আমি আজ যাব।'	রিমা বলল যে, সে আজ যাবে।
পরের দিন রিপোর্ট	রিমা বলল, 'আমি আজ যাব।'	রিমা বলল যে, সে সেদিন যাবে।

সর্বনাম পরিবর্তনের বিশ্লেষণ

সর্বনাম পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে করলে ভুল হয়। 'আমি' সবসময় 'সে' হবে– এমন নয়। বক্তা যদি 'আমি' নিজে হন, তবে পরোক্ষ উক্তিতেও 'আমি' থাকতে পারে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা
আমি বললাম, 'আমি যাব না।'	আমি বললাম যে, আমি যাব না।	বক্তা ও ভাষ্যকার একই
রাহিম বলল, 'আমি যাব না।'	রাহিম বলল যে, সে যাবে না।	বক্তা অন্য ব্যক্তি
তুমি বললে, 'আমি কাজটি করব।'	তুমি বললে যে, তুমি কাজটি করবে।	বক্তা 'তুমি'
শিক্ষক আমাদের বললেন, 'তোমরা পড়বে।'	শিক্ষক আমাদের বললেন যে, আমরা পড়ব।	শ্রোতা 'আমরা'

ক্রিয়ার কাল ও রূপান্তরের সূক্ষ্মতা

বাংলা উক্তি পরিবর্তনে ক্রিয়ার কাল কখনো বদলায়, কখনো বদলায় না। এটি নির্ভর করে ঘটনা শেষ হয়েছে কি না, বক্তব্য এখনো সত্য কি না এবং রিপোর্টের সময় কোন অবস্থান থেকে বাক্যটি বলা হচ্ছে তার ওপর।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা

সে বলল, 'আমি গান গাই।'	সে বলল যে, সে গান গায়।	অভ্যাসবাচক বর্তমান
সে বলল, 'আমি গান গাইছি।'	সে বলল যে, সে গান গাইছিল/গাইছে।	প্রেক্ষিতভেদে দুই রূপ
সে বলল, 'আমি কাল যাব।'	সে বলল যে, সে পরদিন যাবে।	ভবিষ্যৎ ক্রিয়া বজায় থাকে
শিক্ষক বললেন, 'পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।'	শিক্ষক বললেন যে, পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।	চিরন্তন সত্য

বাক্যভেদে জ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রয়োগ

বাক্যের ধরন	প্রত্যক্ষ উক্তির সাধারণ ক্রিয়া	পরোক্ষ উক্তির উপযুক্ত ক্রিয়া
বিবৃতি	বলল	বলল, জানাল, উল্লেখ করল
প্রশ্ন	বলল	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল, প্রশ্ন করল
আদেশ	বলল	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	বলল	অনুরোধ করল, নিবেদন করল
উপদেশ	বলল	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	বলল	নিষেধ করল, বারণ করল
আবেগ	বলল	আনন্দ প্রকাশ করল, দুঃখ প্রকাশ করল, বিস্ময় প্রকাশ করল
প্রার্থনা	বলল	প্রার্থনা করল, মিনতি করল

বিশেষ ও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র

১. 'আসা' ও 'যাওয়া' ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার

বাংলা উক্তি পরিবর্তনে 'আসা' ও 'যাওয়া' ক্রিয়ার পরিবর্তন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ এই দুটি ক্রিয়া বক্তার অবস্থান ও গমনের দিকের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ	কারণ
এখানে আসব।	সেখানে যাবে।	বক্তার স্থান বদলেছে।
তোমাদের বাড়ি আসব।	আমাদের বাড়ি আসবে।	ভাষ্যকারের বাড়ি হলে 'আসবে' থাকবে।
ওখানে যাব।	সেখানে যাবে।	দূরবর্তী স্থান অপরিবর্তিত থাকে।
এদিকে এসো।	সেদিকে যেতে বলল।	নির্দেশের দিক বদলায়।

২. ভদ্রতা ও সামাজিক সম্পর্ক

বাংলা ভাষায় ভদ্রতা, বয়স, সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'তুই', 'তমি', 'আপনি', 'সে', 'তিনি', 'ও', 'তারা', 'তাঁরা'– এসব সর্বনাম সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
ছেলে বলল, 'বাবা, তুমি কখন ফিরবে?'	ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কখন ফিরবেন।
শিক্ষার্থী বলল, 'স্যার, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?'	শিক্ষার্থী স্যারকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাদের সাহায্য করবেন কি না।

৩. 'যে' কখন বসে, কখন বসে না

বাক্যের ধরন	নিয়ম	উদাহরণ
বিবৃতি	'যে' বসে।	রিমা বলল যে, সে অসুস্থ।
প্রশ্ন	সাধারণত 'যে' বসে না।	শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।
অনুজ্ঞা	সাধারণত 'যে' বসে না।	মা আমাকে পড়তে বললেন।
আবেগ	'যে' বসতে পারে, কিন্তু আবেগ প্রকাশ করতে হয়।	সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল যে, দৃশ্যটি সুন্দর।

পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের কৌশল

প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে না।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'করতে বলল', 'যেতে বলল', 'না করতে বলল'– জাতীয় রূপ ব্যবহার করতে হবে।

আবেগসূচক বাক্যে 'আহা', 'হায়', 'বাঃ', 'ছি' ইত্যাদি সরাসরি না রেখে ভাব প্রকাশ করতে হবে।

‘আজ’, ‘কাল’, ‘এখন’, ‘এখানে’– এসব শব্দ প্রেক্ষিত অনুযায়ী বদলাতে হয়।
‘আমি’ সবসময় ‘সে’ হবে– এমন নয়। বক্তা ও শ্রোতা দেখে পরিবর্তন করতে হবে।
চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন করা যাবে না।
বাক্যের অর্থ কোনোভাবেই বিকৃত করা যাবে না।

আরও উদাহরণ: স্তরভিত্তিক অনুশীলন

১. সহজ স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
রিমা বলল, ‘আমি গান গাই।’	রিমা বলল যে, সে গান গায়।
বাবা বললেন, ‘আমি আজ ব্যস্ত।’	বাবা বললেন যে, তিনি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন।

২. মধ্যম স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
মা আমাকে বললেন, ‘তুমি এখন পড়তে বসো।’	মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।
রুবেল বলল, ‘আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।’	রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।

৩. উচ্চতর স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বৃদ্ধ বললেন, ‘হায়! আমার ছেলেটি আজও বাড়ি ফিরল না।’	বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর ছেলেটি সেদিনও বাড়ি ফেরেনি।
অধিনায়ক বললেন, ‘সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।’	অধিনায়ক সৈনিকদের সামনে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

৪. গবেষণামূলক স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা
শিক্ষক বললেন, ‘মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।’	শিক্ষক বললেন যে, মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।	সাধারণ/তাত্ত্বিক সত্য; কাল অপরিবর্তিত।
নেতা বললেন, ‘আজ তোমরা যে সাহস দেখিয়েছ, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।’	নেতা বললেন যে, সেদিন তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।	সময় ও সর্বনাম বদলেছে, ভবিষ্যৎ ফল বজায় আছে।

উচ্চতর প্রয়োগ: অর্থসংগতি ও প্রাসঙ্গিকতা

উক্তি পরিবতনের মূল লক্ষ্য শব্দ বদলানো নয়, অর্থ রক্ষা করা। অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে আনতে হলে শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দিয়ে ‘যে’ বসালেই কাজ শেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বক্তব্যের উদ্দেশ্য, সামাজিক প্রেক্ষিত ও আবেগ বুঝতে না পারলে পরোক্ষ উক্তি দুর্বল হয়।

প্রত্যক্ষ	দুর্বল পরোক্ষ	উন্নত পরোক্ষ
মা বললেন, ‘হায়! আমার সন্তানটি কত কষ্ট করছে।’	মা বললেন যে, তাঁর সন্তানটি কষ্ট করছে।	মা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর সন্তানটি খুব কষ্ট করছে।

দুর্বল রূপে তথ্য আছে, কিন্তু আবেগ নেই। উন্নত রূপে তথ্য ও আবেগ দুটোই রক্ষিত হয়েছে।

সাহিত্য, সংবাদভাষা ও গবেষণায় উক্তি পরিবর্তন

উক্তি পরিবর্তন শুধু ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম নয়। সাহিত্য, সংবাদ, গবেষণা, আদালতের বিবৃতি, ইতিহাসচর্চা, সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদনে উক্তি পরিবর্তনের ব্যবহার আছে।

ক্ষেত্র	ব্যবহার	উদাহরণ
সাহিত্য	চরিত্রের মুখের ভাষা সরাসরি দেখাতে প্রত্যক্ষ উক্তি	মা বললেন, ‘তুই এত রাতে কোথায় ছিলি?’

সংবাদ	প্রতিবেদনধর্মী ভাষায় পরোক্ষ উক্তি	মন্ত্রী বলেন যে, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
গবেষণা	অন্য গবেষকের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন	ভাষাবিদগণ মনে করেন যে, ভাষা সামাজিক চেতনার বাহন।
সাক্ষাৎকার	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি দুটিই ব্যবহারযোগ্য	তিনি জানান যে, প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী।

৩০. অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

- উক্তি হলো বক্তার কথন বা বক্তব্য।
- উক্তি দুই প্রকার– প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।
- প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা হুবহু থাকে।
- পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়।
- উক্তির দুটি অংশ– উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ।
- উক্তি পরিবর্তনের সময় উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়।
- বিবৃতিমূলক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে।
- প্রশ্নবোধক বাক্যে 'জিজ্ঞাসা করল', 'জানতে চাইল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'আদেশ করল', 'অনুরোধ করল', 'বলল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- আবেগসূচক বাক্যে আবেগের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হয়।
- চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।
- সর্বনাম, সময়, স্থান ও ক্রিয়া অর্থসংগতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
- ভালো উক্তি পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হলো– অর্থ অক্ষুণ্ন রাখা।

৩১. চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুশীলন

১. রিনা বলল, "আমি আজ কলেজে যাব।"
২. বাবা বললেন, "তুমি কি পড়া শেষ করেছ?"
৩. শিক্ষক বললেন, "সবাই চুপ করো।"
৪. মা বললেন, "আহা! ছেলেটি কত কষ্ট করছে।"
৫. বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"
৬. রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"
৭. অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"
৮. কবি বললেন, "মানুষ তার স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে।"
৯. দাদু বললেন, "আমাদের সময়ে মানুষ এত যন্ত্রনির্ভর ছিল না।"
১০. মেয়েটি বলল, "দয়া করে আমাকে পথটি দেখিয়ে দিন।"

উপসংহার

উক্তি পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের এমন এক অধ্যায়, যেখানে ভাষার রূপান্তর, দৃষ্টিকোণ, সময়বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবপ্রকাশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রত্যক্ষ উক্তি ভাষাকে জীবন্ত করে, আর পরোক্ষ উক্তি ভাষাকে বিশ্লেষণধর্মী করে। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কণ্ঠস্বর সরাসরি শোনা যায়; পরোক্ষ উক্তিতে সেই কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় নতুন রূপ পায়।

তাই উক্তি পরিবর্তন শেখার অর্থ কেবল নিয়ম মুখস্থ করা নয়। এর অর্থ হলো– বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বক্তা, শ্রোতা, সময়, স্থান, সম্পর্ক ও ভাবকে চিনতে শেখা। যে শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে, সে শুধু পরীক্ষায় শুদ্ধ উত্তর লিখতে পারে না; সে ভাষার গভীরতাও উপলব্ধি করতে পারে।

৩৩. তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ: নবম–দশম শ্রেণি। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫; পুনর্মুদ্রণ ২০১৯। 'উক্তি পরিবর্তন' অধ্যায়, পৃ. ২০২–২০৪।*
২. *Cambridge University Press. English Grammar Today. "Reported Speech / Direct and Indirect Speech." Cambridge Dictionary, online grammar resource. পৃষ্ঠা নম্বর নেই।*

৩. *বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা দ্বিতীয়পত্র: HSC Programme, Unit 14, 'বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন।' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আনুমানিক পৃ. ১৫৭–১৫৮।*

৪. *ব্যবহারকারীর প্রদত্ত নোট/সংযুক্ত পাঠ্য। 'উক্তি পরিচিতি' ও 'উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম'– প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ উক্তি, উপস্থাপক– উপস্থাপিত অংশ, সর্বনাম, কালবাচক শব্দ, প্রশ্ন/অনুজ্ঞা/আবেগসূচক বাক্যের নিয়ম।*

৫. *Gazi Online School. 'উক্তি পরিবর্তন (বিস্তারিত).' অনলাইন বাংলা ব্যাকরণ সহায়িকা। পৃষ্ঠা নম্বর নেই।*

৬. *Team Make My Notes. 'উক্তি পরিবর্তন / Ukti Poriborton in Bengali Grammar.' Make My Notes. প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫। পৃষ্ঠা নম্বর নেই।*

৭. *বাংলা একাডেমি। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। বাক্যতত্ত্ব ও উক্তি–সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সহায়ক গ্রন্থ।*

দ্রষ্টব্য: অনলাইন সহায়ক উৎসগুলোকে প্রধান একাডেমিক উৎস না ধরে সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; মূল কাঠামোর জন্য NCTB, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারকারীর প্রদত্ত নোটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৬ পরিচ্ছেদ ২ উক্তি

পরিচ্ছেদ: উক্তি পরিবর্তন
ইংরেজি পরিভাষা: Narration / Reported Speech
মানুষের কথা, ভাষার দৃষ্টিকোণ
মানুষ শুধু কথা বলে না; মানুষ অন্যের কথাও আবার বলে। এই দ্বিতীয়বার বলার মধ্যেই ভাষার একটি সূক্ষ্ম শিল্প ও ব্যাকরণ কাজ করে। কোনো বক্তা যখন নিজের মুখে বলে– 'আমি যাব', তখন বাক্যটি তার ব্যক্তিগত উচ্চারণ, তার সময়, তার স্থান এবং তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু অন্য কেউ যদি পরে সেই কথাটি বলে– "সে বলেছিল যে, সে যাবে"– তখন একই বক্তব্য নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করে। বক্তা বদলায়, সময় বদলায়, শ্রোতা বদলায়, ভাষার ভঙ্গি বদলায়; অথচ বক্তব্যের মূল অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে। এই অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে রূপ পরিবর্তনের ব্যাকরণই হলো উক্তি পরিবর্তন।
বাংলা ব্যাকরণে উক্তি পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ এটি শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দেওয়ার নিয়ম নয়; বরং বক্তব্যের ব্যক্তি, কাল, স্থান, ভাব, উদ্দেশ্য ও সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর। এ কারণে উক্তি পরিবর্তনকে বাক্যরূপান্তরের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন বলা যায়।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ব্যাকরণগ্রন্থে উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'কোনো কথকের বাক্‌কর্মের নাম উক্তি।'[১] এখানে 'বাক্‌কর্ম' শব্দটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উক্তি শুধু শব্দের সমষ্টি নয়; এটি একটি কার্য। কেউ ঘোষণা করে, কেউ প্রশ্ন করে, কেউ অনুরোধ করে, কেউ আদেশ করে, কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে– প্রতিটি উক্তির পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। তাই উক্তি পরিবর্তনের সময় শুধু বাক্য নয়, বক্তার উদ্দেশ্যও ধরতে হয়।
ইংরেজি ব্যাকরণে একই ধারণা ঘধৎৎধঃরড়হ বা জবঢ়ড়ৎঃবফ ঝঢ়ববপয নামে পরিচিত। ঈধসনৎরফমব ঊহমষরংয এৎধসসধৎ ঞড়ফধু-তে বলা হয়েছে– 'জবঢ়ড়ৎঃবফ ংঢ়ববপয রং যড়ি বি ৎবঢ়ৎবংবহঃ ঃযব ংঢ়ববপয ড়ভ ড়ঃযবৎ ঢ়বড়ঢ়ষব ড়ৎ যিধঃ বি ড়ঁৎংবষাবং ংধু.'[২] অর্থাৎ অন্যের বা নিজের পূর্বোক্ত বক্তব্যকে পুনর্গঠন করে প্রকাশ করাই ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ংঢ়ববপয। বাংলা ব্যাকরণে এই কাজটি 'প্রত্যক্ষ উক্তি' ও 'পরোক্ষ উক্তি'– এই দুই রীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

২. উক্তি: শব্দার্থ ও ব্যাকরণিক পরিচয়

'উক্তি' শব্দের সঙ্গে 'বচন', 'কথন', 'বলা', 'উচ্চারণ'– এই ধারণাগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোনো বক্তার মুখে প্রকাশিত বাক্য বা বক্তব্যই উক্তি। কিন্তু ব্যাকরণে উক্তি বলতে শুধু কথার অস্তিত্ব বোঝায় না; বরং বোঝায়– কথাটি কার, কীভাবে বলা হয়েছে, কাকে বলা হয়েছে, কোন প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে এবং পরে সেটি কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।
সংজ্ঞা: কোনো বক্তা বা কথকের উচ্চারিত, লিখিত অথবা মানসিক বক্তব্যকে উক্তি বলে। সেই বক্তব্য যদি বক্তার নিজের ভাষায় সরাসরি প্রকাশিত হয়, তবে তা প্রত্যক্ষ উক্তি; আর যদি অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তবে তা পরোক্ষ উক্তি।
উদাহরণ:
প্রত্যক্ষ উক্তি:
রাহিম বলল, "আমি আজ ঢাকা যাব।"
পরোক্ষ উক্তি:
রাহিম বলল যে, সে সেদিন ঢাকা যাবে।
প্রথম বাক্যে রাহিমের নিজের কথাটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে সেই কথার অর্থ অক্ষুণ্ন আছে, কিন্তু ভাষা বদলে গেছে। তাই প্রথমটি প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি পরোক্ষ।

৩. উক্তির প্রকৃতি: শুধু বাক্য নয়, বক্তব্যের অবস্থান

উক্তি পরিবর্তন বোঝার জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে– প্রত্যক্ষ উক্তি বক্তাকেন্দ্রিক, আর পরোক্ষ উক্তি ভাষ্যকারকেন্দ্রিক।
প্রত্যক্ষ উক্তি ⟶ বক্তার নিজের ভাষা, নিজের সময়, নিজের অবস্থান
পরোক্ষ উক্তি ⟶ ভাষ্যকারের ভাষা, ভাষ্যকারের সময়, ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণ
প্রত্যক্ষ:
সুমন বলল, "আমি এখন এখানে আছি।"
পরোক্ষ:
সুমন বলল যে, সে তখন সেখানে ছিল।

এখানে চারটি পরিবর্তন ঘটেছে-

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
ব্যক্তি	আমি	সে
সময়	এখন	তখন
স্থান	এখানে	সেখানে
ক্রিয়া	আছি	ছিল

এই চারটি স্তর না বুঝলে উক্তি পরিবর্তন মুখস্থ নিয়মে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাকরণিক দক্ষতা হলো– কেন এই পরিবর্তন ঘটছে তা বোঝা।

৪. উক্তির প্রকারভেদ

উক্তি প্রধানত দুই প্রকার-

১. প্রত্যক্ষ উক্তি

২. পরোক্ষ উক্তি

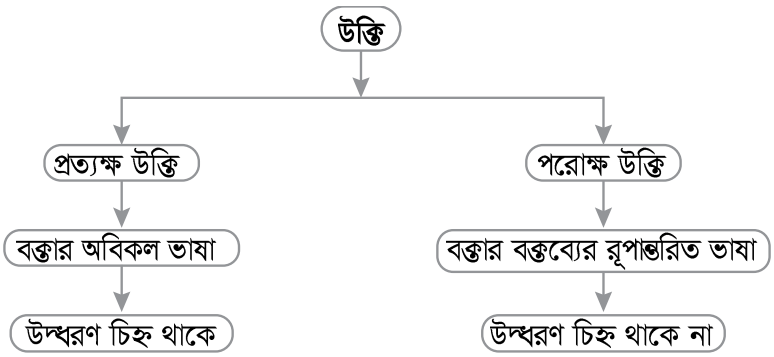

৫. প্রত্যক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। এতে বক্তার ভাষা, শব্দ, সর্বনাম, ক্রিয়া, আবেগ, বিরামচিহ্ন– সবকিছু মূলরূপে রাখা হয়।

উদাহরণ:

শিক্ষক বললেন, "তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো।"

এখানে 'তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো'– অংশটি শিক্ষকের নিজের ভাষা। তাই এটি প্রত্যক্ষ উক্তি।

প্রত্যক্ষ উক্তির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বক্তার কথা হুবহু থাকে	শব্দ পরিবর্তন করা হয় না
উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে	' ' অথবা ' ' ব্যবহৃত হয়
উপস্থাপক অংশ থাকে	যেমন– রাহিম বলল, শিক্ষক বললেন
উপস্থাপিত অংশ থাকে	বক্তার মূল বক্তব্য
আবেগ ও বিরামচিহ্ন অক্ষুণ্ন থাকে	?, !, ' ' ইত্যাদি থাকে
বক্তার দৃষ্টিকোণ বজায় থাকে	আমি, এখানে, এখন– এসব বক্তাকেন্দ্রিক থাকে

উদাহরণ:

মা বললেন, "হায়! ছেলেটি কত কষ্ট পাচ্ছে।"

রিনা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আজ আসবে?"

শিক্ষক বললেন, "সত্য কথা বলবে।"

৬. পরোক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার বক্তব্য অবিকল উদ্ধৃত না হয়ে অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।

উদাহরণ: শিক্ষক বললেন যে, আমরা যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

এখানে শিক্ষকের মূল কথার অর্থ আছে, কিন্তু তাঁর অবিকল ভাষা নেই। তাই এটি পরোক্ষ উক্তি।

পরোক্ষ উক্তির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বক্তার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়	অবিকল উদ্ধৃতি থাকে না
উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না	বক্তব্য বাক্যের সঙ্গে মিশে যায়
সর্বনাম বদলায়	আমি ⟶ সে, তুমি ⟶ আমি/সে/তারা
সময়-স্থান বদলায়	আজ ⟶ সেদিন, এখানে ⟶ সেখানে
জ্ঞাপক ক্রিয়া বদলায়	বলল ⟶ জিজ্ঞাসা করল, আদেশ করল, অনুরোধ করল
বাক্যের ভাব রক্ষা করা হয়	প্রশ্ন, আদেশ, অনুরোধ, আবেগ– সব আলাদা করে ধরা হয়

৭. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির তুলনামূলক সারণি

আলোচ্য বিষয়	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
বক্তব্যের রূপ	হুবহু উদ্ধৃত	রূপান্তরিত
উদ্ধরণ চিহ্ন	থাকে	থাকে না
বক্তার ভাষা	অপরিবর্তিত	ভাষ্যকারের ভাষায় পরিবর্তিত
সর্বনাম	বক্তার অবস্থান অনুসারে	ভাষ্যকারের অবস্থান অনুসারে
সময়	বক্তার সময়	ভাষ্যকারের সময়
স্থান	বক্তার স্থান	ভাষ্যকারের স্থান
বাক্যের ভাব	মূলরূপে থাকে	জ্ঞাপক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত
উদাহরণ	সে বলল, "আমি যাব।"	সে বলল যে, সে যাবে।

৮. উক্তির গঠন: উপস্থাপক ও উপস্থাপিত অংশ

উক্তির গঠন বুঝতে না পারলে উক্তি পরিবর্তন ঠিকভাবে করা যায় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তির সাধারণত দুটি অংশ থাকে–

১. উপস্থাপক অংশ

২. উপস্থাপিত অংশ

৮.১ উপস্থাপক অংশ

যে অংশে বক্তা এবং বলার ক্রিয়া থাকে, তাকে উপস্থাপক অংশ বলে।

উদাহরণ: রাহুল বলল, "আমি যাব।"

এখানে 'রাহুল বলল'– উপস্থাপক অংশ।

৮.২ উপস্থাপিত অংশ

যে অংশে বক্তার মূল বক্তব্য থাকে, তাকে উপস্থাপিত অংশ বলে।

উদাহরণ: রাহুল বলল, "আমি যাব।"

এখানে 'আমি যাব'–উপস্থাপিত অংশ।

৮.৩ গঠন-ছক

রাহুল বলল, "আমি আজ যাব।"

৮.৪ উপস্থাপক কর্তা ও উপস্থাপিত কর্তা

পদ	পরিচয়	উদাহরণ
উপস্থাপক কর্তা	যে বক্তব্য উপস্থাপন করে	রাহুল
উপস্থাপিত কর্তা	উপস্থাপিত অংশে যে কর্তা থাকে	আমি

উদাহরণ: আরমান বলল, "আমরা তোমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম।"

এখানে–

অংশ	বিশ্লেষণ
আরমান বলল	উপস্থাপক অংশ
আমরা তোমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম	উপস্থাপিত অংশ
আরমান	উপস্থাপক কর্তা
আমরা	উপস্থাপিত কর্তা

৯. উক্তি পরিবর্তনের মূল নীতি

উক্তি পরিবর্তনের মূল কথা হলো– রূপ বদলাবে, অর্থ বদলাবে না।

অর্থাৎ, পরোক্ষ উক্তি এমন হতে হবে যাতে বক্তার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন থাকে।

উক্তি পরিবর্তনের সূত্র

=

অর্থসংগতি

+ বক্তা-শ্রোতা সম্পর্ক

+ সর্বনাম পরিবর্তন

+ কাল ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য

+ সময়-স্থান পরিবর্তন

+ বাক্যের ভাব রক্ষা

এখানে 'অর্থসংগতি' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়ম প্রয়োগ করেও যদি অর্থ বদলে যায়, তবে উক্তি পরিবর্তন শুদ্ধ হয় না।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: মিজান বলল, "আমি ভাত খাইনি।"

পরোক্ষ: মিজান বলল যে, সে ভাত খায়নি।

কিন্তু যদি বাক্য হয়-

প্রত্যক্ষ: মিজান করিমকে বলল, "আমি ভাত খাইনি।"

পরোক্ষ: মিজান করিমকে বলল যে, সে ভাত খায়নি।

এখানে 'সে' শব্দটি মিজান না করিম– দুজনকেই বোঝাতে পারে। তাই প্রয়োজনে লিখতে হবে–

মিজান করিমকে বলল যে, সে মিজান ভাত খায়নি।

অথবা

মিজান করিমকে বলল যে, মিজান ভাত খায়নি।

অর্থের দ্ব্যর্থতা এড়ানো উক্তি পরিবর্তনের একটি বড়ো শর্ত।

১০. উক্তি পরিবর্তনের ধাপভিত্তিক প্রক্রিয়া

প্রথম ধাপ : উপস্থাপক অংশ শনাক্ত করো

দ্বিতীয় ধাপ : উপস্থাপিত অংশ শনাক্ত করো

তৃতীয় ধাপ : বাক্যের ধরন নির্ণয় করো

চতুর্থ ধাপ : উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ দাও

পঞ্চম ধাপ : প্রয়োজনমতো 'যে' বা জ্ঞাপক ক্রিয়া বসাও

ষষ্ঠ ধাপ : সর্বনাম পরিবর্তন করো

সপ্তম ধাপ : সময় ও স্থানবাচক শব্দ পরিবর্তন করো

অষ্টম ধাপ : ক্রিয়ার রূপ অর্থ অনুযায়ী মিলাও

নবম ধাপ : পুরো বাক্য পড়ে অর্থসংগতি যাচাই করো

১১. বিবৃতিমূলক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

বিবৃতিমূলক বাক্যে কোনো ঘটনা, অবস্থা, মত, তথ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে সাধারণত 'যে' সংযোজক অব্যয় বসে।

গঠন

উপস্থাপক অংশ + যে + রূপান্তরিত উপস্থাপিত অংশ

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: রিনা বলল, "আমি বইটি পড়েছি।"

পরোক্ষ: রিনা বলল যে, সে বইটি পড়েছে।

বিশ্লেষণ

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	পরিবর্তনের কারণ
আমি	সে	রিনা সম্পর্কে ভাষ্যকার বলছে
পড়েছি	পড়েছে	কর্তা 'সে' অনুযায়ী ক্রিয়া
উদ্ধরণ চিহ্ন	নেই	পরোক্ষ উক্তি

আরও উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: কাজল বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"

পরোক্ষ: কাজল বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

প্রত্যক্ষ: নজরুল বলল, "আমি মাদারীপুর যাব।"

পরোক্ষ: নজরুল বলল যে, সে মাদারীপুর যাবে।

১২. সর্বনাম পরিবর্তন : উক্তি পরিবর্তনের প্রাণ

উক্তি পরিবর্তনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয় হলো সর্বনাম পরিবর্তন। কারণ সর্বনামের সঙ্গে বক্তা, শ্রোতা এবং আলোচ্য ব্যক্তির সম্পর্ক যুক্ত থাকে।

১২.১ পুরুষভেদে সর্বনাম পরিবর্তন

বাংলা ভাষায় পুরুষ তিন প্রকার-

১. উত্তম পুরুষ: আমি, আমরা

২. মধ্যম পুরুষ: তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা

৩. নাম পুরুষ: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, রাহিম, করিম

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তা নিজের জন্য 'আমি' ব্যবহার করে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে ভাষ্যকার সেই বক্তাকে 'সে', 'তিনি', 'রাহিম', 'মা', 'শিক্ষক' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে।

১২.২ সর্বনাম পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তিতে	পরোক্ষ উক্তিতে সম্ভাব্য রূপ	উদাহরণ
আমি	সে / তিনি / বক্তার নাম	রাহিম বলল, "আমি যাব"→ রাহিম বলল যে, সে যাবে
আমরা	তারা / তাঁরা / আমরা	ছাত্ররা বলল, "আমরা প্রস্তুত"→ ছাত্ররা বলল যে, তারা প্রস্তুত
আমার	তার / তাঁর	রিনা বলল, "আমার বই"→ রিনা বলল যে, তার বই
আমাদের	তাদের / তাঁদের / আমাদের	তারা বলল, "আমাদের কাজ শেষ"→ তারা বলল যে, তাদের কাজ শেষ
তুমি	আমি / সে / তিনি / শ্রোতার পরিচয়	শিক্ষক আমাকে বললেন, "তুমি ভালো"→ শিক্ষক বললেন যে, আমি ভালো
তোমরা	আমরা / তারা	শিক্ষক বললেন, "তোমরা পড়ো"→ শিক্ষক বললেন যে, আমরা পড়ি
আপনি	আমি / তিনি / শ্রোতার পরিচয়	তিনি আমাকে বললেন, "আপনি আসুন"→ তিনি আমাকে আসতে বললেন

১২.৩ বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কভিত্তিক পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ: তামিম আমাকে বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান।"
পরোক্ষ: তামিম আমাকে বলল যে, আমি খুব বুদ্ধিমান।
এখানে 'তুমি' শব্দটি বক্তা তামিমের শ্রোতা 'আমাকে' বোঝাচ্ছে। তাই পরোক্ষ উক্তিতে তা 'আমি' হয়েছে।
প্রত্যক্ষ: তামিম রুবেলকে বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান।"
পরোক্ষ: তামিম রুবেলকে বলল যে, সে খুব বুদ্ধিমান।
এখানে 'তুমি' রুবেলকে বোঝাচ্ছে। তাই পরোক্ষ উক্তিতে 'সে' হয়েছে।

১৩. সময়বাচক শব্দের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সময় বক্তার বর্তমান অবস্থান থেকে নির্ধারিত হয়। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে ভাষ্যকারের সময় অনুযায়ী সেই সময়কে পুনর্গঠন করতে হয়।

সময় পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
আজ	সেদিন
এখন	তখন
এক্ষুনি	তক্ষুনি
আগামীকাল / কাল	পরদিন
গতকাল	আগের দিন / পূর্বদিন
গতরাত্রে	আগের রাত্রে
আগামী বছর	পরের বছর
এ বছর	সে বছর
এবার	সেবার
আজই	সেদিনই

উদাহরণ:
প্রত্যক্ষ: শিক্ষক বললেন, "কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"
পরোক্ষ: শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।
প্রত্যক্ষ : আমিন বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ: আমিন বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

বিশেষ লক্ষণীয়

সময় পরিবর্তন সবসময় যান্ত্রিক নয়। যদি বক্তব্যটি একই দিনেই বলা হয়, তবে 'আজ' অনেক সময় 'আজ' হিসেবেও থাকতে পারে।

উদাহরণ:
সকাল ১০টায় রিনা বলল, "আমি আজ পরীক্ষা দেব।"
সকাল ১১টায় কেউ বলল: রিনা বলেছে যে, সে আজ পরীক্ষা দেবে।
কিন্তু এক সপ্তাহ পরে বললে হবে–
রিনা বলেছিল যে, সে সেদিন পরীক্ষা দেবে।
অতএব, সময় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রেক্ষিত বুঝতে হবে।

১৪. স্থানবাচক শব্দের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তা নিজের অবস্থান থেকে 'এখানে', 'এই', 'এদিকে', 'এখন' ইত্যাদি বলে। পরোক্ষ উক্তিতে ভাষ্যকার যদি সেই স্থানে না থাকে, তবে শব্দগুলো বদলায়।

স্থান পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
এখানে	সেখানে
এই	সেই
এ	সে

এটা	সেটা
এভাবে	সেভাবে
এরূপ	সেরূপ
এদিকে	সেদিকে
আসা	যাওয়া
নিয়ে আসা	নিয়ে যাওয়া

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: লোকটি বলল, "আমি আগামীকাল এখানে আসব।"

পরোক্ষ: লোকটি বলল যে, সে পরদিন সেখানে যাবে।

প্রত্যক্ষ: রিনা বলল, "এই বইটি আমার।"

পরোক্ষ: রিনা বলল যে, সেই বইটি তার।

আসা ও যাওয়া: একটি সূক্ষ্ম সমস্যা

বাংলায় 'আসা' ও 'যাওয়া' শুধু ক্রিয়া নয়; এগুলো বক্তার অবস্থানও জানায়।

প্রত্যক্ষ: জাহাঙ্গীর বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি।"

পরোক্ষ: জাহাঙ্গীর বলল যে, সে তক্ষুনি যাচ্ছে।

কেন 'আসছি'→'যাচ্ছে' হলো?

কারণ প্রত্যক্ষ উক্তিতে জাহাঙ্গীর শ্রোতার দিকে আসার কথা বলছে। কিন্তু ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণ বদলালে সেই গতি 'যাওয়া' হয়ে যেতে পারে।

১৫. কাল ও ক্রিয়ার পরিবর্তন

বাংলায় উক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজির মতো সবসময় কঠোর ঃবহংব নধপশংযরভঃ প্রযোজ্য নয়। ইংরেজিতে ঢ়ধংঃ ৎবঢ়ড়ৎঃরহম াবৎন থাকলে অনেক সময় ঢ়ৎবংবহঃ→ ঢ়ধংঃ, রিষষ→ ড়িঁষফ, পধহ→ পড়ঁষফ হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ, সময়, প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর নির্ভর করে।

১৫.১ সাধারণ কাল পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
আমি যাই	সে যায় / যেত
আমি যাব	সে যাবে
আমি গিয়েছি	সে গিয়েছে / গিয়েছিল
আমি যাচ্ছি	সে যাচ্ছে / যাচ্ছিল
আমি করব	সে করবে
আমি করেছি	সে করেছে / করেছিল

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: করিম বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"

পরোক্ষ: করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

আবার বলা যায়–

করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছিল।

প্রথম রূপে করিমের বক্তব্যের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রূপে অতীত সময়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৫.২ আশ্রিত খণ্ডবাক্যের কাল

প্রত্যক্ষ: ছেলে লিখেছিল, "শহরে খুব গরম পড়েছে।"

পরোক্ষ: ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা–

ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছে।

প্রথম বাক্যে ঘটনাটি অতীত হিসেবে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে গরম পড়ার অবস্থা এখনও প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই বাংলা উক্তি পরিবর্তনে "একটি মাত্র রূপই সবসময় শুদ্ধ"– এমন ভাবা ঠিক নয়।

১৬. চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না

প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রাকৃতিক নিয়ম, নৈতিক সত্য অথবা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে কালের পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।"

পরোক্ষ : শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।

প্রত্যক্ষ : বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

পরোক্ষ : বিজ্ঞানী বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"

পরোক্ষ : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

এখানে 'হয়', 'করে', 'গোলাকার'– এসব রূপ অপরিবর্তিত। কারণ সত্যটি বক্তার সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।

১৭. 'যে' সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার

বাংলা পরোক্ষ উক্তিতে 'যে' একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক অব্যয়। এটি উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশকে যুক্ত করে।

প্রত্যক্ষ: রাহিম বলল, "আমি অসুস্থ।"

পরোক্ষ: রাহিম বলল যে, সে অসুস্থ।

তবে মনে রাখতে হবে, সব বাক্যে 'যে' বসে না।

'যে' কখন বসে?

বাক্যের ধরন	'যে' বসে কি?	উদাহরণ
বিবৃতিমূলক	সাধারণত বসে	সে বলল যে, সে যাবে
আবেগসূচক	অনেক সময় বসে	সে দুঃখ করে বলল যে, সে অসুস্থ
প্রশ্নবোধক	সাধারণত বসে না	সে জানতে চাইল, আমি যাব কি না
অনুজ্ঞাসূচক	সাধারণত বসে না	সে আমাকে যেতে বলল
নিষেধসূচক	সাধারণত বসে না	সে আমাকে না যেতে বলল

ভুল: শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়েছ?

শুদ্ধ: শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়েছি কি না।

১৮. প্রশ্নবোধক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে শুধু 'বলল' রাখলে চলে না। প্রশ্নের ভাব বোঝাতে 'জিজ্ঞাসা করল', 'প্রশ্ন করল', 'জানতে চাইল' ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

১৮.১ হ্যাঁ/না-বাচক প্রশ্ন

যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দেওয়া যায়, সেগুলো হ্যাঁ/না-বাচক প্রশ্ন।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"

পরোক্ষ : শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা ছুটি চাই কি না।

প্রত্যক্ষ : রিনা বলল, "তুমি কি আজ যাবে?"

পরোক্ষ : রিনা জানতে চাইল, আমি সেদিন যাব কি না।

১৮.২ প্রশ্নবোধক শব্দযুক্ত প্রশ্ন

যদি প্রশ্নে কে, কী, কেন, কোথায়, কখন, কীভাবে, কবে, কত ইত্যাদি থাকে, তাহলে পরোক্ষ উক্তিতে সেই প্রশ্নবোধক শব্দ বজায় থাকে।

প্রত্যক্ষ : বাবা বললেন, "তোমাদের ফল কবে বের হবে?"

পরোক্ষ : বাবা জানতে চাইলেন, আমাদের ফল কবে বের হবে।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "তোমার নাম কী?"

পরোক্ষ : শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।

১৮.৩ প্রশ্নচিহ্ন থাকে না

পরোক্ষ উক্তিতে প্রশ্নের ভাব থাকলেও প্রশ্নচিহ্ন থাকে না।

ভুল: সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি?

শুদ্ধ: সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি।

১৯. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা, অনুমতি বা প্রস্তাব বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

পরোক্ষ উক্তিতে এ ধরনের বাক্যে 'যে' না বসে সাধারণত রহভরহরঃরাব জাতীয় গঠন ব্যবহৃত হয়–'করতে বলল', 'যেতে বলল', 'না করতে বলল', 'অনুরোধ করল', 'আদেশ করল', 'উপদেশ দিল' ইত্যাদি।

অনুজ্ঞার ধরনভেদে জ্ঞাপক ক্রিয়া

প্রত্যক্ষ বাক্যের ভাব	পরোক্ষ জ্ঞাপক ক্রিয়া
আদেশ	আদেশ করল / করতে বলল
অনুরোধ	অনুরোধ করল
উপদেশ	উপদেশ দিল
নিষেধ	নিষেধ করল / না করতে বলল
প্রার্থনা	প্রার্থনা করল
অনুমতি	অনুমতি চাইল / অনুমতি দিল
আমন্ত্রণ	আমন্ত্রণ জানাল

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : সোনালি বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"

পরোক্ষ : সোনালি তাদের পরদিন আসতে বলল।

প্রত্যক্ষ : তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"

পরোক্ষ : তিনি আমাকে ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "কখনো মিথ্যা বলবে না।"

পরোক্ষ : শিক্ষক আমাদের কখনো মিথ্যা না বলতে উপদেশ দিলেন।

প্রত্যক্ষ : পুলিশ বলল, "এখানে দাঁড়াবে না।"

পরোক্ষ : পুলিশ সেখানে না দাঁড়াতে বলল।

২০. আবেগসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

যে বাক্যে আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, প্রশংসা, অনুতাপ, ভয়, ঘৃণা, করুণা ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে।

পরোক্ষ উক্তিতে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকে না; আবেগের প্রকৃতি ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

আবেগভেদে রূপান্তর

প্রত্যক্ষ আবেগ	পরোক্ষ রূপ
বাঃ!	প্রশংসা করে বলল / আনন্দের সঙ্গে বলল
হায়!	দুঃখ প্রকাশ করে বলল
আহা!	করুণা প্রকাশ করে বলল
কী চমৎকার!	বিস্ময়/প্রশংসা প্রকাশ করে বলল
ধিক!	ঘৃণা প্রকাশ করে বলল
আফসোস!	অনুতাপ প্রকাশ করে বলল

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : মা বললেন, "বাঃ! গ্রামটি তো চমৎকার।"

পরোক্ষ : মা আনন্দের সঙ্গে বললেন যে, গ্রামটি চমৎকার।
প্রত্যক্ষ : বৃদ্ধা বলল, "শীতে আমি কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"
পরোক্ষ : বৃদ্ধা দুঃখের সঙ্গে বলল যে, সে শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।
প্রত্যক্ষ : ছাত্ররা বলল, "কী মজা! আজ আমাদের ছুটি।"
পরোক্ষ : ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, সেদিন তাদের ছুটি।

২১. সম্বোধন পদের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তিতে কারও নাম ধরে, পদবি ধরে অথবা সম্পর্কসূচক শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হতে পারে। পরোক্ষ উক্তিতে সেই সম্বোধনকে আলাদা করে প্রকাশ করতে হয়।

প্রত্যক্ষ : মিম বলল, "নাফিসা, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে আছি।"
পরোক্ষ : মিম নাফিসাকে ডেকে বলল যে, সে তার মায়ের সঙ্গে আছে।
প্রত্যক্ষ : রাহিম বলল, "বন্ধু, তুমি আমার পাশে থেকো।"
পরোক্ষ : রাহিম বন্ধুকে তার পাশে থাকতে বলল।
প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "রুবেল, তুমি উত্তর দাও।"
পরোক্ষ : শিক্ষক রুবেলকে উত্তর দিতে বললেন।

২২. একাধিক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

কখনো প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্যে একাধিক বাক্য থাকে। তখন সব বাক্যকে এক নিয়মে পরিবর্তন করা যায় না। প্রতিটি বাক্যের ভাব আলাদা করে বুঝতে হয়।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "তোমরা মনোযোগ দাও। পরীক্ষা খুব কাছে। অলসতা করলে ক্ষতি হবে।"
পরোক্ষ : শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ দিতে বললেন এবং জানালেন যে, পরীক্ষা খুব কাছে; অলসতা করলে তাদের ক্ষতি হবে।
এখানে-

প্রত্যক্ষ অংশ	বাক্যের ধরন	পরোক্ষ রূপ
তোমরা মনোযোগ দাও	অনুজ্ঞাসূচক	মনোযোগ দিতে বললেন
পরীক্ষা খুব কাছে	বিবৃতিমূলক	জানালেন যে, পরীক্ষা খুব কাছে
অলসতা করলে ক্ষতি হবে	সতর্কতামূলক	সতর্ক করলেন যে, ক্ষতি হবে

আরও উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : মা বললেন, "বাইরে যেও না। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হতে পারে।"
পরোক্ষ : মা বাইরে যেতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, আকাশ মেঘলা; বৃষ্টি হতে পারে।

২৩. অর্থসংগতি: উক্তি পরিবর্তনের প্রধান বিচার

উক্তি পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো বিচার হলো অর্থসংগতি। শুধু নিয়ম প্রয়োগ করলেই বাক্য শুদ্ধ হয় না; বক্তব্যের অর্থ, আবেগ ও উদ্দেশ্য ঠিক আছে কি না তা দেখতে হয়।

প্রত্যক্ষ: "তুমিই শেষ পর্যন্ত আমার সর্বনাশটা করলে?"
এটি শুধু প্রশ্ন নয়; এতে অভিযোগ, বিস্ময় ও দুঃখ আছে। তাই পরোক্ষ রূপ হতে পারে-
শ্রোতা আহত বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, সে কীভাবে তার সর্বনাশটা করতে পারল।

অথবা–

বক্তা দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন, শ্রোতা কীভাবে তার সর্বনাশ করল।
এখানে 'প্রশ্ন করল' লিখলেই যথেষ্ট নয়; আবেগ ধরতে হবে।

২৪. উক্তি পরিবর্তনে জ্ঞাপক ক্রিয়ার ভূমিকা

জ্ঞাপক ক্রিয়া হলো সেই ক্রিয়া, যার মাধ্যমে বোঝা যায় বক্তা কী ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছে। যেমন- বলল, জানাল, জিজ্ঞাসা করল, আদেশ করল, অনুরোধ করল, উপদেশ দিল, সতর্ক করল, বিস্ময় প্রকাশ করল।

জ্ঞাপক ক্রিয়ার সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তির ভাব	সম্ভাব্য জ্ঞাপক ক্রিয়া
সাধারণ বিবৃতি	বলল, জানাল, উল্লেখ করল

তথ্য প্রদান	জানাল, বলল, ব্যাখ্যা করল
প্রশ্ন	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল
আদেশ	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	অনুরোধ করল
উপদেশ	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	নিষেধ করল, না করতে বলল
বিস্ময়	বিস্ময় প্রকাশ করল
আনন্দ	আনন্দ প্রকাশ করল
দুঃখ	দুঃখ প্রকাশ করল
ভয়	ভীতস্বরে বলল
অভিযোগ	অভিযোগ করে বলল
সতর্কতা	সতর্ক করল

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: সে বলল, "সাবধানে রাস্তা পার হবে।"

পরোক্ষ: সে আমাকে সাবধানে রাস্তা পার হতে সতর্ক করল।

এখানে শুধু 'বলল' নয়; 'সতর্ক করল' বেশি যথার্থ।

২৫. উক্তি পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ সারণি

ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
উদ্ধরণ চিহ্ন	থাকে	থাকে না
কমা	উপস্থাপক অংশের পরে থাকে	অনেক ক্ষেত্রে থাকে না
আমি	সে / তিনি / বক্তার নাম	প্রেক্ষিতভেদে
তুমি	আমি / সে / শ্রোতার নাম	শ্রোতাভেদে
আজ	সেদিন	সময়ান্তরে
ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
এখন	তখন	সময়ান্তরে
এখানে	সেখানে	স্থানান্তরে
আসা	যাওয়া	দৃষ্টিকোণভেদে
বলল	বলল যে	বিবৃতিমূলকে
বলল	জিজ্ঞাসা করল	প্রশ্নবোধকে
বলল	আদেশ / অনুরোধ / উপদেশ করল	অনুজ্ঞাসূচকে
!	আবেগ প্রকাশ করে বলল	আবেগসূচকে
?	জানতে চাইল	প্রশ্নবোধকে

২৬. উক্তি পরিবর্তনের 'ভাব-গ্রাফ'

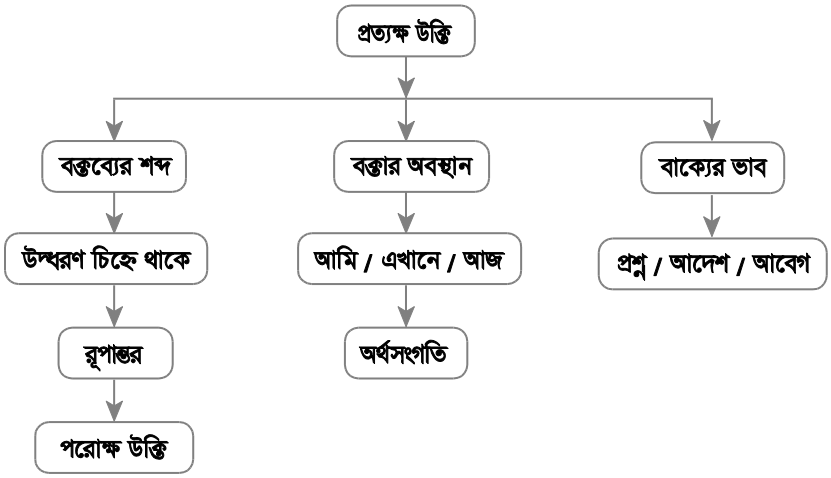

২৭. উচ্চতর বিশ্লেষণ: উক্তি পরিবর্তন ও দৃষ্টিকোণ

উক্তি পরিবর্তনের গভীর ব্যাকরণিক তাৎপর্য হলো দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তব্যের কেন্দ্র বক্তা। পরোক্ষ উক্তিতে বক্তব্যের কেন্দ্র ভাষ্যকার।

প্রত্যক্ষ: রুবেল বলল, "আমি এখানে থাকব।"

এখানে বক্তা রুবেল। 'আমি' রুবেল, 'এখানে' রুবেলের স্থান, 'থাকব' রুবেলের ভবিষ্যৎ ইচ্ছা।

পরোক্ষ: রুবেল বলল যে, সে সেখানে থাকবে।

এখানে ভাষ্যকার রুবেলের কথা বলছে। তাই–

দৃষ্টিকোণ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
ব্যক্তি	আমি	সে
স্থান	এখানে	সেখানে
ভাষ্য	বক্তার	ভাষ্যকারের
বাক্যরীতি	উদ্ধৃত	প্রতিবেদনধর্মী

এই দৃষ্টিকোণ-পরিবর্তনই উক্তি পরিবর্তনের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি।

২৮. বাংলা ও ইংরেজি ঘধৎৎধঃরড়হ- এর তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা উক্তি পরিবর্তন ও ইংরেজি ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ংঢ়ববপয-এর মধ্যে মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য আছে।

মিল

দিক	বাংলা	ইংরেজি
দুই রূপ	প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ	উরৎবপঃ/ওহফরৎবপঃ
বক্তার কথা	হুবহু বা রূপান্তরিত	ঊীধপঃ ড়িৎফং / ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ড়িৎফং
সর্বনাম পরিবর্তন	হয়	হয়
সময় পরিবর্তন	হয়	হয়
প্রশ্নে রূপান্তর	জানতে চাইল	ধংশবফ রভ/যিবঃযবৎ/যি-ড়িৎফ
আদেশে রূপান্তর	করতে বলল	ঃড়ষফ/ড়ৎফবৎবফ ঃড় ফড়

পার্থক্য

দিক	বাংলা	ইংরেজি
কাল পরিবর্তন	প্রেক্ষিতনির্ভর	তুলনামূলকভাবে নিয়মবদ্ধ নধপশংযরভঃ
'যে'	বিবৃতিতে ব্যবহৃত	ঃযধঃ ব্যবহৃত বা লোপ পেতে পারে
সম্মানসূচকতা	আপনি/তুমি/তুই/তিনি– গুরুত্বপূর্ণ	ুড়ঁ একাধিক সম্পর্ক বোঝাতে পারে
ক্রিয়ার সম্মানরূপ	যান, যায়, যাও– ভিন্ন	াবৎন ধমৎববসবহঃ সীমিত
আসা/যাওয়া	দৃষ্টিকোণভেদে বদলায়	পড়সব/মড় বদলায়, কিন্তু বাংলায় সামাজিক-স্থানিক

		সূক্ষ্মতা বেশি

উদাহরণ:

বাংলা: তিনি বললেন, "আমি যাব।"

তিনি বললেন যে, তিনি যাবেন।

ইংরেজি: ঐব ংধরফ, "ও রিষষ মড়."

ঐব ংধরফ ঃযধঃ যব ড়িঁষফ মড়.

বাংলায় 'যাবেন' সম্মানসূচকতা ধরে রাখে। ইংরেজিতে যব ড়িঁষফ মড়– এমন একটি মাত্র রূপে সম্মানভেদ প্রকাশ পায় না।

২৯. প্রচলিত ভুল ও সংশোধন

ভুল বাক্য	শুদ্ধ বাক্য	ব্যাখ্যা
সে বলল যে, "সে যাবে।"	সে বলল যে, সে যাবে।	পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না
শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়েছ?	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়েছি কি না।	প্রশ্নবোধকে 'জানতে চাইলেন'
রাহিম বলল যে, আমি যাব।	রাহিম বলল যে, সে যাবে।	'আমি' বক্তা অনুযায়ী 'সে' হবে
মা বললেন যে, দরজা বন্ধ করো।	মা আমাকে দরজা বন্ধ করতে বললেন।	অনুজ্ঞাসূচকে 'করতে বললেন'
সে বলল যে, এখানে আসবে।	সে বলল যে, সেখানে যাবে।	স্থান ও গমনদিক বদল প্রয়োজন
সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি?	সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি।	পরোক্ষ প্রশ্নে প্রশ্নচিহ্ন নয়

৩০. পরীক্ষাভিত্তিক রূপান্তর কৌশল

উক্তি পরিবর্তনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা সাধারণত তিন ধরনের ভুল করে-

১. সর্বনাম ভুল করে

২. প্রশ্নবোধক বাক্যে 'যে' বসায়

৩. আবেগসূচক বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ভাব ধরতে পারে না

সহজ কৌশল

কে বলেছে?→ কাকে বলেছে?→ কী ধরনের বাক্য?→ কোন সময়?→ কোন স্থান?→ কী আবেগ?

এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পেলেই অধিকাংশ উক্তি সঠিকভাবে পরিবর্তন করা যায়।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: শিক্ষক আমাকে বললেন, "তুমি কি আজ পাঠ শিখেছ?'

বিশ্লেষণ:

প্রশ্ন	উত্তর
কে বলেছে?	শিক্ষক
কাকে বলেছে?	আমাকে
বাক্যের ধরন কী?	প্রশ্নবোধক
'তুমি' কাকে বোঝায়?	আমাকে
'আজ' কী হবে?	সেদিন / আজ, প্রেক্ষিতভেদে
জ্ঞাপক ক্রিয়া কী হবে?	জানতে চাইলেন

পরোক্ষ: শিক্ষক আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি সেদিন পাঠ শিখেছি কি না।

৩১. আরও উদাহরণ: স্তরভিত্তিক অনুশীলন

ক. সহজ স্তর

প্রত্যক্ষ : রিমা বলল, "আমি গান গাই।'

পরোক্ষ : রিমা বলল যে, সে গান গায়।

প্রত্যক্ষ : বাবা বললেন, "আমি আজ ব্যস্ত।'

পরোক্ষ : বাবা বললেন যে, তিনি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন।

খ. মধ্যম স্তর

প্রত্যক্ষ : মা আমাকে বললেন, "তুমি এখন পড়তে বসো।'

পরোক্ষ : মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।

প্রত্যক্ষ : রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।'

পরোক্ষ : রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।

গ. উচ্চতর স্তর

প্রত্যক্ষ : বৃদ্ধ বললেন, "হায়! আমার ছেলেটি আজও বাড়ি ফিরল না।'

পরোক্ষ : বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর ছেলেটি সেদিনও বাড়ি ফেরেনি।

প্রত্যক্ষ : অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।'

পরোক্ষ

পরোক্ষ: অধিনায়ক সৈনিকদের সামনে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

ঘ. গবেষণামূলক স্তর

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।'

পরোক্ষ : শিক্ষক বললেন যে, মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা : এখানে বক্তব্যটি সাধারণ সত্য বা তাত্ত্বিক সত্যের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। তাই পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ার কাল পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রত্যক্ষ : রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে মোরে ভালোবাসে, সে কি কভু আমায় ভুলিতে পারে?'

পরোক্ষ : রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নরূপে বলেছেন যে, যে তাঁকে ভালোবাসে, সে কখনো তাঁকে ভুলতে পারে কি না।

ব্যাখ্যা : সাহিত্যিক উদ্ধৃতি পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করতে গেলে কেবল ব্যাকরণ নয়, বক্তব্যের আবেগ, ভঙ্গি ও কাব্যিকতা রক্ষা করাও জরুরি।

প্রত্যক্ষ : নেতা বললেন, "আজ তোমরা যে সাহস দেখিয়েছ, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

পরোক্ষ : নেতা বললেন যে, সেদিন তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।

ব্যাখ্যা : এখানে 'আজ' হয়েছে 'সেদিন', 'তোমরা' হয়েছে 'তারা', এবং 'দেখিয়েছ' হয়েছে 'দেখিয়েছিল'। তবে 'ইতিহাসে লেখা থাকবে' অংশটি ভবিষ্যৎ ফল বোঝাচ্ছে বলে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

৩২. উক্তি পরিবর্তনে অর্থসংগতি: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক

উক্তি পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য শব্দ বদলানো নয়, অর্থ রক্ষা করা। অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে আনতে হলে শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দিয়ে 'যে' বসালেই কাজ শেষ। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে উক্তি পরিবর্তনের সময় বক্তব্যের অর্থ, বক্তার উদ্দেশ্য, শ্রোতার অবস্থান, সময়, স্থান ও বাক্যের ভাব– সবকিছুর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : রিনা বলল, "আমি এখন আসছি।"

ভুল পরোক্ষ : রিনা বলল যে, সে এখন আসছে।

শুদ্ধ পরোক্ষ : রিনা বলল যে, সে তখন আসছিল।

অথবা,

রিনা বলল যে, সে তখন যাচ্ছিল।

ব্যাখ্যা:

'আসছি' ক্রিয়াটি বক্তার অবস্থান থেকে বলা। কিন্তু ভাষ্যকারের অবস্থান বদলে গেলে 'আসছি' অনেক ক্ষেত্রে 'যাচ্ছিল' হতে পারে। তাই বাংলা উক্তি পরিবর্তনে 'আসা' ও 'যাওয়া' শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৩৩. 'আসা' ও 'যাওয়া' ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার

বাংলা উক্তি পরিবর্তনে 'আসা' ও 'যাওয়া' ক্রিয়ার পরিবর্তন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ এই দুটি ক্রিয়া বক্তার অবস্থান ও গমনের দিকের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যক্ষ: রাহুল বলল, "আমি কাল তোমাদের বাড়ি আসব।"

পরোক্ষ: রাহুল বলল যে, সে পরদিন আমাদের বাড়ি আসবে।

কিন্তু-

প্রত্যক্ষ: রাহুল বলল, "আমি কাল এখানে আসব।"

পরোক্ষ: রাহুল বলল যে, সে পরদিন সেখানে যাবে।

সারণি:

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ	কারণ
এখানে আসব	সেখানে যাবে	বক্তার স্থান বদলেছে
তোমাদের বাড়ি আসব	আমাদের বাড়ি আসবে	ভাষ্যকারের বাড়ি হলে 'আসবে' থাকবে
ওখানে যাব	সেখানে যাবে	দূরবর্তী স্থান অপরিবর্তিত থাকে
এদিকে এসো	সেদিকে যেতে বলল	নির্দেশের দিক বদলায়

এই কারণে উক্তি পরিবর্তন করার সময় শুধু শব্দ নয়, বাক্যের ভৌগোলিক দিকও বুঝতে হয়।

৩৪. জ্ঞাপক ক্রিয়ার ব্যবহার

প্রত্যক্ষ উক্তিতে অধিকাংশ সময় 'বলল', 'বললেন', 'বলেছিল' ইত্যাদি ক্রিয়া থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া বদলাতে হয়। এটিই উন্নত ভাষাজ্ঞানের লক্ষণ।

সারণি:

বাক্যের ধরন	প্রত্যক্ষ উক্তির সাধারণ ক্রিয়া	পরোক্ষ উক্তির উপযুক্ত ক্রিয়া
বিবৃতি	বলল	বলল, জানাল, উল্লেখ করল
প্রশ্ন	বলল	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল, প্রশ্ন করল
আদেশ	বলল	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	বলল	অনুরোধ করল, নিবেদন করল
উপদেশ	বলল	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	বলল	নিষেধ করল, বারণ করল
আবেগ	বলল	আনন্দ প্রকাশ করল, দুঃখ প্রকাশ করল, বিস্ময় প্রকাশ করল
প্রার্থনা	বলল	প্রার্থনা করল, মিনতি করল

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: মা বললেন, "চুপ করো।"

পরোক্ষ: মা আমাকে চুপ করতে বললেন।

অথবা,

মা আমাকে চুপ করতে আদেশ করলেন।

প্রত্যক্ষ : ভিক্ষুক বলল, "দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

পরোক্ষ : ভিক্ষুক আমাকে একটু সাহায্য করতে অনুরোধ করল।

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা করবে।"

পরোক্ষ : শিক্ষক আমাদের নিয়মিত পড়াশোনা করতে উপদেশ দিলেন।

৩৫. উক্তি পরিবর্তনে ভদ্রতা ও সামাজিক সম্পর্ক

বাংলা ভাষায় ভদ্রতা, বয়স, সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদার প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই উক্তি পরিবর্তনের সময় 'তুই', 'তুমি', 'আপনি', 'সে', 'তিনি', 'ও', 'তারা', 'তাঁরা'– এসব সর্বনাম সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : ছেলে বলল, "বাবা, তুমি কখন ফিরবে?"

পরোক্ষ : ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কখন ফিরবেন।

এখানে 'তুমি' শব্দটি প্রত্যক্ষ উক্তিতে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে বাবার প্রতি সম্মান দেখাতে 'তিনি' এবং 'ফিরবেন' ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ : শিক্ষার্থী বলল, "স্যার, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?"

পরোক্ষ : শিক্ষার্থী স্যারকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাদের সাহায্য করবেন কি না।

এখানে 'আপনি' হয়েছে 'তিনি', 'আমাদের' হয়েছে 'তাদের'।

৩৬. পরোক্ষ উক্তিতে 'যে' কখন বসে, কখন বসে না

উক্তি পরিবর্তনে 'যে' ব্যবহারের নিয়ম খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব বাক্যে 'যে' বসে না।

ক. বিবৃতিমূলক বাক্যে 'যে' বসে

প্রত্যক্ষ: রিমা বলল, "আমি অসুস্থ।"

পরোক্ষ: রিমা বলল যে, সে অসুস্থ।

খ. প্রশ্নবোধক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে না

প্রত্যক্ষ: শিক্ষক বললেন, "তোমার নাম কী?"

ভুল: শিক্ষক বললেন যে, আমার নাম কী।

শুদ্ধ: শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।

গ. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে না

প্রত্যক্ষ: মা বললেন, "এখন পড়তে বসো।"

ভুল: মা বললেন যে, এখন পড়তে বসো।

শুদ্ধ: মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।

ঘ. আবেগসূচক বাক্যে 'যে' বসতে পারে, তবে আবেগসূচক শব্দ বাদ যায়

প্রত্যক্ষ: সে বলল, "আহা! দৃশ্যটি কী সুন্দর!"

পরোক্ষ: সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল যে, দৃশ্যটি খুব সুন্দর।

৩৭. উক্তি পরিবর্তনের ধাপভিত্তিক পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের জন্য উক্তি পরিবর্তনের সহজ ধাপ নিচে দেওয়া হলো–

ধাপ ১ : বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

ধাপ ২ : উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ আলাদা করো।

ধাপ ৩ : বাক্যটি বিবৃতি, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা না আবেগ– তা নির্ণয় করো।

ধাপ ৪ : উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ দাও।

ধাপ ৫ : প্রয়োজন হলে 'যে' বসাও।

ধাপ ৬ : সর্বনাম পরিবর্তন করো।

ধাপ ৭ : সময় ও স্থানবাচক শব্দ পরিবর্তন করো।

ধাপ ৮ : ক্রিয়ার রূপ অর্থ অনুযায়ী মিলিয়ে দাও।

ধাপ ৯ : বাক্যটি আবার পড়ে দেখো অর্থ ঠিক আছে কি না।

চার্ট:

প্রত্যক্ষ উক্তি → বাক্যের ধরন নির্ণয় → উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ → সর্বনাম পরিবর্তন → সময়–স্থান পরিবর্তন → জ্ঞাপক ক্রিয়া নির্বাচন → অর্থসংগতি পরীক্ষা → পরোক্ষ উক্তি

৩৮. পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের কৌশল

পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের প্রশ্নে সাধারণত শিক্ষার্থীরা তাড়াহুড়া করে ভুল করে। নিচের বিষয়গুলো মনে রাখলে ভুল কম হবে।

১. প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে না।

২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'করতে বলল', 'যেতে বলল', 'না করতে বলল' জাতীয় রূপ ব্যবহার করতে হবে।

৩. আবেগসূচক বাক্যে 'আহা', 'হায়', 'বাঃ', 'ছি' ইত্যাদি শব্দ সরাসরি রাখা যাবে না; এগুলোর ভাব প্রকাশ করতে হবে।

৪. 'আজ', 'কাল', 'এখন', 'এখানে'– এসব শব্দ প্রায়ই বদলাতে হয়।

৫. 'আমি' সবসময় 'সে' হবে– এমন নয়। বক্তা কে, শ্রোতা কে– তা দেখে পরিবর্তন করতে হবে।

৬. চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. বাক্যের অর্থ যেন কোনোভাবেই বিকৃত না হয়।

৩৯. ভুল সংশোধনভিত্তিক অনুশীলন

নিচের ভুল বাক্যগুলো সংশোধন করো।

১. ভুল: রাহিম বলল যে, "সে আজ যাবে।"
শুদ্ধ: রাহিম বলল যে, সে সেদিন যাবে।
কারণ: পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকবে না এবং 'আজ' হবে 'সেদিন'।

২. ভুল: শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়া শেষ করেছ?
শুদ্ধ: শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়া শেষ করেছি কি না।
কারণ: প্রশ্নবোধক বাক্যে 'জানতে চাইলেন' এবং 'কি না' ব্যবহৃত হবে।

৩. ভুল: মা বললেন যে, দরজা বন্ধ করো।
শুদ্ধ: মা আমাকে দরজা বন্ধ করতে বললেন।
কারণ: অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'করতে বললেন' ব্যবহার করতে হয়।

৪. ভুল: সে বলল যে, আমি এখানে থাকব।
শুদ্ধ: সে বলল যে, সে সেখানে থাকবে।
কারণ: 'আমি' হয়েছে 'সে'; 'এখানে' হয়েছে 'সেখানে'।

৫. ভুল: শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়েছিল।
শুদ্ধ: শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।
কারণ: চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।

৪০. প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ: পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর- সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	নিয়ম
সে বলল, "আমি আজ যাব।"	সে বলল যে, সে সেদিন যাবে।	সর্বনাম ও সময় পরিবর্তন
মা বললেন, "তুমি এখন পড়ো।"	মা আমাকে তখন পড়তে বললেন।	অনুজ্ঞা ও সময় পরিবর্তন
শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি বুঝেছ?"	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা বুঝেছি কি না।	প্রশ্নরূপ
বৃদ্ধ বলল, "হায়! আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।"	বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বলল যে, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।	আবেগ
বাবা বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"	বাবা বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।	চিরন্তন সত্য
রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"	রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।	সময় ও স্থান
নেতা বললেন, "তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"	নেতা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।	আদেশসূচক রূপ
রিমা বলল, "বাঃ! ফুলটি সুন্দর।"	রিমা প্রশংসা করে বলল যে, ফুলটি সুন্দর।	আবেগসূচক রূপ

৪১. উক্তি পরিবর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য

উক্তি পরিবর্তন বাংলা বাক্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; ভাষা হলো দৃষ্টিকোণ, সম্পর্ক, সময় ও ভাবের সংগঠিত প্রকাশ। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার উপস্থিতি সরাসরি থাকে। সেখানে বক্তার কণ্ঠস্বর, আবেগ ও ভঙ্গি স্পষ্ট। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ভাষায় মিশে যায়।

এই কারণে পরোক্ষ উক্তি অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী। এতে ভাষ্যকারকে বুঝতে হয়-

কে কথা বলেছে,
কার সঙ্গে কথা বলেছে,
কখন কথা বলেছে,
কোথায় কথা বলেছে,
কী উদ্দেশ্যে কথা বলেছে,
কথাটির ভঙ্গি কেমন ছিল।

এই ছয়টি বিষয় না বুঝলে পরোক্ষ উক্তি সঠিক হয় না।

৪২. সাহিত্য ও সংবাদভাষায় উক্তি পরিবর্তনের ব্যবহার

উক্তি পরিবর্তন শুধু ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম নয়। সাহিত্য, সংবাদ, গবেষণা, আদালতের বিবৃতি, ইতিহাসচর্চা, সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন- সব জায়গায় উক্তি পরিবর্তনের ব্যবহার আছে।

সাহিত্যে: লেখক চরিত্রের মুখের ভাষা সরাসরি দেখাতে প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করেন।

উদাহরণ: মা বললেন, "তুই এত রাতে কোথায় ছিলি?"

এখানে চরিত্রের আবেগ সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে।

সংবাদভাষায়: সংবাদ প্রতিবেদনে পরোক্ষ উক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: মন্ত্রী বলেন যে, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গবেষণায়: গবেষণাপত্রে অন্য গবেষকের বক্তব্য পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয়।

উদাহরণ: ভাষাবিদরা মনে করেন যে, ভাষা মানুষের সামাজিক চেতনার প্রধান বাহন।

সাক্ষাৎকারে: সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি দুটিই ব্যবহৃত হতে পারে।

৪৩. উক্তি পরিবর্তন ও বাক্যের ভাব

একটি বাক্যের ভাব না বুঝে উক্তি পরিবর্তন করলে বাক্য দুর্বল হয়ে যায়। যেমন–

প্রত্যক্ষ: মা বললেন, "হায়! আমার সন্তানটি কত কষ্ট করছে।"

দুর্বল পরোক্ষ: মা বললেন যে, তাঁর সন্তানটি কষ্ট করছে।

উন্নত পরোক্ষ: মা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর সন্তানটি খুব কষ্ট করছে।

এখানে দ্বিতীয় বাক্যে তথ্য আছে, কিন্তু আবেগ নেই। তৃতীয় বাক্যে তথ্য ও আবেগ দুটোই আছে। তাই পরোক্ষ উক্তির উন্নত রূপে ভাব সংরক্ষণ জরুরি।

৪৪. উচ্চতর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্লেষণমূলক উদাহরণ

প্রত্যক্ষ : প্রধান শিক্ষক বললেন, "শিক্ষার্থীরা, তোমরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়বে না; জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়বে।"

পরোক্ষ : প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বললেন যে, তারা যেন শুধু পরীক্ষার জন্য না পড়ে, জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ে।

বিশ্লেষণ : এখানে 'শিক্ষার্থীরা' সম্বোধন পদ। পরোক্ষ উক্তিতে সেটি 'শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে' হয়েছে। 'তোমরা' হয়েছে 'তারা'। অনুজ্ঞামূলক ভাব থাকায় 'যেন' ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ : মুক্তিযোদ্ধা বললেন, "আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব।"

পরোক্ষ : মুক্তিযোদ্ধা বললেন যে, তাঁরা দেশ স্বাধীন করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব।

বিশ্লেষণ : এখানে 'আমরা' হয়েছে 'তাঁরা'; 'তোমাদের' সরাসরি 'তাদের' না করে অর্থ অনুযায়ী 'তরুণ প্রজন্মের' করা হয়েছে। কারণ বক্তব্যের সামাজিক অর্থকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

৪৫. মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: উক্তি কাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর: কোনো বক্তা বা কথকের কথন, বাক্য বা বক্তব্যকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার– প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। যে উক্তিতে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন– রিমা বলল, "আমি বই পড়ি।" যে উক্তিতে বক্তার কথা অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন– রিমা বলল যে, সে বই পড়ে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে, কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে থাকে না। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার নিজস্ব সর্বনাম, সময় ও স্থানবাচক শব্দ থাকে; পরোক্ষ উক্তিতে ভাষ্যকারের অবস্থান অনুযায়ী এগুলো পরিবর্তিত হয়। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার আবেগ সরাসরি প্রকাশ পায়, আর পরোক্ষ উক্তিতে সেই আবেগ ব্যাখ্যামূলক ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

প্রশ্ন ২: উক্তি পরিবর্তনের পাঁচটি প্রধান নিয়ম লেখো।

উত্তর : উক্তি পরিবর্তনের পাঁচটি প্রধান নিয়ম হলো–

এক. প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধরণ চিহ্ন পরোক্ষ উক্তিতে লোপ পায়।

দুই. বিবৃতিমূলক বাক্যে উপস্থাপক অংশের পর সাধারণত 'যে' বসে।

তিন. সর্বনাম বক্তা ও শ্রোতার অবস্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

চার. সময় ও স্থানবাচক শব্দ অর্থ অনুযায়ী বদলায়। যেমন– আজ > সেদিন, এখানে > সেখানে।

পাঁচ. বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন– প্রশ্ন হলে 'জিজ্ঞাসা করল', অনুরোধ হলে 'অনুরোধ করল', আদেশ হলে 'আদেশ করল'।

প্রশ্ন ৩: চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর: প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য বা সর্বজনস্বীকৃত সত্য থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে কালের পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।"

পরোক্ষ: শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এখানে 'ঘোরে' ক্রিয়াটি অপরিবর্তিত আছে, কারণ এটি চিরন্তন বৈজ্ঞানিক সত্য।

৪৬. অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

উক্তি হলো বক্তার কথন বা বক্তব্য।

উক্তি দুই প্রকার– প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা হুবহু থাকে।

পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

উক্তির দুটি অংশ– উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ।

উক্তি পরিবর্তনের সময় উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়।

বিবৃতিমূলক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে।

প্রশ্নবোধক বাক্যে 'জিজ্ঞাসা করল', 'জানতে চাইল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'আদেশ করল', 'অনুরোধ করল', 'বলল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

আবেগসূচক বাক্যে আবেগের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হয়।

চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।

সর্বনাম, সময়, স্থান ও ক্রিয়া অর্থসংগতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

ভালো উক্তি পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হলো– অর্থ অক্ষুণ্ন রাখা।

৪৭. চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুশীলন

নিচের প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করো।

১. রিনা বলল, "আমি আজ কলেজে যাব।"

২. বাবা বললেন, "তুমি কি পড়া শেষ করেছ?"

৩. শিক্ষক বললেন, "সবাই চুপ করো।"

৪. মা বললেন, "আহা! ছেলেটি কত কষ্ট করছে।"

৫. বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

৬. রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"

৭. অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"

৮. কবি বললেন, "মানুষ তার স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে।"

৯. দাদু বললেন, "আমাদের সময়ে মানুষ এত যন্ত্রনির্ভর ছিল না।"

১০. মেয়েটি বলল, "দয়া করে আমাকে পথটি দেখিয়ে দিন।"

৪৮. সমাপনী মন্তব্য

উক্তি পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের এমন এক অধ্যায়, যেখানে ভাষার রূপান্তর, দৃষ্টিকোণ, সময়বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবপ্রকাশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রত্যক্ষ উক্তি ভাষাকে জীবন্ত করে, আর পরোক্ষ উক্তি ভাষাকে বিশ্লেষণধর্মী করে। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কণ্ঠস্বর সরাসরি শোনা যায়; পরোক্ষ উক্তিতে সেই কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় নতুন রূপ পায়।

তাই উক্তি পরিবর্তন শেখার অর্থ কেবল নিয়ম মুখস্থ করা নয়। এর অর্থ হলো– বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বক্তা, শ্রোতা, সময়, স্থান, সম্পর্ক ও ভাবকে চিনতে শেখা। যে শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে, সে শুধু পরীক্ষায় শুদ্ধ উত্তর লিখতে পারে না; সে ভাষার গভীরতাও উপলব্ধি করতে পারে।

এই কারণে উক্তি পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের একটি অপরিহার্য, অর্থবহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যায়।

পরিচ্ছেদ ৩ বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন

ক) **কর্তাবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম**

খ) **১. নিয়ম**

গ) **কর্তাবাচ্যকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করতে হলে–**

ঘ) **১. কর্তৃবাচ্যের কর্মকে কর্মবাচ্যে প্রধান স্থানে আনতে হয়।**

ঙ) **২. কর্তাকে 'দ্বারা', 'কর্তৃক', 'দিয়ে', 'তত্ত্বাবধানে' প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।**

চ) **৩. ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যধর্মী যৌগিক রূপে পরিবর্তন করা হয়।**

ছ) **৪. অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হয়।**

জ) **৫. কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সাধারণত কর্মবাচ্য হয় না।**

ঝ) **২. গঠনসূত্র**

ঞ) **কর্তৃবাচ্য: কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া; কর্মবাচ্য: কর্ম + কর্তা + দ্বারা/কর্তৃক + ক্রিয়াজাতরূপ + হয়/হলো/হয়েছে**

ট) **৩. উদাহরণ**

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
আমি বইটি পড়েছি।	বইটি আমার দ্বারা পড়া হয়েছে।
শিকারি বাঘ মেরেছে।	বাঘ শিকারির দ্বারা মারা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' লিখেছেন।	'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হয়েছে।
স্থপতি তাজমহল নির্মাণ করেন।	তাজমহল স্থপতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে।
পুলিশ চোরটিকে ধরেছে।	চোরটি পুলিশের দ্বারা ধরা পড়েছে।
সবাই বিদ্বানকে সম্মান করে।	বিদ্বান সকলের দ্বারা সম্মানিত হন।

৪. অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, সাধারণত সেই ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য সম্ভব?	কারণ
পাখি ওড়ে।	না	কর্ম নেই
শিশু হাসে।	না	কর্ম নেই

কর্তাবাচ্য	কর্মবাচ্য সম্ভব?	কারণ
নদী বয়।	না	কর্ম নেই
ফুল ফুটেছে।	না	কর্ম নেই

ঠ) **তবে কিছু বাক্য ভাববাচ্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন–**

ড) **আমি যাব না।**

ঢ) ↳ **আমার যাওয়া হবে না।**

ণ) **কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম**

ত) **১. নিয়ম**

অঅ) **কর্মবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করতে হলে–**

ইই) **১. 'দ্বারা', 'কর্তৃক', 'দিয়ে' যুক্ত কর্তা থেকে অনুসর্গ বাদ দিতে হয়।**

ঈঈ) **২. সেই কর্তা বাক্যের প্রধান কর্তা হয়।**

উউ) **৩. কর্ম তার স্বাভাবিক স্থানে ফিরে যায়।**

ঊঊ) **৪. ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করে সক্রিয় রূপে লিখতে হয়।**

ঋঋ) **২. উদাহরণ**

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
বইটি আমার দ্বারা পড়া হয়েছে।	আমি বইটি পড়েছি।
চোরটি পুলিশের দ্বারা ধরা পড়েছে।	পুলিশ চোরটিকে ধরেছে।
পত্রটি অহনার দ্বারা লেখা হয়নি।	অহনা পত্রটি লেখেনি।
বলটি ছেলেদের কর্তৃক খেলা হয়।	ছেলেরা বল খেলে।
সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।/কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এএ) **শেষ উদাহরণে কর্তা স্পষ্ট না থাকলে প্রসঙ্গ অনুযায়ী কর্তা তৈরি করতে হয়। 'সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।' বাক্যে কর্তা লুপ্ত; তাই কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের সময় 'সভা', 'কর্তৃপক্ষ', 'কমিটি' ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কর্তা আনতে হয়।**

ঐঐ) **৩. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম**

ওও) **১. নিয়ম**

ঔঔ) কর্তাবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন করতে হলে–

কক) ১. কর্তা ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করে।

খখ) ২. ক্রিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাববাচক রূপ নেয়।

গগ) ৩. 'হওয়া', 'যাওয়া', 'পারা', 'লাগা', 'উচিত', 'নেই' ইত্যাদি সহায়ক ক্রিয়া যুক্ত হয়।

ঘঘ) ৪. কর্ম থাকলে অনেক সময় তা লুপ্ত হয় বা বাক্যের ভাব অনুযায়ী থাকে।

ঙঙ) ৫. ক্রিয়ার ভাবকে প্রধান করা হয়।

চচ) **২. গঠনসূত্র**

ছছ) কর্তৃবাচ্য: কর্তা + ক্রিয়া; ভাববাচ্য: কর্তার ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া রূপ + ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য + সহায়ক ক্রিয়া

জজ) **উদাহরণ**

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
আমি যাব না।	আমার যাওয়া হবে না।
তুমি ঢাকা যাবে।	তোমাকে ঢাকা যেতে হবে।
তোমরা কখন এলে?	তোমাদের কখন আসা হলো?
আমি একাই যাব।	আমাকে একাই যেতে হবে।
আজ তুমি যাবে না।	আজ তোমার যাওয়া হবে না।
এবার গান করো।	এবার গান করা হোক।
ধর্মস্থানে বেয়াদবি করো না।	ধর্মস্থানে বেয়াদবি করতে নেই।

ঝঝ) **ভাববাচ্য থেকে কর্তাবাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম**

ঞঞ) **১ নিয়ম**

টট) ভাববাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করতে হলে–

ঠঠ) ১. ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদকে কর্তা করতে হয়।

ডড) ২. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে মূল ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়।

ঢঢ) ৩. ক্রিয়া কর্তার পুরুষ অনুযায়ী বসাতে হয়।

ণণ) ৪. বাক্যের ভাব অক্ষুণ্ন রাখতে হয়।

তত) **উদাহরণ**

ভাববাচ্য	কর্তাবাচ্য

ভাববাচ্য	কর্তাবাচ্য
আমার খাওয়া হবে না।	আমি খাব না।
তোমাকে হাঁটতে হবে।	তুমি হাঁটবে।
করিমের আসা হলো না।	করিম এলো না।
তোমাদের হাসতে হবে।	তোমরা হাসবে।
এবার একটি গান করা হোক।	এবার তুমি/তোমরা একটি গান করো।
তার যেন আসা হয়।	সে যেন আসে।

বাচ্য পরিবর্তনের সামগ্রিক সূত্র

অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে

- কর্তা প্রধান করলে ⟶ কর্তৃবাচ্য
- কর্ম প্রধান করলে ⟶ কর্মবাচ্য
- ক্রিয়া/ভাব প্রধান করলে ⟶ ভাববাচ্য

আরও সহজ সূত্র–

কর্তাবাচ্য ⟶ কে কাজ করল?

কর্মবাচ্য ⟶ কাজটি কীসের ওপর ঘটল?

ভাববাচ্য ⟶ কাজটি হওয়া/না-হওয়ার ভাব কী?

বাচ্য পরিবর্তনে ক্রিয়ার রূপান্তর

বাচ্য পরিবর্তনের সময় ক্রিয়ার রূপ সবচেয়ে বেশি বদলায়। নিচে কয়েকটি সাধারণ রূপ দেওয়া হলো।

কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া	কর্মবাচ্য রূপ	ভাববাচ্য রূপ
পড়ি	পড়া হয় / পঠিত হয়	পড়া হয়
লিখি	লেখা হয় / লিখিত হয়	লেখা হয়
করি	করা হয়	করা হয়
খাই	খাওয়া হয়	খাওয়া হয়
যাই	–	যাওয়া হয় / যেতে হয়
দেখি	দেখা হয় / দৃষ্ট হয়	দেখা হয়
বলি	বলা হয়	বলা যায়

সাধু ও চলিত রূপে বাচ্য

বাংলা ভাষায় বাচ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য দেখা যায়।

চলিত রূপ	সাধু/তৎসমঘেঁষা রূপ
বইটি লেখা হয়েছে।	বইটি লিখিত হয়েছে।
কবিতাটি পড়া হয়েছে।	কবিতাটি পঠিত হয়েছে।
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
ঘরটি বানানো হয়েছে।	গৃহটি নির্মিত হয়েছে।
চিঠিটি পাঠানো হয়েছে।	পত্রটি প্রেরিত হয়েছে।

চলিত ভাষায় ‘লেখা হয়েছে’, ‘পড়া হয়েছে’, ‘করা হয়েছে’ বেশি স্বাভাবিক। আনুষ্ঠানিক, সাহিত্যিক বা প্রশাসনিক ভাষায় ‘লিখিত

হয়েছে', 'পঠিত হয়েছে', 'গৃহীত হয়েছে', 'প্রেরিত হয়েছে' প্রভৃতি রূপ ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য

বিষয়	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
প্রধানতা	কর্তা প্রধান	কর্ম প্রধান
কর্তার অবস্থান	বাক্যের শুরুতে বা স্বাভাবিক স্থানে	দ্বারা/কর্তৃক যুক্ত বা লুপ্ত
কর্মের অবস্থান	ক্রিয়ার আগে/পরে সাধারণভাবে	বাক্যের কেন্দ্রে
ক্রিয়া	সরল/মূল ক্রিয়া	যৌগিক বা ক্রিয়াজাত রূপ
উদাহরণ	আমি ছবি আঁকি।	ছবি আমার দ্বারা আঁকা হয়।
ভাষার প্রকৃতি	সরাসরি, প্রাণবন্ত	আনুষ্ঠানিক, নিরপেক্ষ

কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যের পার্থক্য

বিষয়	কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
প্রধানতা	কর্তা	ক্রিয়ার ভাব
কর্তার রূপ	প্রথমা/শূন্য বিভক্তি	ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া/তৃতীয়া
ক্রিয়া	কর্তার অনুসারী	নামপুরুষ/ভাবকেন্দ্রিক
কর্ম	থাকতে পারে	সাধারণত থাকে না
উদাহরণ	আমি যাব না।	আমার যাওয়া হবে না।
অর্থ	কাজকারীকে গুরুত্ব দেয়	কাজের হওয়া/না–হওয়াকে গুরুত্ব দেয়

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের পার্থক্য

বিষয়	কর্মবাচ্য	ভাববাচ্য
প্রধান পদ	কর্ম	ক্রিয়া/ভাব
কর্ম	থাকে এবং প্রধান	থাকে না
কর্তা	দ্বারা/কর্তৃক যুক্ত হতে পারে	ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া/তৃতীয়া রূপে থাকে
ক্রিয়ার প্রকৃতি	কর্মকেন্দ্রিক	ভাবকেন্দ্রিক
উদাহরণ	বইটি পড়া হয়েছে।	আমার বই পড়া হলো না।
ব্যবহার	আনুষ্ঠানিক, প্রতিবেদনধর্মী	প্রয়োজন, বাধ্যতা, অক্ষমতা, অনিচ্ছা

বাচ্য পরিবর্তনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থান

বাচ্য	কর্তার অবস্থান	কর্মের অবস্থান	ক্রিয়ার রূপ
কর্তৃবাচ্য	প্রথমা/শূন্য	শূন্য/দ্বিতীয়া/ষষ্ঠী	কর্তার অনুসারী
কর্মবাচ্য	তৃতীয়া/দ্বারা/কর্তৃক	প্রথমা/শূন্য	কর্মকেন্দ্রিক
ভাববাচ্য	ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া/তৃতীয়া	নেই	নামপুরুষ/ভাবকেন্দ্রিক
কর্মকর্তৃবাচ্য	কর্মই কর্তারূপে	কর্ম কর্তা হয়েছে	কর্তৃবাচ্যধর্মী

বাচ্য পরিবর্তনের স্তরভিত্তিক উদাহরণ

সহজ স্তর	মধ্যম স্তর
কর্তৃবাচ্য: আমি ভাত খাই।	কর্তৃবাচ্য: পুলিশ চোরটিকে ধরেছে।

সহজ স্তর	মধ্যম স্তর
কর্মবাচ্য: ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয়।	কর্মবাচ্য: চোরটি পুলিশের দ্বারা ধরা পড়েছে।
ভাববাচ্য: আমার ভাত খাওয়া হয়।	কর্তৃবাচ্য: শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।
কর্তৃবাচ্য: রিনা গান গায়।	কর্মবাচ্য: ছাত্রদের শিক্ষকের দ্বারা পড়ানো হয়।
কর্মবাচ্য: গান রিনার দ্বারা গাওয়া হয়।	কর্তৃবাচ্য: মা শিশুকে ঘুম পাড়ালেন।
ভাববাচ্য: রিনার গান গাওয়া হয়।	কর্মবাচ্য: শিশু মায়ের দ্বারা ঘুম পাড়ানো হলো।

উচ্চতর স্তর	প্রাধান্যভিত্তিক চার্ট
কর্তৃবাচ্য: কমিটি প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে।	কর্তৃবাচ্য — কর্তা প্রধান
কর্মবাচ্য: প্রস্তাবটি কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।	কর্মবাচ্য — কর্ম প্রধান
প্রশাসনিক রূপ: প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে।	ভাববাচ্য — ক্রিয়া/ভাব প্রধান
কতবাচ্য: গবেষক তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।	কর্মকর্তৃবাচ্য — কর্ম কর্তারূপে
কর্মবাচ্য: তথ্যগুলো গবেষকের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।	
প্রাকৃতিক রূপ: তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	
কর্তৃবাচ্য: আমি আজ সভায় উপস্থিত থাকতে পারব না।	
ভাববাচ্য: আজ আমার সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না।	

বাচ্য পরিবর্তনে সাধারণ ভুল

ভুল	শুদ্ধ	কারণ
আমার দ্বারা বইটি পড়েছি।	বইটি আমার দ্বারা পড়া হয়েছে।	কর্মবাচ্যে ক্রিয়া যৌগিক হবে।
আমি দ্বারা কাজটি করা হয়েছে।	আমার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে।	কর্তার রূপ ঠিক নয়।
পাখি ওড়া হয়েছে।	পাখি ওড়ে।	অকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয় না।
আমার যাই হবে না।	আমার যাওয়া হবে না।	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য দরকার।
বইটি আমি পড়া হয়েছে।	বইটি আমার দ্বারা পড়া হয়েছে।	কর্তা-রূপান্তর ভুল।
তাকে আমার দ্বারা ডাকা হয়েছে।	সে আমার দ্বারা ডাকা হয়েছে / তাকে ডাকা হয়েছে।	বাক্যরীতি অনুযায়ী কর্মের রূপ ঠিক করতে হবে।

বাচ্য পরিবর্তনের পরীক্ষাভিত্তিক কৌশল

১. প্রথমে বাক্যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া চিহ্নিত করো।
২. ক্রিয়াটি সকর্মক না অকর্মক তা দেখো।
৩. কর্ম না থাকলে কর্মবাচ্য করার চেষ্টা করো না।
৪. কর্মবাচ্যে ‘দ্বারা/কর্তৃক’ ব্যবহার করলেও চলিত ভাষায় অনেক সময় তা বাদ দেওয়া যায়।
৫. ভাববাচ্যে কর্তার রূপ ‘আমার/তোমার/তার/আমাকে/তোমাকে’ ইত্যাদি হয়।
৬. ক্রিয়াকে অবশ্যই বাক্যের নতুন প্রধানতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।
৭. অনুবাদনির্ভর যান্ত্রিক রূপ এড়িয়ে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রূপ ব্যবহার করতে হবে।

বাচ্য নির্ণয়ের দ্রুত সারণি

প্রশ্ন	উত্তর যদি হয়	বাচ্য
কে কাজ করছে?	কর্তা স্পষ্ট ও প্রধান	কর্তৃবাচ্য
কাজটি কার ওপর ঘটছে?	কর্ম প্রধান	কর্মবাচ্য

প্রশ্ন	উত্তর যদি হয়	বাচ্য
কাজটি হওয়া/না-হওয়ার ভাব কী?	ক্রিয়ার ভাব প্রধান	ভাববাচ্য
কর্ম নিজেই কর্তার মতো এসেছে?	কর্তা অস্পষ্ট, কর্ম কর্তারূপে	কর্মকর্তৃবাচ্য

ব্যতিক্রম ও সূক্ষ্মতা

১. সব কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য হয় না

যেসব বাক্যে কর্ম নেই, সেসব বাক্য সাধারণত কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত হয় না।
পাখি উড়ে। শিশু কাঁদে। সূর্য ওঠে। নদী বয়।
এগুলো অকর্মক ক্রিয়া; তাই 'পাখি দ্বারা ওড়া হয়' জাতীয় রূপ অস্বাভাবিক।

২. সব কর্মবাচ্যে কর্তা দরকার হয় না

দরজা বন্ধ করা হয়েছে। চিঠি পাঠানো হয়েছে। নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
এখানে কর্তা না থাকলেও বাক্য পূর্ণ। কারণ তথ্যের কেন্দ্র কাজের ফল।

৩. ভাববাচ্য শুধু নিষ্ক্রিয়তা নয়

'আমার যাওয়া হলো না।' বাক্যে শুধু 'যাওয়া' ক্রিয়া নেই, আছে অনিচ্ছা, অক্ষমতা বা পরিস্থিতিগত বাধা। তাই ভাববাচ্য অনেক সময় মানসিক বা পরিস্থিতিগত অর্থও প্রকাশ করে।

৪. কর্মকর্তৃবাচ্য অর্থে মধ্যবর্তী

'বইটি ভালো বিক্রি হচ্ছে।'– এখানে বই নিজে বিক্রি করছে না; আবার সরাসরি 'বইটি বিক্রি করা হচ্ছে' বলাও নয়। তাই এটি সক্রিয় রূপে নিষ্ক্রিয় অর্থ প্রকাশ করছে।

প্রশ্নোত্তর দেখো

প্রশ্ন–৩ **ভাববাচ্য কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।**

উত্তর: যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়ার ভাব বা কাজের সংঘটনই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যে কর্তা থাকলেও তা সাধারণত ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়। ক্রিয়া নামপুরুষে বা ভাবকেন্দ্রিকরূপে থাকে।

উদাহরণ:

১. আমার যাওয়া হবে না।

২. তাকে এখন যেতে হবে।

৩. এ পথে চলা যায় না।

৪. আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

এখানে কর্তা নয়, কাজের হওয়া, না-হওয়া, প্রয়োজন বা অক্ষমতার ভাব প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন–৪ **বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম আলোচনা করো।**

উত্তর: বাচ্য পরিবর্তন হলো বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তন করা। কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে করতে হলে কর্মকে প্রধান স্থানে আনতে হয়, কর্তায় 'দ্বারা/কর্তৃক' প্রভৃতি অনুসর্গ বসে এবং ক্রিয়া যৌগিক রূপ গ্রহণ করে। যেমন– 'আমি বই পড়েছি।' → 'বইটি আমার দ্বারা পড়া হয়েছে।'

কর্মবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে করতে হলে 'দ্বারা/কর্তৃক' যুক্ত পদকে কর্তা করতে হয় এবং ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করতে হয়। যেমন– 'চিঠিটি রিনার দ্বারা লেখা হয়েছে।' → 'রিনা চিঠিটি লিখেছে।'

কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে করতে হলে কর্তা ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করে এবং ক্রিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যসহ ভাবরূপ নেয়। যেমন– 'আমি যাব না।' → 'আমার যাওয়া হবে না।'

ভাববাচ্যকে কর্তাবাচ্যে করতে হলে ষষ্ঠী/দ্বিতীয়া রূপকে কর্তা করতে হয় এবং ক্রিয়াকে মূল ক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনতে হয়। যেমন– 'তোমাকে যেতে হবে।' → 'তুমি যাবে।'

পরিচ্ছেদ ৪ যতি বা বিরামচিহ্ন

বিরামচিহ্নের ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

ব্যবহারক্ষেত্র	চিহ্ন	উদাহরণ
বাক্য সমাপ্তি	।	আমি বাড়ি যাব।
প্রশ্ন	?	তুমি কোথায় যাবে?
আবেগ	!	আহা! কী সুন্দর!
স্বল্প বিরতি	,	রিমা, নীলা ও মিতা এল।
মাঝারি বিরতি	;	সে এল; কিন্তু থাকল না।
ব্যাখ্যা/তালিকা	:	তিনটি রং: লাল, নীল, সবুজ।
আকস্মিক বিরতি	–	আমি বলব– কিন্তু এখন নয়।
শব্দসংযোগ	–	আম-জাম-কাঁঠাল।
উদ্ধৃতি	“ ”	সে বলল, “আমি যাব।”
অতিরিক্ত তথ্য	( )	রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১)
বর্জন	...	আমি... কী বলব বুঝছি না।
বিকল্প	/	ছেলে/মেয়ে উভয়ই আবেদন করবে।

২৫. বিরামচিহ্ন ব্যবহারে সাধারণ ভুল

ভুল ব্যবহার	শুদ্ধ ব্যবহার	ব্যাখ্যা
তুমি কোথায় যাবে।	তুমি কোথায় যাবে?	প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন
আহা কী সুন্দর।	আহা! কী সুন্দর!	আবেগে বিস্ময়চিহ্ন
সে বলল “আমি যাব।”	সে বলল, “আমি যাব।”	উদ্ধৃতির আগে কমা
আমি, আজ, বাড়ি, যাব।	আমি আজ বাড়ি যাব।	অপ্রয়োজনীয় কমা নয়
পদ পাঁচ প্রকার:–	পদ পাঁচ প্রকার:	আধুনিক রীতিতে কোলন যথেষ্ট
রবীন্দ্রনাথের “শেষের কবিতা”	রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’	গ্রন্থনামে একক উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য
আমি..... এলাম	আমি... এলাম	তিনটি বিন্দু

আধুনিক ডিজিটাল লেখায় বিরামচিহ্ন

ডিজিটাল যুগে বিরামচিহ্নের ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল, মেসেজ, ব্লগ, অনলাইন প্রতিবেদন– সব জায়গায় ভুল বিরামচিহ্ন ভুল বার্তা তৈরি করতে পারে।

ভুল ডিজিটাল ব্যবহার

আপনি আসবেন???

ধন্যবাদ!!!!

আমি যাব,,,, কিন্তু পরে

প্রমিত ব্যবহার

আপনি আসবেন?

ধন্যবাদ!

আমি যাব, কিন্তু পরে।

ডিজিটাল লেখায় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে–

১. একাধিক প্রশ্নচিহ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার এড়িয়ে চলা।

২. বাংলা বাক্যের শেষে বাংলা দাঁড়ি ব্যবহার করা।
৩. ইংরেজি ও বাংলা চিহ্ন মিশিয়ে অসংগতি তৈরি না করা।
৪. উদ্ধৃতির শুরু ও শেষ ঠিক রাখা।
৫. অতিরিক্ত কমা বা ত্রিবিন্দু ব্যবহার না করা।

বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের বিবর্তন: প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ

লিখিত ভাষার ইতিহাসে বিরামচিহ্ন একদিনে আসেনি। মানুষের মুখের ভাষায় যেমন থামা, সুর, ঝোঁক, আবেগ, প্রশ্ন ও বিস্ময়ের স্বাভাবিক ভঙ্গি থাকে, লিখিত ভাষা প্রথম দিকে সেসব সূক্ষ্মতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। তাই পৃথিবীর নানা ভাষা ও লিপি-পরিবারে ধীরে ধীরে কিছু চিহ্নের উদ্ভব ঘটে, যেগুলো পাঠককে জানায় কোথায় থামতে হবে, কোথায় বাক্য শেষ, কোথায় প্রশ্ন, কোথায় আবেগ, কোথায় উদ্ধৃতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিরামচিহ্ন লিখিত ভাষার নিঃশ্বাস, ছন্দ ও অর্থনির্দেশক ব্যবস্থা।

বিশ্বভাষার ইতিহাসে গ্রিক-রোমান লিপি-পরম্পরায় বিরামচিহ্নের বিকাশ বিশেষভাবে আলোচিত। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক অ্যারিস্টোফেনিস অব বাইজ্যান্টিয়াম পাঠের সুবিধার জন্য বিন্দু-নির্ভর একটি বিরতি-ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছিলেন বলে পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেন। পরে রোমান, মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপি এবং রেনেসাঁ-যুগের মুদ্রণপ্রথায় কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন ইত্যাদি আধুনিক রূপ পেতে থাকে। অন্যদিকে ভারতীয় ব্রাহ্মী-উদ্ভূত লিপিপরিবারে প্রাচীনকাল থেকেই 'দণ্ড' বা দাঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা বিরামচিহ্নের ব্যবহারিক বিস্তার: ধারণাভিত্তিক লেখচিত্র

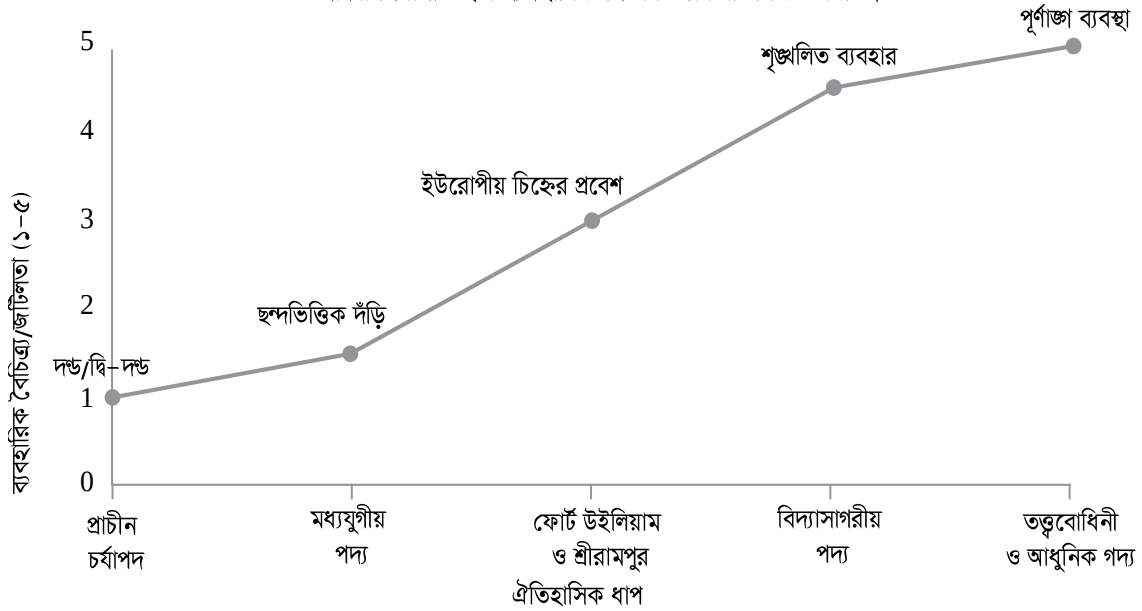

নোট: এটি পরিসংখ্যান নয়; প্রদত্ত লেখার বর্ণিত বিকাশের মাত্রা বোঝাতে ধারণাভিত্তিক স্কোর ব্যবহার করা হয়েছে।

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, দেবনাগরী, ওড়িয়া, গুজরাটি, গুরুমুখী প্রভৃতি ভারতীয় লিপিতে এক দণ্ড ও দ্বি-দণ্ড বাক্য বা পদ-সমাপ্তির প্রধান চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউনিকোডেও U+০৯৬৪ দণ্ড এবং U+০৯৬৫ দ্বি-দণ্ডকে ভারতীয় লিপির সাধারণ বিরামচিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[১]

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগে বিরামচিহ্নের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন চর্যাপদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে তা প্রকাশ করেন। চর্যাপদ মূলত গীতিকবিতা; তাই এর পাঠে চরণভাগ, পদভাগ এবং আবৃত্তির ছন্দই ছিল প্রধান।

আধুনিক অর্থে কমা, সেমিকোলন, কোলন, প্রশ্নচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন তখন ছিল না; ছিল চরণের শেষে দাঁড়ি বা দণ্ডজাত বিরামচিহ্নের ব্যবহার।

প্রাচীন পুঁথির রীতি অনুযায়ী প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হতো। যেমন– চর্যাপদের একটি পদ সম্পাদিত পাঠে এভাবে দেখানো যেতে পারে–

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥"

এখানে '।' এক চরণের বিরতি এবং '॥' পূর্ণ পদ বা স্তবক– সমাপ্তির ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, প্রাচীন বাংলায় বিরামচিহ্ন ছিল মূলত ছন্দ, চরণ ও গানের গতি নির্দেশের উপায়; বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চিহ্ন নয়।[২]

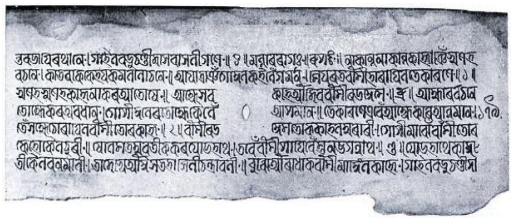

বড় চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পাণ্ডুলিপি

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানত পদ্যনির্ভর ছিল। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জীবনীকাব্য, অনুবাদসাহিত্য– সব ক্ষেত্রেই ছন্দ ও পয়াররীতির প্রাধান্য ছিল। এ যুগেও আধুনিক বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়িই প্রধান বিরতি-চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পয়ারের প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি, দ্বিতীয় চরণের শেষে দুই দাঁড়ি বসানোর রীতি ছিল।

যেমন– মধ্যযুগীয় পয়াররীতির একটি দৃষ্টান্ত এভাবে লেখা যায়–

"শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥"

এখানে প্রথম বাক্যটি পাঠককে সাময়িক থামায়, আর দ্বিতীয়টি পূর্ণ ভাবের সমাপ্তি নির্দেশ করে। মধ্যযুগের পুঁথি-পাঠে শ্রোতা ও পাঠকের কানে ছন্দ পৌছানোই মুখ্য ছিল; তাই প্রশ্ন বা বিস্ময় বোঝাতে আলাদা চিহ্নের প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয়নি। প্রশ্নের ভাব বোঝা যেত শব্দ, ক্রিয়াপদ, বাক্যপ্রসঙ্গ ও পাঠকণ্ঠের সুর থেকে।

বাংলা বিরামচিহ্নের আধুনিক ইতিহাস শুরু হয় গদ্যের বিকাশের সঙ্গে। পদ্যভাষায় চরণবিভাগ থাকলেও গদ্যে দীর্ঘ বাক্য, উপবাক্য, যুক্তি, ব্যাখ্যা, সংলাপ, উদাহরণ, উদ্ধৃতি– এসবের জন্য নতুন ছেদচিহ্নের প্রয়োজন দেখা দেয়। উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলা গদ্যের প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর A Grammar of the Bengalee Language এবং কথোপকথন বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেরি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক, কথোপকথন, অনুবাদ ও ইতিহাসধর্মী রচনার ভাষা হিসেবে নতুনভাবে সাজতে থাকে। এই মুদ্রিত গদ্যরীতিতেই ইউরোপীয় ছাপাখানার প্রভাবে কমা, সেমিকোলন, কোলন, প্রশ্নচিহ্ন প্রভৃতি চিহ্ন বাংলা লেখায় প্রবেশের পথ পায়।[৩]

কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নকে সত্যিকার অর্থে শিল্পসম্মত ও নিয়মশৃঙ্খল রূপ দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁকে শুধু বর্ণপরিচয়ের সংস্কারক বা শিক্ষাবিদ হিসেবে দেখলে তাঁর গদ্য-প্রতিভার পূর্ণ মূল্যায়ন হয় না। বাংলা গদ্যের বাক্যগঠন, ছন্দ, বিরতি ও অর্থবিন্যাসে তাঁর ভূমিকা গভীর। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি রচনায় তিনি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, কোলনজাত ছেদচিহ্ন এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, বাংলা গদ্য পাঠযোগ্য, প্রাঞ্জল ও যুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে। তাঁর আগে বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের বিচ্ছিন্ন ব্যবহার থাকলেও তাঁর হাতে তা নিয়মিত সাহিত্যিক শক্তি পায়। এ কারণে বাংলা ব্যাকরণ-আলোচনায় তাঁকে আধুনিক বিরামচিহ্ন প্রয়োগের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক বলা হয়।[৪]

ঊনবিংশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকসমাজ বাংলা গদ্যে যুক্তিবাদী, প্রবন্ধধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক রীতির বিকাশ ঘটান। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম ও যুক্তিনির্ভর আলোচনায় দীর্ঘ ও জটিল বাক্য গঠনের প্রয়োজন ছিল। ফলে কমা, সেমিকোলন, কোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বন্ধনী– এসব চিহ্ন গদ্যের অর্থবিভাগে ক্রমে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগদ্যে যুক্তির ধাপ আলাদা করা, উদাহরণ দেওয়া, কারণ-ফল সম্পর্ক দেখানো এবং তথ্যকে সুশৃঙ্খল করার জন্য বিরামচিহ্ন বিশেষ ভূমিকা রাখে। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গদ্যেও বাক্যের ভারসাম্য রক্ষায় ছেদচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়।[৫]

অতএব, বাংলা বিরামচিহ্নের বিবর্তনকে তিন ধাপে দেখা যায়।

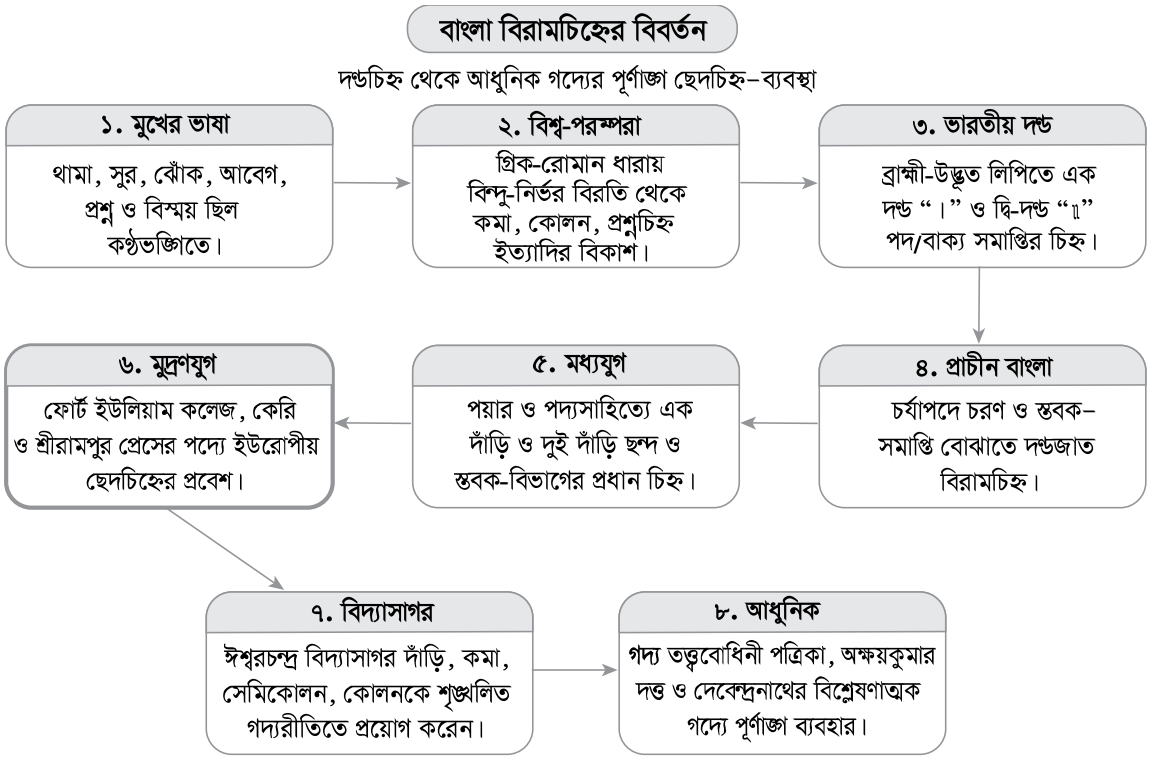

মূল কথা: বিরামচিহ্ন প্রথমে ছিল পাঠের বিরতি ও ছন্দের সংকেত, আধুনিক গদ্যে এটি হয়ে ওঠে যুক্তি, আবেক, শৈলী ও অর্থপ্রকাশের ব্যাকরণিক উপাদান।

ধারণা প্রদত্ত লেখার ভিত্তিতে

প্রাচীন যুগে চর্যাপদ ও প্রাচীন পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ছিল চরণ ও পদসমাপ্তির দণ্ডচিহ্ন। মধ্যযুগে পদ্যসাহিত্যে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি ছন্দ ও স্তবক-বিভাগের প্রধান চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে মুদ্রণযন্ত্র, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কেরির ব্যাকরণচর্চা, শ্রীরামপুর প্রেস, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য-সংস্কারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিরামচিহ্ন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে বিরামচিহ্ন আর শুধু থামার চিহ্ন থাকল না; এটি হয়ে উঠল বাংলা গদ্যের যুক্তি, ছন্দ, আবেগ, শৈলী ও অর্থপ্রকাশের অপরিহার্য ব্যাকরণিক উপাদান।

বিবর্তনের তথ্যসূত্র

১. *Unicode Consortium. Unicode Standard, Chapter 12: South and Central Asia–ও. দণ্ড ও দ্বি–দণ্ড প্রসঙ্গ; U+০৯৬৪, U+০৯৬৫।*

২. *শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, সম্পা. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৬। চর্যাপদ/চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রসঙ্গ।*

৩. *Carey, William. A Grammar of the Bengalee Language. Serampore: Mission Press, 1801/1818 সংস্করণ। আরও দেখুন: Banglapaedia, "Carey, William."*

৪. *বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস। বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের সুসংবদ্ধ প্রয়োগ প্রসঙ্গ।*

৫. *Banglapaedia, "Tattvabodhini Patrika" এবং "Datta, Akshay Kumar." ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ, অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গ।*

৬. *মামুদ, হায়াৎ। বাংলা লেখার নিয়মকানুন. ঢাকা: প্রতীক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২; পুনর্মুদ্রণ ২০১৫/২০১৮। বিরামচিহ্ন অধ্যায়, পৃ. ১২০–১৪০।*

৭. *চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বাংলা ভাষা ও লিখিত ভাষায় সুর–ঝোঁক–বিরতির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গ; উদ্ধৃত অংশটি প্রচলিত ব্যাকরণ–সংকলন থেকে গৃহীত।*

তথ্যসূত্র

১. *চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণবিষয়ক আলোচনা; লিখিত ভাষা, কথিত ভাষা, সুর ও বিরাম প্রসঙ্গ।*

২. *মুখোপাধ্যায়, অশোক। বাংলা ব্যাকরণবিষয়ক আলোচনা; ছেদচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন প্রসঙ্গ।*

৩. *ভট্টাচার্য, সুভাষ। বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষা–ব্যবহার প্রসঙ্গ; বিরামচিহ্নের সংজ্ঞা।*

৪. *মামুদ, হায়াৎ। বাংলা লেখার নিয়মকানুন। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯২; পুনর্মুদ্রণ ২০১৮। পৃ. ১২০–১৪০।*

৫. *জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম–দশম শ্রেণি। ঢাকা: NCTB। যতিচিহ্ন/ ছেদচিহ্ন পরিচ্ছেদ।*
৬. *Purdue Online Writing Lab. "Brief Overview of Punctuation." Purdue University, online writing resource.*
৭. *Purdue Online Writing Lab. "Additional Punctuation Rules When Using Quotation Marks." Purdue University, online writing resource.*
৮. *বাংলা একাডেমি। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।*
৯. *ড. মোহাম্মদ আমীন। ব্যবহারিক প্রমিত বাংলা বানান সমগ্র। যতিচিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা প্রসঙ্গ।*